পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 31 Tuesday, 31 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা ❋ ১৪ পৌষ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

কোনও দুষ্টু লোকের খপ্পরে পড়বেন না, কেউ ডাকলে চলে যাবেন না। মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ৩০ ডিসেম্বরঃ বছরের শুরুতেই সন্দেশখালি ইস্যুতে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায়। বাংলার পাশাপাশি উত্তাল হয়েছিল দিল্লিও। ঘরে বাইরে প্রবল অস্বস্তির মধ্যেই লোকসভা ভোটে লড়েছিল ঘাসফুল শিবির। যদিও শেষ পর্যন্ত বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে শেষ হাসি হাসে তৃণমূলই। যদিও সন্দেশখালির বিধানসভাভিত্তিক ফলে পিছিয়ে যায় মমতা ব্রিগেড। সেই সন্দেশখালিতেই প্রায় এক বছর পর পা রেখেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি কী বার্তা দেন সেদিকে নজর ছিল রাজনৈতিক মহলের। এদিন দুপুর ১টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর চপার নামে সন্দেশখালির মাঠের পাশে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে। সোজা উঠে যান মঞ্চে। এদিন মোট ১১৩ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করেন সন্দেশখালি থেকে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরুতেই একের পর এক বড় ঘোষণা করতে দেখা যায় তাঁকে। সাফ জানিয়ে দেন সন্দেশখালিতে আবার হবে দুয়ারে সরকার। জানুয়ারির শেষ থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে। একইসঙ্গে এলাকার কাস্ট সার্টিফিকেটের সমস্যা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে। সেই সমস্যাও দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা হবে বলে জানান তিনি। একইসঙ্গে সেখানে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নতির উপরেও যে জোর দেওয়া হচ্ছে সে কথাও বলতে দেখা যায় তাঁকে। বলেন, ''সন্দেশখালিতে একটি ৩০ বেডের রুরাল হাসপাতাল আছে। আমি ৬০ বেডের করে দিতে বলেছি। সিজার করার জন্য ব্যবস্থা করতে বলব।'' সঙ্গে এলাকার মহিলাদের আশ্বস্ত করে বলেন, ''লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মা বোনেদের বলব আগামী দিনে বিধবা এবং বার্ধক্য ভাতার জন্য দৌড়াতে হবে না। যতদিন বেঁচে থাকবেন এটা পেয়ে যাবেন।''

তবে সঙ্গে দুর্নীতি রুখতেও কড়া বার্তা শোনা যায় মমতার মুখে। প্রকল্পের সুবিধা পেতে যাতে অতিরিক্ত টাকা কাউকে দিতে না হয় সে কথাও স্পষ্টভাবে বলেন। সাফ বলেন, ''সরকারি প্রকল্পের জন্য কাউকে কখনও টাকা দেবেন না।'' এরইমাঝে আবার সন্দেশখালির নামকরণ নিয়েও কৌতূহল প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে। কেন এমন নাম তা বোঝার চেষ্টা করেন। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, ''সন্দেশখালির নাম সন্দেশের সঙ্গে জড়িত। এখানে কি আগে সন্দেশ পাওয়া যেত?'' ঠিক তারপরই বলে ওঠেন, ''সন্দেশখালিতে আরও সন্দেশের দোকান হবে।'' এদিন সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মহিলাদের উদ্দেশে বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, 'কোনও দুষ্টু লোকের খপ্পরে পড়বেন না'। একই সঙ্গে, সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বেশি কথা না বললেও, স্বল্পভাষণেই বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি। সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই মূলত সন্দেশখালি গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সন্দেশখালিতে গিয়ে সেখানকার বিতর্কিত ঘটনা নিয়ে কথা বলবেন না, এটা হবে না। সন্দেশখালির মহিলাদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। স্পষ্ট বলেন, ''কোনও দুষ্টু লোকের খপ্পরে পড়বেন না। মেয়েরা, কেউ ডাকল আর চলে গেলেন, এমনটা করবেন না।'' একই সঙ্গে সরকারি প্রকল্পের টাকা কাউকে না দেওয়ার স্পষ্ট বার্তাও তিনি দেন। মমতা বলেন, ''আপনার টাকা, আপনার অধিকার। আমাদের প্রকল্পের জন্য টাকা লাগে না। কাউকে টাকা দেবেন না।'' এরপরই নিজের ভাষণে বিজেপিকে বিঁধে তিনি বলেন, ''আমি জানি এখানে টাকার অঙ্কের খেলা হয়েছে। পরে দেখলেন তো, সবটাই ভাঁওতা, মিথ্যে বেশিদিন চলে না।'' তবে মমতা এও বলেন, যা হয়েছে, হয়েছে। তাঁর কিছু 'মনে নেই', তিনি ভুলে গেছেন! সন্দেশখালির মঞ্চ থেকে বিজেপির পাশাপাশি সিপিএমকেও নিশানা করেন মমতা। বলেন, বিজেপির অনেক টাকা আছে, কিন্তু সেটা অন্যায়ের টাকা। ওই টাকায় যেন কেউ হাত না দেন। আর সিপিএমকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, সবথেকে বেশি মানুষকে অত্যাচার করত যারা, তারা এখন বড় বড় কথা বলছে। মমতার কথায়, ''ওটা নরকঙ্কাল, অত্যাচারীর দল। এদের মিথ্য কথায় ভুলবেন না। মনে রাখবেন, দিদিকে বললে দিদি কাজ করবে।'' মহিলাদের তো বটেই, সন্দেশখালির মানুষকে বার্তা দিয়ে মমতা এও বলেন, এখানে কিছু হলে তিনি ১ সেকেন্ডের মধ্যে জানতে পারবেন। হিঙ্গলগঞ্জ, বাদুরিয়া, বসিরহাটে কিছু হলেও তিনি কয়েক সেকেন্ডে জানতে পারবেন। তাই কেউ যেন কিছুতে ভয় না পান। শুধু সামনের দিকে কী করে এগিয়ে যেতে হবে সেটা যেন ভাবেন। মমতার কথায়, তিনি ২৪ ঘণ্টা পাহারাদারের কাজ করেন সাধারণ মানুষের জন্য। নিজের ভাষণ 'সন্দেশখালি জিন্দাবাদ' বলে শেষ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

চিন্তা বাড়িয়েছে জঙ্গিরা, বর্ষবরণে শহর ঘিরছে পুলিশ, কতটা বাড়ছে নিরাপত্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বরঃ বড়দিনের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বর্ষবরণ। শীতের চাদর গায়ে জড়িয়ে ফের উৎসবের মেজাজে কলকাতা। প্রতিবারই বছরের শেষ ও নতুন বছর শুরুর এই সময়টাতে ব্যাপক ভিড় দেখা যায় পার্কস্ট্রিট, ভিক্টোরিয়া, আলিপুর চিড়িয়াখানা, ইকো পার্ক সহ বিভিন্ন জায়গায়। শহর তো বটেই, শহরতলি থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন কলকাতার নানা দর্শনীয় স্থানে। উৎসবের আবহে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা আটকাতে তৎপর কলকাতা পুলিশ। পার্ক স্ট্রিট, ভিক্টোরিয়া-সহ

বেশ কিছু এলাকায় একজন অতিরিক্ত কমিশনার পদমর্যাদা অফিসারের অধীনে থাকছেন যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদা ২ অফিসার। থাকছে বিশেষ টিম। নেতৃত্ব দেবেন ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদা ১২ জন অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদা ২৩ জন অফিসার। এ ছাড়াও ৭০ জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার থাকছেন। গোটা শহরের নানা প্রান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন সাড়ে ৪ হাজার পুলিশ কর্মী। শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে থাকছে ১৫টি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। থাকছে ১১ ওয়াচ টাওয়ার। এছাড়াও কুইক রেসপন্স টিম, পিসিআর ভ্যান-সহ মহিলা পুলিশ কর্মীরাও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন। সাদা পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন থাকছেন বাড়তি নজরদারির জন্য। বর্ষবরণে ব্যাপক ভিড় দেখা যয়া কলকাতা মেট্রোতেও। আরপিএফ এর পাশাপাশি মেট্রোতেও বিশেষ নজর থাকছে কলকাতা পুলিশের।

২০২৩ সালের টেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ এখনই সম্ভব নয়! জানাল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বরঃ ২০২৩ সালের টেট পরীক্ষার ফল এখনও বের হয়নি। সেই ফলপ্রকাশের আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই বলেও জানিয়ে দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল। কেন সম্ভব নয়, সেটারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। পর্ষদের সভাপতি জানিয়েছেন, আইনি জটিলতার কারণে এই ফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। ২০২৩ সালের আগে ২০১৭ এবং ২০২২ সালের টেট নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে, তা না মেটা পর্যন্ত ফলপ্রকাশ করা যাবে না বলেই জানান গৌতম পাল। ওই ২ বছরের পরীক্ষার পাশাপাশি ২০২৩ সালের টেট পরীক্ষা নিয়েও মামলা হয়েছে। সব

মিলিয়ে এখন এমন পরিস্থিতি যে গত বছরের পরীক্ষার ফলই প্রকাশ করা যাচ্ছে না। ২০২২ ও ২০২৩ সালে টেট পরীক্ষা হলেও উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের এখনও নিয়োগ করা হয়নি। এরই মধ্যে আবার পর্ষদের তরফে আভাস দেওয়া হয়েছে, ২০২৪ সালের টেট পরীক্ষা নাও নেওয়া হতে পারে। পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের বক্তব্য ছিল, আগে দ্রুত নিয়োগ করতে হবে। তারপরই নেওয়া হবে পরীক্ষা। ২০২২ সালে টেট পরীক্ষায় দেড় লক্ষ প্রার্থী উত্তীর্ণ হলেও তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। এদিকে ২০২৩ সালে পরীক্ষা নেওয়া হলেও ফল প্রকাশ হয়নি এখনও। এই পরিস্থিতিতে যদি নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়বে পর্ষদ। তাই ফলপ্রকাশ এবং নতুন করে পরীক্ষার বিষয় নিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হল।

নিয়োগ মামলার চার্জ গঠনে ফের জটিলতা! বিচারক বললেন, 'সব কিছু তো আমার নিয়ন্ত্রণে নেই'

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বরঃ চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ মামলার চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট। কিন্তু সোমবার ৩০ ডিসেম্বরও চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শেষ করা গেল না। আদালত সূত্রের খবর, নিয়োগ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু এদিন জেল থেকে আদালতে আসার পথে আচমকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। ফলে এদিনও নিয়োগ মামলার চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। তবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষ-সহ নিয়োগ মামলার অন্য অভিযুক্তরা এদিন আদালতে হাজির হয়েছিলেন। এদিনও চার্জ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় এজলাসেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় বিচারককে। আদালতে বিচারকের পর্যবেক্ষণ, 'চেষ্টায় ত্রুটি রাখিনি, কিন্তু সব কিছু তো আমার নিয়ন্ত্রণে নেই'। নিয়োগ দুর্নীতি

মামলায় গত সোমবার থেকে চার্জগঠন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি আদালতে প্রয়োজনীয় নথি জমা না দেওয়ায় চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া পিছিয়ে গিয়েছিল। ঘটনায় ভরা এডজলাস ইডির আধিকারিকদের ভর্সনাও করেছিলেন বিচারক। ইডিকে তীব্র ভর্ৎসনা করে ক্ষুব্ধ বিচারপতি এও বলেন, ''বুধবারের মধ্যে আদালতে সমস্ত নথি পেশ করতেই হবে। প্রয়োজনে সারারাত বসে কাজ করুন।'' আদালতের গুঁতো খেয়ে পরের দিনই নথি পেশ করে ইডি। তবে অন্যতম অভিযুক্ত কালীঘাটের কাকু অসুস্থতার কারণে এদিন আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেল। আদালত সূত্রের খবর, শুনানির পরবর্তী দিন হিসেবে ২ জানুয়ারি নির্ধারিত করা হয়েছে। ২০২২ সালের ২২ জুলাই গভীর রাতে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে ইডি। পরে পার্থর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের দুটি ফ্ল্যাটে নগদ প্রায় ৫১ কোটি টাকা এবং প্রচুর সোনা, বিদেশি মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে পরে আরও একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন জামিনে মুক্ত। মোট ৫৪ জনের নামে অভিযোগ রয়েছে।

আরজি কর আন্দোলনে যোগ দেওয়া শিল্পীদের বয়কটের ডাক কুনালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বরঃ আরজি কর আন্দোলনে যোগ দেওয়া শিল্পীদের বয়কটের ডাক তৃণমূল মুখপাত্র তথা তৃণমূল রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর তীব্র আক্রমণ, মিথ্যা বিকৃত ময়না তদন্তের রিপোর্ট নিয়ে 'নাটক' করা হয়েছে। তৃণমূল আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই সকল শিল্পীদের যেন দেখা না যায় হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন কুণাল। আরজি করের ঘটনার পর একাংশ শিল্পীদের পথে নামতে দেখা যায়। চিকিৎসকদের আন্দোলনে মিশে গিয়েছিলেন তাঁরা। এমনকী, ডাক্তাররা যখন অনশনে বসেছিলেন সেই সময়ও কয়েকজন শিল্পী প্রতীকী অনশনে সামিল হয়েছিলেন। এবার তাঁদের উদ্দেশ্যেই বার্তা গেল তৃণমূল নেতার। এ দিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ''আরজি করের নিন্দা করেছে বলে বাদ একদম নয়। একশো শতাংশ নিন্দা করবেন। কেন করবেন না? যাঁরা এই স্লোগান দিয়েছেন অমুকের গালে-গালে জুতো মারো তালে-তালে কখনও বলছেন বাংলাদেশের মতো পালাতে হবে। মিথ্যা বিকৃত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়ে নাটক করেছেন। আমাদের দলের আয়োজিত কোনও অনুষ্ঠানে যেন তাঁদের দেখা না যায়। তৃণমূল কর্মীদের আবেগে আঘাত লাগছে।'' শুধু তাই নয়, তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য, ''শিল্পী তালিকা খতিয়ে দেখতে হবে। এমন কাউকে আনা যাবে না যাঁরা আরজি কর আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন।'' তিনি বলেন, ''দুমাস আগে বিপ্লব করেছেন। আর তারপর অ্যাডভান্স নিয়ে তৃণমূলের মঞ্চে নাচ-গান করবেন ওসব এবার হবে না।'' কুণাল এ দিন বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠিক কাকে-কাকে বয়কট করতে হবে। তিনি বলেছেন, ''বাদশা মৈত্রর কথা বলছি না। উনি সিপিএম সমর্থক। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করছি না। যাঁদের মতাদর্শ তৃণমূলের সঙ্গে মেলে না তাঁদেরও কাজের অধিকার আছে। তবে যে কয়েকজন ইচ্ছাকৃত ভাবে, পরিকল্পিত ভাবে নিজেদের ধান্দায় আন্দোলন করেছেন তাঁদের বয়কট করুন।''

তৃণমূলের 'জঙ্গি প্রেম' নিয়ে বড় অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর বিরামহীনভাবে অত্যাচারের খবর সামনে আসছে। সেই সূত্রে এরাজ্যেও বাড়ছে জঙ্গি কার্যকলাপ। ইতিমধ্যে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে জঙ্গি ধরপাকড়ের ঘটনাও সামনে এসেছে। এ প্রসঙ্গে ফের রাজ্যকে আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর অভিযোগ, ভোট ব্যাঙ্কের কারণে এরাজ্যের তৃণমূল সরকার অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছে। সীমান্তে বিএসএফকে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য জমি দিচ্ছে না। তারই জেরে রাজ্যে জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত। এ প্রসঙ্গে রাজ্য পুলিশের ডিজিকেও আক্রমণ করেছেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু বলেন, ''আপনাদের জানা উচিত রাজ্যে স্থায়ী ডিজি নেই। আবার নিজেদের দোষ ঢাকতে সেই ডিজি বিএসএফের দিকে আঙুল তোলেন।'' নিজের অভিযোগের স্বপক্ষে বিরোধী দলনেতার বলেন, ''ভারত-বাংলাদশ সীমান্তের অনেকখানি অংশ রয়েছে এরাজ্যে। অথচ রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ায় ১৭টি জায়গায় বিএসএফ চৌকি তৈরি করতে পারছে না। সীমান্তও ঘেরা যাচ্ছে না। অথচ এই জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্যকে এক পয়সাও খরচ করতে হবে না। সবটাই দেবে কেন্দ্র। তবু ভোট ব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে সীমান্ত ঘিরতে জমি দেওয়া হচ্ছে না। এটাই তৃণমূলের জঙ্গি প্রেম!'' এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্ককে কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতা বলেন, ''রাজ্যের পুলিশ তৃণমূলের হয়ে তোলা তুলতে ব্যস্ত। যে কারণে কাশ্মীর থেকে ক্যানিংয়ে এসে জঙ্গি ধরতে হচ্ছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে।'' সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সন্দেশখালির অনুষ্ঠান নিয়েও বড় অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু বলেন, ''৩ কোটি টাকা খরচ করে সরকারি খরচে অনুষ্ঠান করে সেখান থেকে বিজেপিকে গালাগালি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।''

পাসপোর্ট জালিয়াতি রুখতে ঠিক কোন পথে হাঁটতে চাইছে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বরঃ জাল পাসপোর্ট নিয়ে চাপানউতোর চলছেই। জোরকদমে ধরপাকড় চালাচ্ছে পুলিশ। এরইমধ্যে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে পুলিশের কি করণীয় সে ব্যাপারে নয়া নির্দেশিকা পৌঁছাল জেলা ও কমিশনারেটগুলিতে। সূত্রের খবর, স্টেট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে পাঠানো হয়েছে এই নয়া নির্দেশিকা। যেদিন ডিজি জানিয়েছিলেন পাসপোর্ট যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নেই, সেদিনই অর্থাৎ রবিবার বিকেলে ই-মেইল করে স্টেট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে পাঠানো হয়েছে এই লিখিত নির্দেশিকা। নয়া নির্দেশিকায় জেলার পুলিশ সুপার ও সিপিদের কাঁধেও চাপানো হয়েছে নতুন দায়িত্ব। পাসপোর্টের এনকোয়ারির জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে নেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ নতুন সিদ্ধান্ত। গ্রাউন্ড এনকোয়ারি করবে স্থানীয় থানা, ঠিক হয়েছে এমনটাও। থানার ওসি'কে সেই এনকোয়ারি রিপোর্ট পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য পাঠাতে হবে। জেলার ক্ষেত্রে পুলিশ সুপার, শহরে পুলিশ কমিশনারকে একজন দক্ষ অফিসার নিয়োগ করতে হবে পাসপোর্টের আবেদনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। পাসপোর্টের আবেদন ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত লগ ইন আইডি পাসওয়ার্ড এসপি বা সিপি'রা নিজেদের কাছেই রাখবেন। রবিবার দুপুরে লালবাজারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, এডিজি আইন শৃঙ্খলা জাভেদ শামিম। সেখানে কেন্দ্রের পাসপোর্ট অথরিটির নির্দেশিকা নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। বৈঠকে রাজীব কুমার বলেছিলেন, পুলিশের দায় নেই। ঠিকানা ভেরিফাই করার পাসপোর্টের ক্ষেত্রে ভূমিকা নেই পুলিশের। পাসপোর্ট অথরিটি নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। আমরা বলেছি এটা পরিবর্তন করতে হবে। এরইমধ্যে এবার পুলিশের নতুন নির্দেশিকা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

দিল্লিতেও বাড়ছে বাংলাদেশিদের ভিড়, বৈধতা যাচাইয়ে বড় অভিযানে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বরঃ আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ, বিগত কয়েক সপ্তাহে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কটা ক্রমেই তলানিতে গিয়ে পড়েছে। এদিকে এখনও ভারতেই রয়েছেন শেখ হাসিনা। ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারল তাঁকে ফেরতও চাইছে। যা নিয়ে চাপানউতোর চলছে। ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে চলেছে বিএনপি-ও। এমতাবস্থায়, সীমান্তে বেড়েছে উত্তেজনা। কড়া নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী। তবে তারপরেও যে অনুপ্রবেশ একশো শতাংশই ঠেকানো যাচ্ছে এমনটা নয়। সবথেকে বেশি চিন্তা বাংলা-বাংলাদেশের সীমান্ত নিয়ে। তবে জল গড়িয়েছে রাজধানী দিল্লিতেও। সেখানেও ইতিমধ্যে পুলিশের হাতে আটকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই আবহে গত ১০ ডিসেম্বর রাজধানীতে পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখে বাংলাদেশি চিহ্নিতকরণ এবং তাঁদের নিজের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা। জোরকদমে সেই কাজও শুরু করে দিয়েছে পুলিশ। বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে কিছু নির্দিষ্ট এলাকায়। ইতিমধ্যেই 'টার্গেট এরিয়া' চিহ্নিত করে পরিচয় পত্র যাচাই অভিযান শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। প্রত্যেক সন্দেহভাজন পরিবারকে একটি ভেরিফিকেশন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র দক্ষিণ দিল্লি এলাকাতেই বিভিন্ন শ্রমিকবস্তি এবং বাংলাভাষীদের অস্থায়ী ছাউনিতে অভিযান চালিয়ে দেড় হাজার মানুষের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে। এরমধ্যে ১২ জন বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাঁদের দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লিতে গত তিন সপ্তাহে ৫০০ মানুষের

পরিচয় পত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে। ১০ জন সন্দেহভাজন বাংলাদেশিও চিহ্নিত হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব দিল্লিতে ১২৯৭ জন মানুষের পরিচয় পত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন ১২ জন। আউটার দিল্লি এলাকায় প্রায় হাজার মানুষের নথি খতিয়ে দেখা হয়েছে। সন্দেহভাজনের তালিকায় রয়েছেন ১৭৫ জন। সূত্র এও বলছে, উত্তর দিল্লি এলাকা থেকে ২ জন বাংলাদেশিকে ইতিমধ্যেই দেশে ফেরানো হয়েছে। ৫০০ জন মানুষের নথি খতিয়ে দেখা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব দিল্লি এলাকায় ৬০ জন সন্দেহভাজনের মধ্যে পাঁচ জন বাংলাদেশিকে ডিপোর্ট করা হয়েছে। রোহিণী এলাকায় ৭৩৪ জনের পরিচয় পত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে। পাশাপাশি আউটার নর্থ দিল্লি এলাকায় ৫৫০ সন্দেহভাজন ব্যক্তির পরিচয় পত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে।

কৃষকদের ডাকা ধর্মঘটের জেরে স্তব্ধ রেল-যান চলাচল, বেকায়দায় জনজীবন

অমৃতসর, ৩০ ডিসেম্বরঃ পাঞ্জাবে সোমবার সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে, কারণ কৃষকরা রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের অংশ হিসেবে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করেছে, ফলে যাত্রী এবং পণ্য পরিবহন ব্যাপকভাবে থমকে গেছে। এই পাঞ্জাব বনধটি ৭০ বছর বয়সী কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দল্লেওয়ালের সমর্থনে ডাকা হয়েছে, যিনি ২৬ নভেম্বর থেকে অনশনে বসেছেন এবং তার অনশন আজ ৩৫তম দিনে পা দিয়েছে। দল্লেওয়াল তার স্বাস্থ্যবিধি অগ্রাহ্য করে, চিকিৎসা গ্রহণ না করে, অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন, যতদিন না কেন্দ্রীয় সরকার ১৩টি কৃষক দাবি মেনে নেয়, যার মধ্যে অন্যতম হলো, সমস্ত ফসলের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) আইনগতভাবে গ্যারান্টি দেওয়া। কৃষকরা তাদের দাবির সমর্থনে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রেলপথ ও সড়ক অবরোধ করেছে, যা পুরো পাঞ্জাবজুড়ে যান চলাচল এবং পণ্য পরিবহনে বিশাল ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। সড়ক অবরোধের কারণে হাজার হাজার যাত্রী আটকে পড়েছে এবং পণ্য পরিবহনও বিপর্যস্ত হয়েছে। এই অবস্থায় সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। দল্লেওয়ালের অনশন শুরু হওয়ার পর থেকেই পাঞ্জাবে কৃষকদের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা দাবি করছে, এমএসপি যদি আইনগতভাবে গ্যারান্টি না করা হয়, তবে

কৃষকরা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যায্য দাম পাবে না, যা তাদের জন্য একটি বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি করবে। কৃষকরা মনে করছেন, সরকার কৃষি ক্ষেত্রের উন্নতি না ঘটিয়ে শুধুমাত্র বড় কর্পোরেটদের স্বার্থে কাজ করছে, এবং তাদের দুরবস্থার কোনো সদর্থক সমাধান দিচ্ছে না। পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের এই আন্দোলন দ্রুত শক্তি অর্জন করেছে, এবং এটি শুধু পাঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকদের মধ্যে সমর্থন পাচ্ছে। এই আন্দোলন কৃষি সংস্কারের জন্য একটি বৃহ জাতীয় আন্দোলনে রূপ নিতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। কৃষকদের দাবির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, ফসলের জন্য এমএসপি আইনত নিশ্চিত করা এবং কৃষকদের জন্য আরও সহায়ক নীতির প্রণয়ন। দল্লেওয়ালের এই আন্দোলন শুধু কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা বলে না, বরং এটি কৃষক সমাজের আত্মমর্যাদা এবং তাদের মর্যাদার বিষয়ও হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাব সরকারের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি দেখা গেলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো কার্যকরী প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফলে কৃষক আন্দোলন আরও তীব্র হতে পারে, যা দেশের অন্যান্য রাজ্যেও কৃষকদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এদিনের অবস্থায়, পাঞ্জাবে সাধারণ মানুষের কাছে এই আন্দোলন কীভাবে প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। তবে, কৃষকরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, যতদিন পর্যন্ত তাদের দাবি পূর্ণ না হবে, ততদিন পর্যন্ত তারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

নন্দীগ্রামে বিজেপি ছাড়লেন ৫০০ জন

দুরন্তবার্তা,৩০ডিসেম্বরঃ গত রবিবার নন্দীগ্রামের অন্তত ৫০ জন নেতা কর্মী বিজেপি ছা।লেন। ফলে নন্দীগ্রামে অনেকটা ব্যাকফুটে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীদের খারাপ আচরণ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে এবার বিজেপি ছাড়লেন নন্দীগ্রামের একাধিক প্রথম সারির বিজেপি নেতা ও কর্মী। গত রবিবার রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে তাঁরা বিজেপি ত্যাগের ঘোষণা করেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির নন্দীগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস দাস ও বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য অশোক করণ। তাঁদের সঙ্গেই প্রায.৫০ জন কর্মী এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি ত্যাগ করেন। স্বাভাবিক কারণে নন্দীগ্রামে অনেকটা মাটি হারাচ্ছে বিজেপি। অন্যদিকে তৃণমূলে ফিরে আসছে অনেকেই। বিজেপি ত্যাগ করা কর্মীদের অভিযোগ, প্রথম দিন থেকেই স্থানীয় বিজেপির কর্মীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, যা খুবই নিন্দনীয়। দলের নেতা-কর্মীদের চিন্তাভাবনার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না। সন্ধ্যা হলেই বোমার আওয়াজে কেঁপে ওঠে বিভিন্ন এলাকা। এই সব অভিযোগ তুলে রবিবার বিজেপি ত্যাগ করলেন তাঁরা। দেবাশিস দাস এবং অশোক করণ আগে তৃণমূলে ছিলেন। গদ্দার অধিকারীর হাত ধরে ২০২০ সালে বিজেপিতে যোগ দেন। অশোক বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য। পঞ্চাযেত্ সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন দেবাশিস। পরে স্থানীয় গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁকে গ্রেফতারের দাবিও জানিয়েছিলেন দেবাশিস। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দলত্যাগের কথা ঘোষণা করেন তাঁরা। বলেন, এই দলে আর থাকা সম্ভব নয়।

জেলে গুরুতর অসুস্থ চিন্ময় মহারাজ

দুরন্তবার্তা,৩০ ডিসেম্বরঃবাংলাদেশের আইন ও বিচার এখন পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদের হাতে। সেই কারণেই বিনা বিচারে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় মহারাজকে এক মাসের বেশি সময় ধরে জেলে জীবন কাটাতে হচ্ছে। গুরুতর অসুস্থ বাংলাদেশে কারাবন্দি হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। সূত্রের খবর, তাঁর রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গিয়েছে। চট্টগ্রামের জেলে তিনি ঠিকমতো চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না। এই অভিযোগে সরব হয়ে উঠেছে সেখানকার হিন্দু সংগঠনগুলি। আগামী ২ জানুয়ারি তাঁর জামিন মামলার শুনানি। তার আগে অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ বাড়ল। ২ জানুয়ারির দিকে তাকিয়ে আছে সমস্ত হিন্দু সমাজ। চিন্ময় প্রভুর দ্রুত আরোগ্য কামনায় ইসকনের তরফে নতুন বছরের শুরুর দিনই বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে ওইদিন প্রার্থনাসভার জন্য আবেদন করেছে ইসকন।প্রায় দেড় মাস ধরে দেশদ্রোহ মামলায় জেলবন্দি বাংলাদেশে অত্যাচারিত হিন্দু সমাজের প্রতিবাদী মুখ ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। পতাকা অবমাননার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহ মামলা দায়ের করেছে ইউনুস সরকার। চট্টগ্রামের কারাগারে বন্দি করা হয়েছে তাঁকে। মেলেনি জামিন। আইনজীবীরা বারবার হুমকি, আক্রমণের মুখে পড়ে মনোবল কিছুটা হারিয়েছেন।তবুও বাংলাদেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চিন্ময় মহারাজের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

পালমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৬ ডিগ্রি

নয়াদিল্লি, ৩০ডিসেম্বর ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি। শীতের দাপটে রীতিমতো জবুথবু অবস্থা রাজধানীজুড়ে। একইসঙ্গে ঘন কুয়াশায় দুর্বিষহ পরিস্থিতি রাজধানীতে। সোমবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির সফদরজং-এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পালমে ৮.৬ ডিগ্রি

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ইংরেজি নববর্ষের দিন জম্মু ও কাশ্মীরে হবে না বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

জম্মু, ৩০ ডিসেম্বর ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। সেইকারণে জম্মু ও কাশ্মীরে বর্ষবরণ উদযাপন করা হবে না। এক প্রশাসনিক আধিকারিক জানিয়েছেন, পহেলগাম এবং গুলমার্গে শীতকালীন কার্নিভাল ২ জানুয়ারির পরে অনুষ্ঠিত হবে।জম্মু ও কাশ্মীরের পর্যটন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় জম্মু ও কাশ্মীরের কোনও বিভাগ এই বছর নববর্ষ উদযাপন করবে না। তবে ২ জানুযারি থেকে পহেলগামে শীতকালীন কার্নিভাল হবে।উল্লেখ্য, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ড. মনমোহন সিং গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার (২৭ ডিসেম্বর) ৯২ বছর বয়সে দিল্লির এইমস-এ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় সরকার ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করে। এইসময়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা এবং সরকারি অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়।

স্টার থিয়েটারের নাম বদলে নটী বিনোদিনী থিয়েটার, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ উত্তর কলকাতার স্টার থিয়েটারের নাম বদল হতে চলেছে। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই নটি বিনোদিনী থিয়েটার হিসেবেই তা শোভা বর্ধন করবে। সোমবার সরকারিভাবে এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে এ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, এই থিয়েটারের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে নাম জড়িয়ে রয়েছে নটী বিনোদিনীর। নট্ট কোম্পানির তরফে পরবর্তীতে এই যাত্রাপালা গ্রামবাংলায় প্রবল আলোড়ন তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। নারীজীবনের করুণ প্রেক্ষাপটের কাহিনী। দেড়শো বছর আগের ঘটনা। তকালীন সময়েই নটী তথা বারবণিতাদের জীবনগাঁথা নিয়েই মূলতঃ ওই কাহিনী রচিত। মহেন্দ্রলাল গুপ্তের নির্মিত স্টার থিযেটারের মঞ্চে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ও নটী বিনোদিনীর পালা'তে অভিনয় প্রশংসিত। ১৯৯৯ তে এই নাট্যপালা - নটী বিনোদিনী'তে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা অভিনয় করেছেন। ৩২ জন আইনজীবীকে নিয়ে গড়ে তোলা হয় - কলকাতা হাইকোর্ট অ্যাডভোকেট ড্রামা এ্যাসোসিয়েশন। ২০৫ রজনী কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ও সুদূর আমেরিকা ও লন্ডনেও অভিনীত হয়েছে নটী বিনোদিনী। সোমবার এ প্রসঙ্গে গুর্মুখ রায় চরিত্রের অভিনেতা অঞ্জন কুমার দত্ত বলেন, অজিত পাঁজা অভিনীত যাত্রাপালার দুশোতম রজনীতে রবীন্দ্র সদনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সশরীরে উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মনের অজানা রহস্যের কিনারায় পুস্তক - ''অন্দরের ঘর, বাইরের ঘর'', আত্মপ্রকাশ

কলকাতা, ৩০ডিসেম্বর ঃ মনের এমন অনেক কিছু বিষয় রয়েছে যেটা অনেকের কাছেই অজানা, রহস্যময়. এবং তা নিয়েও অনেকের মধ্যেই বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারনা রয়েছে। আবহমান কাল ধরেই তা লালিত আমাদের মনের সেই অজানা অনুভূতির খোঁজ বা সুলুক সন্ধান দিতে অন্দরের ঘর,বাইরের ঘর - নামে একটি পুস্তক রচনা করেছেন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দেবাঞ্জন পান। এই পুস্তকের মধ্যেই রয়েছে তাঁর এ বিষয়ে নানা রচনা। দর্শন, মনস্তত্ত্ব, স্নায়ুবিজ্ঞান ও মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এক মেলবন্ধন ঘটেছে। রচনার মধ্যে তা দেখতে পাওয়া যাবে। নিজের মনকে বোঝা ও জানার জন্য বা তার হদিশ পাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি খুব সহজ ও সাবলীল ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই পুস্তকের ডা. পান। পুস্তকের প্রকাশক - ভাষা সংসদ ও মাইন্ড সেট। এই দুই সংস্থার উদ্যোগে বিধাননগরের ঐকতান অডিটোরিয়ামে বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ও প্রচেত গুপ্ত এবং ড. নির্মল কুমার ইন্দ্র। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে পুস্তকের আবরণ উন্মোচন পর্বে তাঁরা জানান, নানান দৃষ্টিকোণ থেকে মনের সমস্যাকে দেখা এবং বোঝার এক অমূল্য সংকলন এই বইটি। লেখক ডা. দেবাঞ্জন পান বলেন, মনকে একটা বায়বীয় বস্তু হিসাবেই ভেবে থাকি আমরা । কিন্তু মনের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে, সেখানে মস্তিস্ক ও ব্রেনের সিংহভাগ ভূমিকা রয়েছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে একারণে বিশদে তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি। প্রকাশক ও সাহিত্যিক বিতস্তা ঘোষাল এ প্রসঙ্গে বলেন, পান্ডুলিপি হাতে পেয়েই লেখাগুলো পড়ার পর তখন মনের মধ্যে নানা প্রশ্নের তিনি উত্তর খুঁজে পান এবং তা ছাপার অক্ষরে বাজারে আত্মপ্রকাশ করুক এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি। রবিবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাষা সংসদের সহ-সম্পাদক বিবেক চট্টোপাধ্যায, মৌসুমি দে এবং মাইন্ডসেট সংস্থার সি ই ও শ্রেয়সী চ্যাটার্জি, ড. প্রিয়াঙ্কা পল সহ বহু বিশিষ্টরা। পুস্তক উন্মোচনের পর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রসঙ্গীত ও লেখক দেবাঞ্জন পানের কবিতা পাঠের আসর এদিন অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা যোগ করে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় অদিতি চক্রবর্তী।

চিকিৎসার জন্য জিনাতকে আনা হল আলিপুর চিড়িয়াখানায়

দুরন্তবার্তা,৩০ডিসেম্বরঃ ৯ দিন ধরে অনেক ঝঞ্ঝাট করে দুই রাজ্য ও তিন জেলা পরিক্রম করে অবশেষে বন দপ্তরের জালে ধরা পড়েছে ও।শার বাঘিনী জিনাত। ওড়িশার সিমলিপাল থেকে যে ভ্রমণ শুরু করেছিল জিনাত, তা ঝাড়খণ্ড, পুরুলিয়া হয়ে বাঁকুড়ায় শেষ হল। রবিবার বিকেলে বাঁকুড়ার গোঁসাইডিহিতে চতুর্থ ঘুমপাড়ানি গুলি খেয়ে ধরা দেয় বাঘিনি। রাতেই তাঁকে কলকাতায় আলিপুর চিড়িয়াখানার পশু হাসপাতালে আনা হয় চিকিৎসার জন্য।গত শনিবারই বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর থেকে গোঁসাইডিহিতে ঢুকেছিল বাঘিনি। রাতেই জিনাতকে লক্ষ্য করে তিনটি ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়ে বন দফতর। এলাকা ঘিরে জ্বালানো হয়েছিল আগুন। কিন্তু তাতেও ধরা দেয়নি সে।এমন সহ্যশক্তি সম্পন্ন বাঘ খুব একটা দেখা যায় না। তবে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়েছে জিনাত।গত রবিবার বিকেলে চতুর্থ ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হয় জিনাতকে লক্ষ্য করে। এরপরই ক্ষেতে লুটিয়ে পড়ে জিনাত।রাত ১২ টা ১০ মিনিটে বিশেষ কনভয় নিরাপত্তায় আলিপুরের পশু হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে জিনাতকে। আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চিকিৎসা শুরু করা হয়। ওড়িশা বন দফতরের সঙ্গে আলোচনা করেই চিকিৎসা চলছে। জানা গিয়েছে, বিগত ৯ দিন ধরে দীর্ঘ পথ ঘুরে, মানুষের তাড়া খেয়ে ক্লান্ত বাঘিনি। এই কয়েকদিনে ঠিকমতো খাবার পায়নি সে। তাই এখন দরকার সঠিক খাবার এবং বিশ্রাম। তার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলাদা এনক্লোজারে রেখে চিকিসা চলছে তাঁর। এখন তাকে সুস্থ করে নিজের পরিচিত জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া বন দপ্তরের কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ।

ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,৩০ডিসেম্বরঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত

পূজারি গ্রন্থি সম্মান যোজনার ঘোষণা কেজরির, আর্থিক সহায়তারও দিলেন আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর ঃ ফের বড় ঘোষণা করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সোমবার এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন আমি একটি প্রকল্পের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করছি। প্রকল্পের নাম পূজারি গ্রন্থি সম্মান যোজনা। এই প্রকল্পের অধীনে মন্দিরের পুরোহিত এবং গুরুদ্বারের'গ্রন্থিদের' সাম্মানিক দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের প্রতি মাসে প্রায় ১৮ হাজার টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে।অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, পূজারি গ্রন্থি সম্মান যোজনার অধীনে, প্রতি মাসে মন্দিরের পুরোহিত এবং গুরুদ্বারের 'গ্রন্থিদের' সাম্মানিক দেওয়া হবে। তাদের প্রতি মাসে প্রায় ১৮ হাজার টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে...এই স্কিমের জন্য রেজিস্ট্রেশন আজ শুরু হবে। এই স্কিমের রেজিস্ট্রেশন শুরু করতে আমি আজ কনট প্লেসের হনুমান মন্দির পরিদর্শন করব।

প্রয়াত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার, শোকস্তব্ধ জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৩০ ডিসেম্বর ঃপ্রয়াত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেংট পদে ছিলেন জিমি। গত অক্টোবর মাসেই নিজের শততম জন্মদিন পালন করেছিলেন জিমি কার্টার। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তিনি জর্জিয়া প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। তার আগে জর্জিয়া স্টেট সেনেটের সদস্যও থেকেছিলেন তিনি। তিনি মার্কিন নৌবাহিনীতে ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সক্রিয় সার্ভিসে ছিলেন। ১৯৪৬ সালে রোজালিন স্মিথের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কার্টারের। ২০২৩ সালের নভেম্বরেই তাঁর স্ত্রী প্রয়াত হয়েছিলেন। আর তার ১১ মাসের মধ্যেই প্রয়াত হলেন জিমি। জিমি কার্টারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান কার্টার সেন্টার। এক বিবৃতিতে জিমি কার্টারের ছেলে চিপ কার্টার জানান, 'আমার বাবা একজন নায়ক ছিলেন। শুধু আমার কাছেই নন, যাঁরা শান্তি, মানবাধিকার এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় বিশ্বাস করেন, এমন সবার কাছেই তিনি নায়ক ছিলেন।'জিমি কার্টারের প্রয়াণে জো বাইডেন, ব্যারাক ওবামা সহ বহু নেতা শোক জ্ঞাপন করেছেন। জিমি কার্টারের স্বাক্ষরিত তাঁদের একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে বাইডেন লেখেন, '৬ দশক ধরে জিমি কার্টারকে বন্ধু বলে ডাকার সৌভাগ্য পেয়েছি জিল এবং আমি। তবে জিমির সবথেকে বড় কৃতিত্ব ছিল, আমেরিকা এবং গোটা বিশ্বে এমন কয়েক লাখ লোক হবে, যাঁরা কখনও জিমির সঙ্গে দেখা করেননি, তাও তাঁরা মনে করতেন জিমি তাঁদের বন্ধু।'

পঞ্জাব বনধ-এর প্রভাব গ্রামীণ এলাকায়, বন্দে ভারত-সহ ২২১টি ট্রেন বাতিল

অমৃতসর, ৩০ ডিসেম্বর ঃ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (এমএসপি) আইনি গ্যারান্টি -সহ একগুচ্ছ দাবিতে কৃষক সংগঠনগুলির ডাকা বনধের প্রভাব দেখা গিয়েছে পঞ্জাবে, গ্রামীণ এলাকায় বনধের বেশি প্রভাব দেখা গিয়েছে। তবে, জরুরি পরিষেবা চালু রয়েছে। বন্দে ভারত এবং শতাব্দী-সহ ২২১টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, পাশাপাশি বেসরকারি বাস পরিবহনকারীরা বনধে যোগ দিয়েছে। কৃষক নেতা জগজি সিং ডালেওয়ালের সমর্থনে বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে, যিনি কৃষকদের দাবিগুলি বাস্তবায়নের জন্য এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অনশন

জগদ্দল উৎসবের প্রস্তুতের আগেই সাংবাদিক বৈঠক করলেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম

দুরন্তবার্দা,৩০ডিসেম্বরঃজগদ্দল উৎসবের প্রস্তুতের আগেই সাংবাদিক বৈঠক করলেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। কাঁকিনাড়া নারায়ণপুর মাঠে ইউনাইটেড ক্লাব প্রাঙ্গনে সাংবাদিক বৈঠক করে বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম জানিয়ে দিলেন জগদ্দল উৎসবের অনেক আগাম খবর। জগদ্দল উৎসবে কি কি প্রোগ্রাম থাকবে এবং কি কি স্টল থাকবে সেই সব বিষয়ে কিভাবে পরিচালনা করা হবে সেই সব বিষয়ে সমস্ত কথা খুলে বলেন সাংবাদিকদের সম্মুখে। প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন সাংবাদিক এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সোমনাথবাবু বলেন, আমরা খুব সুশৃংখলভাবে এই জগদ্দল উৎসবকে এবারে তুলে ধরব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপহার হিসেবে।

বনগাঁয় খেলাঘর ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৭ তম জন্ম মহোৎসব

দুরন্তবার্তা,৩০ডিসেম্বরঃ-গত রবিবার পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৭ তম জন্ম মহোসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বনগাঁয় খেলাঘর ময়দানে। পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মসব উপলক্ষে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে তিনজন প্রধান অতিথি, বনগাঁ পৌরসভার পৌরপ্রধান গোপাল শেঠ মহাশয়, বনগাঁ মহকুমার বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা রতন ঘোষ মহাশয় ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নারায়ণ ঘোষ মহাশয.এবং অন্যান্য স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহস্রাধিক ভক্তগণ ও সাধারণ মানুষ। মহতি অনুষ্ঠান মঞ্চে সকাল থেকে পূজাপাঠ পূজাচনা চলতে থাকে, দুপুরে সতী সংঘের অনুষ্ঠান ও সাধারণ সভা সহ নানান অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে খেলাঘর ময়দানে শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের ১৩৭ তম জন্ম মহোৎসব। সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সারম্বরে পালিত হয়। দুপুর ১২ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত প্রায় কয়েক হাজার মানুষ আনন্দ বাজারে ভোগ ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বনগাঁ পৌরসভার পৌরপ্রধান গোপাল সেঠ, বনগাঁ সংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নারায়ণ ঘোষ ও বষিয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রতন ঘোষ তাদের বক্তব্যে সাংবাদিককে বলেন আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে সবসময় ভক্তি ও নিবেদন করি, ঠাকুরের মাহাত্ম্য ও শক্তি শুধু আমরা কেন ভারতবর্ষের সকলেই জানেন। আমরা সবাই ঠাকুরের এই সংগঠনে ও সংস্থার সাথে ছিলাম, সঙ্গে আছি এবং আগামীতেও থাকবো ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে যাব।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তিনি, জিমি কার্টারের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। রবিবার নিজের বাড়িতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কার্টার। তিনি ছিলেন আমেরিকার ৩৯-তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শান্তির জন্য পেয়েছিলেন নোবেল প্রাইজও।আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। মহান দূরদর্শী একজন রাষ্ট্রনায়ক, তিনি বিশ্ব শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। শক্তিশালী ভারত-

আবহাওয়া

বছর শেষে পারদ-পতনের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে বছরের শেষে ফের ফিরতে চলেছে শীতের আমেজ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের না হলেও তারপর এক ধাক্কায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি পারদ-পতন হতে পারে। নতুন বছর শুরু হওয়ার পর অনুভূত হবে শীতের আমেজ। সঙ্গে কুয়াশার চাদরে ঢাকবে বঙ্গের বেশিরভাগ জেলা।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা পরিবর্তন না হলেও তার পর থেকে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার থেকে রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফলে বছরের শেষে ফিরতে পারে শীতের আমেজ। কলকাতার পারদ ১৪ ডিগ্রির নীচে নেমে যেতে পারে।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৮ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৯ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৮মনিট এবং রাত ২ টা ৫৪মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৪মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৬মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৪ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৫ পৌষ, চান্দ্রঃ ৩০ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৯ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩০ পোইনু, আসামঃ১৪ পুহ, মুসলিমঃ২৮-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৮ঃ৩৭ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৯ঃ২৭।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৪২ঃ১৮(৩০) এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ২১ঃ৫০(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অমাবশ্যা (পূর্ণা) শেষ রাত্রি ঘ ০৪ঃ০০ঃ৩৩ দং ৫৪১৩৪৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃমূলা রাত্রিঃ১২ঃ৩০ঃ৪১ দং ৪৫২৯৭.৫ পর্যন্ত পরে পূর্বাষাঢ়াকরণঃচতুষ্পাদ বিকাল ঘ ০৩ঃ৫১ঃ১২ দং ২৩৫১১৫ পর্যন্ত পরে নাগ শেষ রাত্রি ঘ ০৪ঃ০০ঃ৩৩ দং ৫৪১৩৪৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুঘ্নযোগঃবৃদ্ধি রাত্রিঃ০৯ঃ৩১ঃ২৪ দং ৩৮১৪৫ পর্যন্ত পরে ধ্রুবঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ১৮ঃ৪২ থেকে - ০৭ঃ৪৪ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০৯ঃ৩৬ থেকে - ১১ঃ১৭ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৩৯ঃ২৩ থেকে - ১১ঃ১২ঃ২৯ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৫৩ঃ৬ থেকে - ০৩ঃ৩৮ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ০৮ঃ৩৯ থেকে - ০২ঃ৫১ঃ২৩ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৫২ঃ১৯ থেকে - ০২ঃ৪৫ঃ৩৬ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০২ঃ১৯ঃ২০ থেকে - ০৩ঃ৩৯ঃ২৭ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৭ঃ৩৮ঃ৪৮ থেকে - ০৮ঃ৫৮ঃ৫৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৯ঃ৫৯ঃ১৪ থেকে - ১১ঃ৩৯ঃ০৮ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮১৫১৫২৮ (২০) ১ পদচন্দ্রঃ৮১৫৪৫৪৯ (২০) ১ পদমঙ্গলঃ৩৮২৯১৬ (৮) ২ পদবুধঃ৭২২২৮৫১ (১৮) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২০৪১৭ (৪) ৪ পদশুক্রঃ১০১১৮৫৮ (২৩) ৩ পদশনিঃ১০১৭১০৩২ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯৩৮১০ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯৩৮১০ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৭ঃ২২ঃ০৫ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ০৮ঃ৫৮ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১০ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ১৩ঃ২৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ৫২ঃ২৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ০৫ঃ৪২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২১ঃ২৬ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১০ঃ৩২ঃ৪৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্রি ১২ঃ৪২ঃ৫৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫৭ঃ০৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ১২ঃ৫১ পর্যন্ত।

সন্দেশখালির সুজয় মাষ্টার তৃণমূলেরই ছিল, সোমবার নতুন করে নাটক করা হল মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চে ঃ রেখা পাত্র

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৩০ ডিসেম্বর ঃ সন্দেশখালি আন্দোলনের অন্যতম সেরা মুখ সুজয় মণ্ডল ওরফে সুজয় মাষ্টার। সেই সুজয় মাষ্টার সোমবার দুপুরে সন্দেশখালিতে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করা সুজয় কিনা তৃণমূলের।এই প্রশ্ন যখন উঠেছে তখন সন্দেশখালি কান্ডের আরেক মুখ তথা বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্র দাবি করেন সুজয় তো তৃণমূলেরই লোক, এদিন মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চ থেকে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে লোক দেখানো নাটক করা হয়েছে যে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং থেকে সম্প্রতি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের এক সদস্য গ্রেফতার হয়েছে। এছাড়াও ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর চর সহ গোসাবা, বাসন্তী এলাকায় যথেচ্ছ ভাবে ম্যানগ্রোভ কাটা হচ্ছে। মাতলার চর দখল করে সেখানে বহিরাগতদের রাতারাতি কলোনি গড়ে তোলা হচ্ছে। বেসরকারি মাদ্রাসা তৈরি করা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় জঙ্গিরা আত্মগোপন করে রয়েছে বলে দাবি বিজেপির। আর এর প্রতিকার স্বরূপ এলাকায় পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ানোর দাবির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, সাইবার ক্যাফে গুলিতে নজরদারি চালানো যাতে সেখানে অবৈধ ভাবে আঁধার কার্ড বা জন্ম সার্টিফিকেট না তৈরি হয় সেদিকে প্রশাসনের দৃষ্টি নিক্ষেপ,

যে সব অনুপ্রবেশকারীরা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে তাঁদেরকে খুঁজে বের করা মোট সহ ৭ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি এদিন বিজেপির তরফ থেকে জমা দেওয়া হয় ক্যানিংয়ের মহকুমাশাসকের দফতরে। এদিন বিজেপির প্রতিনিধি দলকে মহকুমাশাসকের দফতরের সামনেই আটকে দেয় পুলিশ। রেখা পাত্র সহ বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় বসেই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। রেখা বলেন, ক্যানিং এখন দুস্কৃতিদের আখড়া হয়ে উঠেছে। এখান থেকেই পাকিস্তানি জঙ্গি গ্রেফতার হচ্ছে। মাতলা নদীর চড়ে সরকারি জমি রহিঙ্গা, বাংলাদেশিদের কাছে বিক্রি করছে তৃণমূল নেতারা। এদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে। পুলিশ ও প্রসাশনকে দলদাসে পরিনত করেছে তৃণমূল। তাঁদের মদতেই এই অন্যায় কাজ হচ্ছে ক্যানিং সহ গোটা সুন্দরবন জুড়ে। যদিও রেখার তোলা এই অভিযোগ অস্বীকার করেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। তিনি বলেন, উনি যা বলেছেন তা মিথ্যা। সীমান্ত তো বিএসএফ দেখে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের নিশ্চয় গাফিলতি রয়েছে, না হলে এইসব জঙ্গি, বহিরাগতরা বর্ডার দিয়ে ঢুকছে কি করে? আমরাও চাই অনুপ্রবেশকারীদের ধরুক পুলিশ প্রশাসন, আমরা আমাদের তরফ থেকে সমস্ত সাহায্য করবো। অন্যদিকে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় সন্দেশখালির সুজয়ের তৃণমূল যোগদান নিয়ে রেখা আরও বলেন, সন্দেখালির লড়াই ছিল সনাতনী হিন্দদের লড়াই। উনিও হিন্দু ছিলেন তাই লড়াই করেছেন। তবে উনি তো আগাগোড়াই তৃণমূলেরই ছিলেন। কি কারণে যোগদানের নাটক করা হচ্ছে জানা নেই। এদিন শেষ পর্যন্ত ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি জমা দেন মহকুমাশাসকের দফতরে।

কাটমানি আদায়ের জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি সদস্যার বিরুদ্ধে

বনস্পতি দে, খানাকুল, ৩০ ডিসেম্বর ঃ বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা থেকে কাটমানি আদায়ের জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যার বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার পঞ্চায়েত সদস্যার। কাটমানি আদায়ের হুমকি প্রসঙ্গে শোরগোল পড়ে গিয়েছে খানাকুল-২ নম্বর ব্লকের জগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জগপুর দক্ষিণপাড়া এলাকায়। যদিও বিজেপি বিধায়কের দাবি খানাকূল দু'নম্বর ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতি ও বেশিরভাগ পঞ্চায়েতই বিজেপির দখলে রয়েছে। তাই বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে তৃণমূল। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা একদমই গরিব মানুষ। বাড়িঘর ও নেই। 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০,০০০ টাকা ঢুকেছে। উপভোক্তাদের অভিযোগ, তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে জানতে পেরেই ওই এলাকার বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা অপর্ণা বর ও তাঁর স্বামী বুধন বর তাঁদের কাছে দশ হাজার টাকা করে কাটমানি দাবি করেছেন। কখনও তাঁদের বাড়ির সামনে গিয়ে, আবার কখনও নিজেদের বাড়িতে ডেকে তাঁদেরকে হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। নাহলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় এক গ্রামবাসী বলেন, আমায় বলেছিল। তবে আমি দিইনি। ওরা বলছিল বাড়ির টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকলে আমাদের দিতে হবে। শনিবার উপভোক্তারা খানাকুল দু'নম্বর বিডিওর কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য অপর্ণা বর। তিনি বলেন, বিজেপির পরিচালিত পঞ্চায়েতকে দুর্নাম করার জন্য কিছু লোক ইচ্ছাকৃতভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এটা তৃণমূলের ষড়যন্ত্র। পঞ্চায়েত উপপ্রধানও বলেন, এই বিষয়ে আমায় কেউ কিছু জানাননি।

আটক ৯৫ জন মৎস্যজীবীকে ছেড়ে দিল বাংলাদেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আন্তর্জাতিক জলসীমানা লঙ্ঘনের অভিযোগে রাজ্যের যে ৯৫ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করে জেলে রাখা হয়েছিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার তাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য আইনে তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা করা হয়েছিল তা প্রত্যাহারের পাশাপাশি তাদের ৬টি ট্রলারও ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য আটক মৎস্যজীবীদের ফিরিয়ে আনার কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

জঙ্গি, অনুপ্রবেশকারী আটকাতে এবারে গঙ্গাসাগর মেলায় বিশেষ ব্যবস্থা নেমে পুলিশ

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়, আলিপুর, ৩০ ডিসেম্বর ঃ জঙ্গি, অনুপ্রবেশ কারী এবারে বেশি ভাবাচ্ছে পুলিশ-প্রশাসনকে।তাই তো এবার গঙ্গাসাগর মেলার আগেই সতর্ক হলো পুলিশ প্রশাসন। গঙ্গাসাগর মেলার দিন গুলিতো আর ও সজাগ থাকার কথা জানানো হলো দক্ষিণ ২৪ পরগনাজেলা পুলিশের তরফে পক্ষ থেকে। এবারের মেলায় নিরাপত্তার জন্য ১৩ হাজার পুলিশ কর্মী থাকবেন বলে খবর। সোমবার দুপুরে আলিপুরের নব প্রশাসনিক ভবনে গঙ্গা সাগর মেলার প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা ও সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও।এদিন এছা।ও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দঃ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল,জেলা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক অনন্যা মজুমদার সহ জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিক ও কর্তারা। ভারত-বাংলাদেশ সীমানা দিয়ে জঙ্গি,অনুপ্রবেশকারী ও পাচার সংক্রান্ত ইস্যুতে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সেই জন্য রাজ্য আর ও সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।এদিন সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও বলেন, এবার মেলায় ১৩ হাজার পুলিশ বাহিনীর নজরদারি থাকছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জল-স্থলে সর্বত্রই থাকছে বাড়তি নজরদারি। পুণ্যার্থীদের যাতে কোন ও রকম বিপদ না হয়,সেই জন্য সাদা পোশাকের পুলিশবাহিনীর কড়া নজরদারি চলবে। মোতায়েন থাকছে উপকূলরক্ষী বাহিনী ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল। চলবে ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি ও। মুড়িগঙ্গা নদীবক্ষ ও গঙ্গা সাগরে চলবে জোর টহলদারি।এ দিন জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত বলেন, মুড়ি গঙ্গায় ড্রেজিংয়ের কাজ শেষ হবে এক দিনের মধ্যে। নদীতে ড্রেজিং এমনভাবে করা হচ্ছে, যাতে ১৮-২০ ঘণ্টা ভেসেল ভালো ভাবে চলাচল করতে পারে।এবার মেলায় লট নং ৮ ঘাট থেকে কচুবেড়িয়া ঘাট ও চেমাগুড়িতে নদী বক্ষে পুণ্যযাত্রীদের নদী পারাপারে তেমন কোনও সমস্যা হবে না। মুড়ি গঙ্গার উপর টাওয়ার গুলিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কুয়াশার যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই জন্য জেটিঘাটে বাড়তি আলো লাগানো হবে। গঙ্গাসাগর মেলায় ১১৫০টি সিসিটিভি লাগানো থাকছে। ১০০ টি সৌরবিদ্যুতের আলোরও বন্দোবস্ত থাকছে এবারের মেলায়। জেলা শাসক সুমিত গুপ্ত এও বলেন, পুণ্যার্থীরা যাতে ১ নম্বর বিচের দিকেই স্নানঘাটে নিরাপদে পুণ্যস্নান সারতে পারেন,সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।সেখানে যাতায়াতের জন্য নতুন রাস্তাও তৈরি করা হচ্ছে। ভাঙনরোধে ২ ও ৩ নম্বর সৈকতে কাজ চলছে। তাই এবার সেখানে স্নান করা যাবে না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ১ নং সৈকতের স্নানঘাটে নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে এবার। আগামী ৮ই জানুয়ারি শুরু হচ্ছে গঙ্গা সাগর মেলা। শেষ হবে ১৭ই জানুয়ারি। মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান চলবে ১৪ ই জানুয়ারির সকাল ৬ টা ৫৮ মিনিটথেকে ১৫ ই জানুয়ারীর সকাল ৬ টা ৫৮ মিনিট পর্যন্ত। পুণ্যার্থীদের জন্য সকল প্রকার সু বন্দোবস্ত থাকছে এবার ও গঙ্গাসাগর মেলায়।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আজ অবসর গ্রহণ করছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব আগামীকাল অবসর গ্রহণ করছেন। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে তিনি ওই পদের দায়িত্ব পালন করছেন। দুটি লোকসভা এবং একটি বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠ,অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালনা করে তিনি সব মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। পরবর্তী নির্বাচনী আধিকারিকের নাম নিয়েও ইতিমধ্যেই জল্পনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ওই পদের জন্য তিনজন আইএএস অফিসারের নাম পাঠাতে হবে। যার মধ্যে দিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশন পরবর্তী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কে হবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

বছর শেষে ফিরছে শীত বঙ্গে নামবে পারদও, জারি কুয়াশার সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ বছর শেষে পারদ-পতনের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে বছরের শেষে ফের ফিরতে চলেছে শীতের আমেজ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের না হলেও তারপর এক ধাক্কায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি পারদ-পতন হতে পারে। নতুন বছর শুরু হওয়ার পর অনুভূত হবে শীতের আমেজ। সঙ্গে কুয়াশার চাদরে ঢাকবে বঙ্গের বেশিরভাগ জেলা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা পরিবর্তন না হলেও তার পর থেকে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার থেকে রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফলে বছরের শেষে ফিরতে পারে শীতের আমেজ। কলকাতার পারদ ১৪ ডিগ্রির নীচে নেমে যেতে পারে।

বারাসতের হৃদয়পুরে পুকুর থেকে দেহাংশ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য, চলছে তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ৩০ ডিসেম্বর ঃ বারাসত পৌরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন হৃদয়পুরের এক নম্বর বেঙ্গল কেমিক্যালের পুকুর থেকে রবিবার প্লাস্টিকে মোড়ানো অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল মানবদেহের একাধিক অংশ। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। প্লাস্টিক মোড়ানো অবস্থায় উদ্ধার হওয়া দেহাংশের এখনও অনেকগুলি অংশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই কারণেই সোমবার সকাল থেকে বারাসাত থানার পুলিশ ডুবুরি ও জাল নিয়ে পুকুরে ফের তল্লাশি শুরু করেছে। পুকুরের তলদেশ খতিয়ে দেখে নিখোঁজ অংশগুলির সবন্ধান চালানো হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, দেহাংশ উদ্ধারের পর থেকেই তদন্ত শুরু হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে এটি একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড বলে মনে করা হচ্ছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে এবং দেহাংশের পরিচয় শনাক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রহরা জারি রাখা হয়েছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। পুকুর

সংলগ্ন এলাকায় কেউ সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেছে কি না, তার খোঁজ চলছে। এলাকাবাসীর মতে, এমন ঘটনা হৃদয়পুরের মতো শান্ত এলাকায় আগে কখনো ঘটেনি। আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা এখন পুলিশি তদন্তের ফলাফলের অপেক্ষায়। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, দ্রুত দায়ীদের গ্রেফতার করা হবে এবং এই নৃশংস ঘটনার পেছনের রহস্য উন্মোচন করা হবে।

টেট পরীক্ষার ফলপ্রকাশের আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ ২০২৩ সালের টেট পরীক্ষার ফলপ্রকাশের আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই বলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে। আইনি জটিলতার কারণে এই ফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না সভাপতি গৌতম পাল জানিয়েছেন । তিনি বলেন, ২০১৭ এবং ২০২২ সালের টেট নিয়ে থাকা জটিলতানা মেটা পর্যন্ত ফলপ্রকাশ করা যাবে না । ওই ২ বছরের পরীক্ষার পাশাপাশি ২০২৩ সালের টেট পরীক্ষা নিয়েও মামলা হয়েছে। সব মিলিয়ে এখন এমন পরিস্থিতি যে গত বছরের পরীক্ষার ফলই প্রকাশ করা যাচ্ছে না। ২০২২ ও ২০২৩ সালে টেট পরীক্ষা হলেও উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের এখনও নিয়োগ করা হয়নি। এরই মধ্যে আবার পর্ষদের তরফে আভাস দেওয়া হয়েছে, ২০২৪ সালের টেট পরীক্ষা নাও নেওয়া হতে পারে।

বিশ্ব বঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমির আয়োজিত বাংলা ভাষা প্রসার কর্মশালা

মলয় সুর, হুগলি, ৩০ ডিসেম্বর ঃ বিশ্ব বঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমির আয়োজিত বাংলা ভাষা প্রসার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল হাওড়া উলুবেড়িয়া হাটিগাছা বড়মবাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদুত সামন্ত, শ্রীমতি কৃষ্ণা পাত্র, যোগমায়া মন্ডল, চামেলী দে, দৈপায়ন দুইয়া, সৌভিক ঘোষ সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীর সহায়তায় এই অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানটির যৌথ উদ্যোগে ছিল বিশ্ব বঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমি এবং অভিভুত বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ডঃ অর্ঘ দত্ত ও ডঃসন্দেব দোলুই সহ বিশ্ব বঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমি ও পরিবারের যুগ্ম সম্পাদক, চঞ্চল মাইতি , বিশ্ব বঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমির বোর্ড পরিচালক রঞ্জনা পাল, রাজেশ মন্ডল, তন্ময় সাঁতরা, অতসী মন্ডল, কবিতা ঘোষ, পূর্বাশা মিত্র। বাংলা ভাষার প্রসার লক্ষ্যে বিশ্ব বঙ্গীয় সাহিত্য আকাডেমির এই ধরনের উদ্যোগ প্রতি বছর নেওয়া হয়। প্রতিবছর আকাডেমি একটি বিদ্যালয় নির্বাচন করে সেখানেই এই কর্মসূচি পালন করা হয় । নতুন প্রজন্ম ছাত্র ছাত্রীদের বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ এবং উসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে এরকম কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এদিনে আকাডেমির পক্ষ হতে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বাংলা ভাষার উপর পরীক্ষা নেওযা হয। যেখানে বাংলা ভাষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ এবং তাদের মানবিক বিকাশের দিকটি লক্ষ্য রাখা হয়। অনুষ্ঠানটিতে স্থান অর্জনকারী ছাত্র ও ছাত্রীদের ভাষা কৃতি সম্মাননা ও অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের ভাষা সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া এই কর্মসূচিতে সকল অংশগ্রহণকারীদের ভাষা প্রচারক সম্মাননা প্রদান দেওয়া হয় । অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের হাতে বিদ্যালয়ের জন্য মানপত্র প্রদান করে বিশ্ব বঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমির সভাপতি, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয় .এই কাজের জন্য আকাদেমির ও বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার তরফে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। একাডেমীর সভাপতি প্রাক্তন ছাত্রদের একটি শিল্প প্রদর্শনী এবং 'ভোরের আলো নামক একটি দেওয়াল পত্রিকা উন্মোচন করেন। তিনি বলেন এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তাই এই শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং অংশগ্রহণকারীদের বিশেষভাবে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

মেট্রো রেল নতুন বছরের প্রাক্কালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ ব্লু লাইনের যাত্রীদের সুবিধার্থে নববর্ষের প্রাক্কালে রাতে ছয়টি অতিরিক্ত পরিষেবা চালাতে চলেছে মেট্রো রেল। তাদের নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে নতুন বছরের প্রাক্কালে অর্থাৎ ৩১.১২.২০২৪ তারিখে এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্র সদন, দম দম এবং দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনগুলিতে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে চলেছে। এই স্টেশনগুলিতে ভিড়ের পূর্বাভাস, সমস্ত প্রবেশ এবং প্রস্থান গেটে সুপ্রশিক্ষিত আরপিএফ কর্মীদের মোতায়েন করা হবে। মেট্রো RPF প্রত্যাশিত বিশাল ভিড় পরিচালনার পাশাপাশি যাত্রীদের ঝামেলামুক্ত যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য এই স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েনের ব্যবস্থা করবে। মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে পর্যাপ্ত মহিলা RPF অফিসার এবং কর্মী মোতায়েন করা হবে। একজন সাব-ইন্সপেক্টরঅ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের সমন্বয়ে একটি বিশেষ দল এবং দুজন মহিলা স্টাফ সহ চারজন স্টাফ পার্ক স্ট্রিটে উপস্থিত থাকবে। , ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন ৩১.১২.২০২৪ তারিখে। এই দলটি যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকবে। বাস্তব সময়ের পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করার জন্য, উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোর সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ করা হবে। যাত্রীদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ ব্যাপকভাবে করা হবে। ওই দিন পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে একজন অফিসার এবং চারজন কর্মচারীর সমন্বয়ে আরেকটি বিশেষ দল মোতায়েন করা হবে। যাত্রীদের সঠিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক RPF কর্মী মোতায়েন করা হবে। এসব স্টেশনে নাশকতাবিরোধী চেকিংও করা হবে।

স্টার থিয়েটারের নাম বদলে নটী বিনোদিনী থিয়েটার, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ উত্তর কলকাতার স্টার থিয়েটারের নাম বদল হতে চলেছে। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই নটি বিনোদিনী থিয়েটার হিসেবেই তা শোভা বর্ধন করবে। সোমবার সরকারিভাবে এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে এ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, এই থিয়েটারের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে নাম জড়িয়ে রয়েছে নটী বিনোদিনীর। নট্ট কোম্পানির তরফে পরবর্তীতে এই যাত্রাপালা গ্রামবাংলায় প্রবল আলোড়ন তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। নারীজীবনের করুণ প্রেক্ষাপটের কাহিনী। দেড়শো বছর আগের ঘটনা। তকালীন সময়েই নটী তথা বারবণিতাদের জীবনগাঁথা নিয়েই মূলতঃ ওই কাহিনী রচিত। মহেন্দ্রলাল গুপ্তের নির্মিত স্টার থিয়েটারের মঞ্চে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ও নটী বিনোদিনীর পালা'তে অভিনয় প্রশংসিত। ১৯৯৯ তে এই নাট্যপালা - নটী বিনোদিনী'তে

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা অভিনয় করেছেন। ৩২ জন আইনজীবীকে নিয়ে গড়ে তোলা হয় - কলকাতা হাইকোর্ট অ্যাডভোকেট ড্রামা এ্যাসোসিয়েশন। ২০৫ রজনী কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ও সুদূর আমেরিকা ও লন্ডনেও অভিনীত হয়েছে নটী বিনোদিনী। সোমবার এ প্রসঙ্গে গুর্মুখ রায় চরিত্রের অভিনেতা অঞ্জন কুমার দত্ত বলেন, অজিত পাঁজা অভিনীত যাত্রাপালার দুশোতম রজনীতে রবীন্দ্র সদনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সশরীরে উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

৫০,০০০ জন দর্শক জেজেএস ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করেছে

৩০ ডিসেম্বর ঃ চার দিনব্যাপী 'দ্য ডিসেম্বর শো'- জয়পুর জুয়েলারি শো (জেজেএস) সোমবার সমস্ত উপস্থিতদের মধ্যে একটি স্থায়ী ছাপ রেখে একটি গ্র্যান্ড ফিনালে দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। জেইসিসি -তে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি প্রায় ৫০,০০০ দর্শক ও ব্যবসায়ীদের স্বাগত জানিয়েছে। প্রতি বছরের মতো, আয়োজক এবং প্রদর্শক উভয়ই তাদের প্রাপ্ত উৎসাহী এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েছিল, যা শোটির আরেকটি সফল সংস্করণ চিহ্নিত করেছে। ইভেন্টটি একটি সমাপ্তি অধিবেশনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় যা এর উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলি উদযাপন করে।ওয়েলকাম এড্রেসে দেওয়ার সময়, জেজেএস-এর চেয়ারম্যান, বিমল চাঁদ সুরানা বলেছেন, জয়পুর জুয়েলারী শো এই বছর সত্যই নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বুথ এবং ক্রেতাদের একটি রেকর্ড ভোটের মাধ্যমে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হতে চলেছে, জড়িত প্রত্যেকের জন্য দুর্দান্ত ব্যবসার সুযোগ নিশ্চিত করছে।তিনি আরও জানান যে জেজেএস এর আসন্ন সংস্করণ ১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে, জেজেএস-এর সম্মানিত সেক্রেটারি, রাজীব জৈন বলেছেন যে এই বছর, জয়পুর জুয়েলারী শো, ৭,৯১৫ আউটস্টেশন রেজিস্ট্রেশনস এবং ৫৯৩ জন আন্তর্জাতিক উপস্থিতি সহ চারদিন ধরে প্রায় ৫০,০০০ জনের চিত্তাকর্ষক উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছে।

সেতু নেই ঝুঁকি নিয়ে নৌকাতেই যাতায়াত মায়াপুরে

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৩০ ডিসেম্বর ঃ স্থায়ী কোন সেতু নেই। তাই নদীর দুই পাড়ের মানুষকে প্রতিদিন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভিড়ে ঠাসা নৌকায় পারাপার হতে হচ্ছে। যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা। বারবার প্রশাসনের কাছে দরবার করেও লাভ হয়নি। এমনই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। নদীয়ার নবদ্বীপ দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা নদী। এর পাশাপাশি জলঙ্গি নদী ও বয়ে যাচ্ছে। যদিও জলঙ্গী নদীর জলের রং নীল। দুই নদী সঙ্গমস্থলে ওপারে হুলোর ঘাটে বৈষ্ণব ধর্মের সবচেয়ে বড় তীর্থস্থান মায়াপুর ইসকন মন্দির। এই পর্যটন কেন্দ্রে সারা বছরই ভিড় থাকে। তীর্থযাত্রীগণ প্রতিদিন নদী পার হয়ে যাতায়াত করে থাকেন। এটিই সবচেয়ে সোজা পথ। তাই নবদ্বীপে গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর উপর একটি পাকা সেতু হলে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। এখানে নদীর এক পাড়ে নবদ্বীপ ঘাট আর অন্য পাড়ে মায়াপুর হুলোর ঘাট। মাঝে দুই নদী। সেই দুই নদীর বুক চিরে এই নৌকা দুই পাড়ের মানুষকে নিয়ে যাতায়াত করছে। বেশিরভাগ সময় নৌকায় গাদাগাদি করে তীর্থযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ সকলকে যাতায়াত করতে হয়। আমজনতার দাবি বাম আমল থেকেই তারা ওই নদীর উপর একটা সেতুর দাবি জানিয়ে আসছেন। বর্তমান সরকারও প্রায় ১৪ বছর হতে চলল। কিন্তু সবাই প্রতিশ্রুতি দিলেও কোন কাজ হয়নি।

'ওয়েস্টেজ কটনে' আগুন লেগে আতঙ্ক বাঁকড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ ডিসেম্বর ঃ 'ওয়েস্টেজ কটনে' আগুন লেগে আতঙ্ক বাঁক।ায়। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়া ১ নম্বর ঝিলপাড় এলাকায় রবিবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। দমকল সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৭ হাজার স্কোয়ার ফুট এলাকা জুড়ে 'ওয়েস্টেজ কটনে' আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা এলাকা। তবে আগুন আশেপাশে কোথাও ছড়িয়ে না ড়হতাহতের কোনও খবর নেই। টানা প্রায় কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে দমকল সূত্রে জানা গেছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্প্রিং ফেস্ট হল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুরের বার্ষিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব

দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ৩০ ডিসেম্বর ঃ স্প্রিং ফেস্ট হল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি

খড়গপুরের বার্ষিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব। ২ মিলিয়নেরও বেশি অনলাইনে পৌঁছানোর সাথে, স্প্রিংফেস্ট সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদের দ্বারা আয়োজিত এশিয়ার বৃহত্তম সাংস্কৃতিক উৎসবগুলির মধ্যে একটি। ভারতের ৮০০ টিরও বেশি প্রধান কলেজ থেকে উৎসাহী অংশগ্রহণকারীরা এখানে ভিড় করে। খড়্গপুর এই ৩ দিনের আনন্দ ও উল্লাসের উদযাপনের জন্য। স্প্রিংফেস্ট২০২৫ উদযাপন করেছে তার ২৬-২৮ জানুয়ারী ২০২৪-এ স্প্রিংফেস্টের ৬৫তম সংস্করণ। স্প্রিংফেস্ট সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে হিচহাইক, দেশব্যাপী প্রাথমিক রাউন্ড এর বিভিন্ন শৈল্পিক ইভেন্টের জন্য যার মধ্যে রয়েছে নাচ, নাটক, সঙ্গীত, ফ্যাশন ইত্যাদি। এই আনন্দদায়ক ইভেন্টটি দশটি প্রাণবন্ত ভারতীয় শহর জুড়ে প্রকাশ পেয়েছে দিল্লি, মুম্বাই, পুনে, ব্যাঙ্গালোর, হাযদ্রাবাদ, আহমেদাবাদ। , বিশাখাপত্তনম, লখনউ, জয়পুর, এবং চণ্ডীগড়। বসন্ত উৎসব সকল বিচারকদের তাদের মূল্যবান সময়ের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ এবং উৎসর্গীকৃত আয়োজক দলের দ্বারা উজ্জীবিত, পরিবেশটি দর্শকদের জন্য স্পষ্ট উত্তেজনা এবং আনন্দের সাথে অভিযুক্ত ছিল।স্প্রিং ফেস্টের দুর্দান্ত সঞ্চালনের পরে নির্মূল রাউন্ডের দিকে অগ্রসর হতে প্রস্তুত কলকাতা, ভুবনেশ্বর, পাটনা, রাঁচি, গুয়াহাটি, রায়পুর নামে আরও ছয়টি শহরে নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত, ফ্যাশন এবং সাহিত্য ইভেন্টের প্রাথমিক পর্ব।

গোল্ড মেডেল পেল কালনার জাপট জিএসএফপি প্রধান শিক্ষিকা পূর্ণিমা সমাদ্দার

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৩০ সিম্বর ঃ বিশাখাপত্তনমের ভাইজ্যাকে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড যোগা কাপে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে গোল্ড মেডেল পেল কালনার জাপট জিএসএফপি প্রধান শিক্ষিকা পূর্ণিমা সমাদ্দার, পাশাপাশি পূর্বস্থলীর ধিতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এর দ্বিতীয় শ্রেণীর পিয়ালী দাস ও একই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে জুনিয়র গ্রুপেও সে প্রথম স্থান অধিকার করে গোল্ড মেডেল লাভ করে। এদিন সোমবার পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বস্থলীর পার্টি অফিসে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। এদিন সোমবার বিধায়ক বলেন তার সাফল্যে আমরা খুশি, আমাদের কৃষি মেলা শুরু হচ্ছে ৩রা জানুয়ারি থেকে সেখানেও তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। গত ২৮ শে ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশে আয়োজিত হয়েছিল ওয়ার্ল্ড যোগা প্রতিযোগিতা আর সেখানেই সাফল্য পায় সে। অন্যদিকে কালনার বাসিন্দা পূর্ণিমা সমাদ্দার ৫১ থেকে ৫৫ বছর বয়সী বিভাগে ট্রেডিশনাল যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিনিও প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ প্রসঙ্গে এদিন সোমবার বেলা ১১ টা নাগাদ পূর্ণিমা দেবী তিনি বলেন, ইউনিভার্সাল যোগা স্পোর্টস ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে ২৮ ডিসেম্বর আয়োজিত হয়েছিল এই খেলা আর সেখানে সাফল্য পেয়েছি।

চন্দননগরে শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনী

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ৩০ ডিসেম্বর ঃ শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজিত ২২ থেকে ২৬ ডিসেম্বর চন্দননগর অবনীন্দ্রনাথ আর্ট গ্যালারিতে চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো। এই চিত্র প্রদর্শনীতে ১৫ জন অঙ্কন শিল্পীর বিভিন্ন কাজ প্রদর্শিত হয়। যেমন- কাঁথা স্টিচ ,জলরং, ওয়াল পেইন্টিং, বাটিকের কাজ টেরাকোটা, পেপার মোল্ডিং, প্রিন্টিং এর কাজ। প্রতিটি অসাধারণ ছবি বাঁধানো রয়েছে। সংস্থার সম্পাদিকা শিল্পী সরকার রায় বলেন, এবার এই চিত্র প্রদর্শনী জাতীয় ও জনপ্রিয় কবি অরুণ চক্রবর্তীর স্মরণে রাখা হয়েছে। এই প্রদর্শনী অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করল। প্রথম দিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী প্রদীপ সুর। বহু সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ এই চিত্ত প্রদর্শনী ঘুরে দেখে রীতিমত খাতা ডায়ারিতে নোট করতে দেখা গিয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ পৌষ , ১৪৩১

অপর্ণা সেনের অভিনয় দক্ষতা

সম্পাদকীয়

বাবা চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রবাদ প্রতিম চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু,স্বভাবত সুযোগ ছিল সত্যজিতের অনেক ছবির নায়িকা হওয়ার, বাস্তব হল সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবনে অপরিহার্য হন নি,বরং অপর্ণা সেন সযত্নে হয়ে উঠেছিলেন অনন্যা,নিজের বহুমুখী প্রতিভার দ্যুতিতে তাঁর নামের 'প্লে -গার্ল'-এর'তকমা লাগাতে টালিগঞ্জ হয়ত ব্যস্ত ছিল! অবশ্য কিংবদন্তি চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের 'মহাপৃথিবী'তে তাঁর অসাধারণ অভিনয়ে চলচ্চিত্র সমালোচক,বোদ্ধারা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দ্বিধা করেন নি,অপর্ণা সেন আসলে একজন আন্তর্জাতিক মানের অভিনেত্রী। সচেতন ভাবেই অপর্ণা সেন পল্লবিত হয়েছেন বহুমুখী প্রতিভায় যার চালিকাশক্তির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে করেছেন,সেইজন্য কখনও তিনি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী,চলচ্চিত্র পরিচালক, পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদক তারপরে তাঁর আরও অনেক গুণের কথা বলা যায়। উত্তমকুমার-সৌমিত্রের মাঝেও যার অভিনয়ে বাঙালি মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে অপর্ণা সেন অভিনীত 'হংসমিথুন' দেখে অনেকেই বলেছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রে এই জুটি যেন অন্য উত্তম-সুচিত্রা। 'জীবন সৈকত'ছবিতে সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়ে গাওয়া গানের দৃশ্য 'সাগর ডাকে আমায়'অথবা সলিল দত্তের 'অপরিচিত' সেখানে নায়ক উত্তমকুমার সেখানেও অপর্ণা সেনের সাবলীল অভিনয়ে মুগ্ধ হন নি এমন দর্শক,সমালোচক কিন্তু খুঁজে বের করা বেশ সমস্যারগ্ধ ঝরঝরে ইংরেজি বলা মেয়ে তিনি যে ইংরেজি ছবি করবেন,আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই,বেশ কিছু ইংরেজি ছবিতে অপর্ণা সেন অনবদ্য অভিনয় শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন,মুগ্ধ হয়েছেন সবাই। বরং মেইনস্ট্রীম হিন্দি ছবিতে সুযোগ পেয়েও মুম্বই অভিজ্ঞতা খুব সুখকর হয়নি নির্বিধায় বলা যায়গ্ধদীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবনে খুব যে অনেকগুলি ছবিতে অভিনয় করেছেন এমন নয়,বরং ছবির চরিত্র পছন্দ না হলে অভিনয়ের প্রশ্নই উঠত না,সম্ভবত ১৯৭৩সালে সবচেয়ে বেশি ছবি মুক্তি পেয়েছিল 'বসন্ত বিলাপ','কায়াহীনের কাহিনী',' সোনার খ াঁচা', 'বিলেত ফেরত',সহ আরও দুটি ছবি। অপর্ণা সেন নিশ্চিতভাবে বহুমুখী প্রতিভা,তাঁর অভিনয়ে বুদ্ধি আর মনন সর্বদা মিশেছে নান্দনিক ছন্দে,সিনেমা হলের দর্শকের হৃদয়ে বিরাজ করত মুগ্ধতার আবহ। বাংলা ছবির চেনা রোম্যান্টিকতা ভিন্নভাবে দেখা গিয়েছিল অপর্ণা সেনের উপস্থিতিতে। অপর্ণা সেনের অভিনয় জীবনে আলাদা গুরুত্ব কমেডির। মনে করা যেতে পারে কয়েকটি ছবির কথা যেমন 'জয় -জয়ন্তী', 'বসন্ত বিলাপ', 'ছুটির ফাঁদে', 'দুর্বার প্রাণশক্তি',তির্যক কৌতুকবোধ আর স্বতঃস্ফূর্ত খুশি কমেডি চরিত্রগুলো।উত্তমকুমার,সৌমিত্র দু'জনের সঙ্গে কাজ করেছেন,আবার শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অপর্ণা সেনের অভিনয় দেখে তাদের জুটিকে নতুন উত্তম-সুচিত্রা বলতে শোনা গিয়েছে। 'মোহনার দিকে'ছবির পোস্টার একসময় সারা কলকাতায় সাড়া ফেলেছিল,সেই তিনি আবার অন্য ভাবে হয়ে উঠেছেন অনন্যা, ছবির নামগুলি বলি যেমন 'শ্বেতপাথরের থালা','উনিশে এপ্রিল', বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ অপর্ণা সেনের অভিনয়। ঝরঝরে ইংরেজি যেমন বলতে ও লিখতে পারেন, একই রকম সুন্দর করে বাংলা বলেন যেখানে ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করবে না।বাবা চিদানন্দ দাশগুপ্ত যথেষ্ট বিখ্যাত মানুষ ছিলেন,আর মামা কবি জীবনানন্দ দাশ স্কুল জীবনে অপর্ণা সেনের নাটকে হাতে খড়ি,পরে গ্রুপ থিয়েটার,প্রফেশনাল স্টেজেও ছিলেন নিয়মিত শিল্পী। অনেক চলচ্চিত্র সমালোচক,বোদ্ধার মতে বহুমুখী প্রতিভার মানুষ অপর্ণা সেনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিচ্ছুরণ হয়েছে চলচ্চিত্র পরিচালনায় এসে,'৩৬ চৌরঙ্গি লেন' প্রথম ছবি,এবং প্রথম ছবিতে পেয়েছিলেন সেরা জাতীয় পরিচালকের পুরস্কার। প্রায় প্রতিটি ছবিতে একজন নারী কেন্দ্রবিন্দুতে ,তাঁর নিঃসঙ্গতা, অনেক প্রতিবন্ধকতা সমাজকে বার্তা দেয়,নতুন করে সমাজকে ভাবতে শেখায়। নিজে বেশিরভাগ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন,নারীর ভালবাসা, প্রেম-বন্ধুত্ব অপর্ণা সেনের ছবির ধারাবাহিকতা আর সংযোগসূত্র, তারপরেও যেন বলতে হয় চিত্রনাট্য,পরিচালনা সব ক্ষেত্রে নিজেকে বারবার অতিক্রম করার আপ্রাণ চেষ্টা থাকে,সেইজন্য হয়ত চলচ্চিত্র সমালোচকদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যেতেই পারে পরিচালক হিসেবে আমরা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অপর্ণা সেনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিচ্ছুরণের সন্ধান আমরা পেয়েছি ,আশায় নিশ্চয়ই থাকার অধিকার আছে ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের আরও প্রাপ্তিযোগ ঘটাবেন,ঋদ্ধ হতে পারব আমরা সবাই।

মলদোভাও দখলে চান পুতিন!

ইউক্রেনের বড় অংশ দখল করেই সন্তুষ্ট থাকতে চান না রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি এবার মলদোভা দখল করতে আগ্রহী। ইউরোপের একটি ছোট দেশের দিকেও চোখ তাঁর। এক সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল দেশটি। এটি দখলে নেওয়ার প্রস্তুতিও নাকি তলায় তলায় শুরু করে দিয়েছেন পুতিন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর সে দেশ থেকে প্রচুর মানুষ প্রাণ বাঁচাতে মলদোভায় আশ্রয় নিয়েছে। মাত্র ২৬ লাখ জনসংখ্যার পূর্ব ইউরোপের ছোট্ট দেশটি বছর কয়েক আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার আবেদন করে। তাতেও ক্ষুব্ধ রাশিয়া। মলদোভা দেশটির ভিতরে অবশ্য একটা বড় অংশের মানুষের রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও সমর্থন রয়েছে। মস্কোপন্থী অঞ্চল ত্রান্সনিসত্রিয়া নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তাতেই রয়েছে দেশটির সরকার। যেখানে প্রায় দেড় হাজার রুশ সেনা ঘাঁটিও গেড়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইউরোপের অন্যতম গরিব দেশ মলদোভাকে ইউক্রেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার বড় খেসারত দিতে হচ্ছে। দেশটির বর্তমান ইইউপন্থী সরকারকে ক্ষমতা থেকে উখাতের চক্রান্ত করছে রাশিয়া। মিউনিখে অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা সম্মেলনে মাস কয়েক আগে এমনটাই অভিযোগও করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্দু।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

তুমি যাই দেখ না কেন, অন্তরের সহিত দেখাই সর্বাগ্রে। তার ভালোটুকুই দেখতে চেষ্টা কর, আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলতোমার মন যত নির্মল হবে, তোমার চোখ ততই নির্মল হবে, আর জগৎটা তোমার নিকট নির্মল হয়ে ভেসে উঠবে। তোমার মন যত নির্মল হবে, তোমার চোখ ততই নির্মল হবে, আর জগৎটা তোমার নিকট নির্মল হয়ে ভেসে উঠবে।এটা খুবই সত্য কথা যে, মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই ঐ দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেধেছে। তখনই কালবিলম্ব না করে ওই পাপপ্রবৃত্তি ভেঙ্গেচুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিলে তবেই নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে হে আমার পালনকর্তা তুমি আমার ভেতর থেকে সকল কপটতাকে দুর করে দাও এবং কপট মানুষও যদি আমার সঙ্গ লাভ করে তবে তারা যেন সহজ সরল হয়ে যায়। মাটির শরীর মাটিই হবে- মাটি ছাড়া নয় বিধান-মাটিরে তুই করের খাঁটি-অমৃতেরই এনে নিদান।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

১৯১৭ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথম এশিয়ান, যিনি ডি.লিট উপাধি লাভ করেছিলেন

অমলেন্দু চৌধুরী

আজ ১৩৭ তম জন্ম জয়ন্তী অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া (৩১.১২.১৯৮৮- ২৩.০৩. ১৯৪৮) ১৯১৭ সালে লন্ডন ইউনি ভার্সিটি থেকে প্রথম এশিয়ান, যিনি ডি.লিট উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, বেদ থেকে বুদ্ধ ভারতীয় দর্শন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ব, দর্শন এবং সাহিত্য তাঁর আগ্রহ এবং উপলব্ধি বৌদ্ধ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা এবং গভীরতা এনে দেয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে পণ্ডিত তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। প্রাচীন ভারতীয় শিলালিপি, শিল্প এবং পালি সাহিত্যের অধ্যয়নে তিনি বৌদ্ধিক বিস্ময়ের এক বিরল সাফল্যের চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত হন। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন এক মহান বৌদ্ধিক উত্থানের, এক ভারতীয় নবজাগরণের ফসল। তিনি ছিলেন একজন স্পষ্ট ধারণার অধিকারী মানুষ। তাঁর বহুমুখী কৃতিত্ব কখনও ভোলার নয়। যতদিন বুদ্ধ এবং অশোকের নাম বেঁচে থাকবে, ততদিন ড. বড়ুয়ার নাম এবং কাজ ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করবে এবং সময়ের কালচক্র, দিন, মাস এবং বছর যত এগোবে তত উজ্জ্বলতায় বৃদ্ধি পাবে। ড. বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁর ডি. লিট সম্পর্কে লিখেছেন। এটি বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধ দর্শনের কোনও গবেষণাপত্র নয়। এর তদন্ত এমন এক পর্যায়ে শেষ হয়েছে যেখানে প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তাভাবনা এবং বৈজ্ঞানিক অনুমান বিকাশের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল যে চিন্তার একটি শক্তিশালী আন্দোলনের উত্থানের একটি প্রয়োজনীয় পূর্ববর্তী অবস্থা প্রদান করেছিল, যা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ছিল, যা ধর্মীয় দর্শনের একটি ব্যবস্থা বিকশিত করতে চেয়েছিল যার মূল ভিত্তি ছিল আকস্মিক উৎপত্তি তত্ব বা মৌলিক এবং মধ্য ভারত। তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে বৌদ্ধধর্মের সাথে এই কাজের জিনগত সংযোগ দ্বিগুণ। প্রথমত, এটি একটি তদন্তের ফলাফলকে মূর্ত করে যা প্রথমে চট্টগ্রামের মহান বৌদ্ধ ভিক্ষু পণ্ডিত শ্রীম গুনালঙ্কর মহাথেরের নির্দেশে বৌদ্ধ চিন্তার তাৎক্ষণিক ঐতিহাসিক পটভূমি নির্ধারণের জন্য করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনের কালানুক্রমিক ধারণার জন্য মূল তথ্য নিয়ে গঠিত। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত A Prolegomena to a History of Buddhist Philosophy ছিল ড. বড়ুয়ার লেখা প্রথম বই। এই বইটিতে তিনি বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য ভূমিকা আকারে একটি রূপরেখা প্রদান করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় বইটির নাম ছিল The Ajivikas, যা ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। The Ajivikas আসলে জার্নাল অফ ডিপার্টমেন্ট অফ লেটারসে প্রকাশিত হয়েছিল (ii, ১৯২০, পৃষ্ঠা ১-১৮০)। এই বইটিতে আজিবিকদের দর্শনের উপর আলোচনা করা হয়েছে, যারা বুদ্ধের সমসাময়িক অ-বৌদ্ধ তপস্বী ছিলেন। তারা কঠোর তপস্যা এবং তপস্যায় বিশ্বাস করতেন মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে। এই বইটিই প্রয়াত A. L. Basham কে আজিবিকদের ইতিহাস এবং মতবাদের উপর গভীর অধ্যয়ন চালিয়ে.যেতে অনুপ্রাণিত করেছিল যা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়. থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের দিকে পরিচালিত করে। তাঁর তৃতীয় বইটি ছিল তাঁর ডি. লিট.-এর উপর তাঁর প্রধান রচনা। গবেষণার উপসংহারে, তিনি তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন যে বুদ্ধের সময় থেকে শত শত বছর আগে ভারতীয় চিন্তাধারায় বিভিন্ন আন্দোলন চলছিল, যা বৌদ্ধধর্মের পথ তৈরি করেছিল, তাই, পরবর্তীকালের রূপরেখা থেকে

অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া

এগুলিকে আলাদা করা যায় না। বৌদ্ধ-পূর্ব ভারতীয় দর্শনের মৌলিক জ্ঞান না থাকলে কেউ বুদ্ধের দর্শন সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। অন্যদিকে, কেউ এটা দাবি করতে পারে না যে বুদ্ধ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশে নতুন কিছু নন এবং Sirf যা কিছু বলেছিলেন তা তাঁর Considering প্রচারিত কথার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, এটি সম্পুর্ন অসত্য বা অপপ্রচার। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় দর্শনের গতিপথ এবং ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার বিকাশের উপর স্বাধীন শক্তির কারণগুলির প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করা যায় না। কারণ এই সময় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় ব্যবস্থা এবং দর্শনশাস্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে এই সময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল চিন্তার স্বাধীনতা এবং সহনশীলতার সাধারণ চেতনা। নীতি, সামাজিক, ধর্মীয় এবং দার্শনিক বিষয়গুলি সাধারণ বনবাসী এবং ভ্রমণকারীদের দ্বারা কথ্য ভাষায় পরিচালিত দার্শনিক বিতর্কগুলি সংস্কৃত ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল এবং স্থানীয় সাহিত্যের জন্ম দিয়েছিল। যুক্তি এবং সহনশীলতায় অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে প্রতিটি মতামতকে সমর্থন করা হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে বিজ্ঞান হিসাবে যুক্তি এবং দ্বান্দ্বিকতার বিকাশের সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক অবস্থার আবির্ভাব ঘটে। ডঃ বড়ুয়া তাঁর বন্ধু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের সহযোগিতায় প্রকৃত ধম্মপদ রচনা করেন। ১৯২৬ সালে তিনি কুমার গঙ্গানন্দ সিনহার সহযোগিতায় Barhut Inscription উপস্থাপন করেন। এটি মধ্যপ্রদেশে বরহুতে আবিস্কৃত শিলালিপির একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ। একই বছর তিনি অশোকন এডিক্টস ইন নিউ লাইট, দ্য রিলিজিয়ন অফ আশোকা ও ওল্ড ব্রাহ্মী ইন্সক্রিপশন ইন দ্য উদয়গিরি অ্যান্ড খণ্ডগিরি কেভস তিনটি বই লিখেছিলেন। তিনি ১৯৩১ সালে গয়া অ্যান্ড বুদ্ধ গয়া আর্লি হিস্ট্রি অফ দ্য হোলি ল্যান্ড (খণ্ড ১, বই ১) নামে বইটি প্রকাশ করেন। এটি গয়ার প্রাক-বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে যেখানে মূল পালি এবং উৎসগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এই বইটি জাপানি এবং বার্মিজ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাঙালি বৌদ্ধদের বেশিরভাগ পুরাতন বিহারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে একটি ঐতিহাসিক কাজ করেছেন। ড. বড়ুয়া তাঁর সিলন লেকচারস বইটিতে পাণ্ডিত্যের এক অনন্য চিত্র তুলে ধরেছেন। ধর্ম ও দর্শনের এক বিরল ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের একজন মহান আচার্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। বলা যায় হয় এখানে তিনি একজন কবি, দার্শনিক এবং একজন প্রকৃত প্রেমিক। এখানে তিনি একজন নিখুঁত ভদ্রলোক যার মধ্যে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, অসীম করুণা এবং প্রেমময় দয়ার চেতনা রয়েছে। উপনিষদ বা মহাকাব্য, মহাভারতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত, ড.বড়ুয়া তাঁর সিলন লেকচারসের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে নিকায় বা জাতকগুলিতে বুদ্ধের একটি বাক্যেও উপনিষদ বা প্রাক-পাণিনিয়ান মহাকাব্য, মহাভারতে মতবাদের কোনও বিন্দুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ নেই। তিনি বৌদ্ধধর্মকে বেদ, উপনিষদ এবং অন্যান্য গ্রন্থের বাইরে ভারতের আধ্যাত্মিক উপায়. বা সম্পদের বিবর্তনের একটি যুগান্তকারী নব্য চিন্তাচেতনার উন্মেষ করেছেন। এই বইয়ের ভূমিকায় এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ধর্মীয় গোঁড়ামির নিজস্ব স্থান এবং গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু যখন এটি তার নিজস্ব সীমানা অতিক্রম করে এবং আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে ঝাপসা করে দেয় তখন তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। পরিশেষে, পুনরুত্থানের চিহ্ন হিসেবে, ড. বড়ুয়া বলেছেন যে সিলন ভ্রমণের সাথে সম্পর্কিত, অধ্যাপক এস. সি. বিদ্যাভূষণ আনন্দের সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন যে তিনি টোটোগামাওয়া (তের্থাগ্রাম) সহ গুরুত্বপূর্ণ মঠগুলি থেকে ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। ড. বড়ুয়ার শেষ রচনা ছিল Philosophy of Progress, যা ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটি ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তার নিজস্ব একটি ব্যক্তিগত দর্শন উপস্থাপন করে। এই যবষযবস্তু হলঃ অগ্রগতির ধারণা, Dean Inge এর জোরালো কলমের একটি স্পষ্টভাষী প্রবন্ধ সমস্যার উপত্তি ও প্রকৃতি অগ্রগতির অর্থ অগ্রগতির পরীক্ষা অগ্রগতির শর্তাবলী অগ্রগতির ধরণ অগ্রগতির উপর একটি ভারতীয় বিতর্ক এবং 'অগ্রগতি ও ইতিহাস' শীর্ষক একটি শেষ প্রবন্ধ। এছাড়াও, বি. এন. চৌধুরীর লেখা বৌদ্ধধর্মের উপর কিছু প্রবন্ধের একটি সংগ্রহ সম্পাদনা করেছিলেন ড. বড়ুয়া, যার শিরোনাম ছিল স্টাডিজ ইন বুদ্ধিজম, যা ১৯৭৪ সালে কলকাতার সারস্বত লাইব্রেরি দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। ড. বড়ুয়া প্রায় ষাট বছর ধরে সফল জীবনযাপন করেছিলেন। তিনি জীবনের সকল স্তরের তার ছাত্র, বন্ধু এবং সহকর্মীদের মাথায় এবং হৃদয়ে অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর গৃহীত ইংরেজি ভাষায় বই লেখার ধরণ ইতিহাসবিদদের জন্য একটি মডেল হয়ে ওঠে এবং এটি ধ্রুপদী শৈলী হিসাবে পরিচিত। তাঁর ব্যক্তিত্বের ছায়ায় শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ লাভের সৌভাগ্য অর্জনকারী গবেষক এবং শিক্ষার্থীরা এখন বুদ্ধিজীবীদের জগতে সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেছেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানই মহৎ

৫

ভারতবর্ষের অথবা যেকোনো দেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষার অথবা ইংরেজিভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলে সেটা প্রতারণামূলক কাজ করা হবে। সুতরাং তাঁর মতে , এমনভাবে শিক্ষার মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত যাতে দেশের মানুষ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে সুখী হতে পারেন। History of Serampore Mission– J. C. Marshman– Vol. I– P. 63) তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন যে, ভারতের মানুষের জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, এবং সেটা মাতৃভাষার মাধ্যমেই সার্থক হতে পারে; বিদেশী ভাষার মাধ্যমে নয়। সেই সময়কার প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের জন্য তিনি সরল অঙ্ক, মাতৃভাষার ব্যাকরণ ও বিশুদ্ধ বানান শেখবার বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই পরামর্শ তখন অরণ্য রোদনে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। ঊনিশ শতকের বাংলার 'নবজাগরণের' নায়কেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের জন্যই মার্শম্যানের সেই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেননি। তাঁরা কলকাতায় ও কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন নগরে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা-প্রসারের জন্য বিভিন্ন ইংরেজি-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং কলেজ-স্থাপনে অগ্রণী হয়েছিলেন। বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৮১৪ সালে কুড়ি হাজার টাকা দান করেছিলেন। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে রামমোহন-গোষ্ঠীর 'আত্মীয়সভা' ও রাধাকান্ত-গোষ্ঠীর 'ধর্মসভা'র অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের সম্মিলিত চেষ্টায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যেকার ধর্মগত বিভেদ কিংবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ধর্মীয় গোঁড়ামী , নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ পূরণ করবার জন্য সেই কলেজ স্থাপনের পথে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮১৬ সালের ১৪ই মে তারিখে কলকাতায় যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সভার বিবরণ দিতে গিয়ে ওই সভার আহ্বায়ক , তৎকালীন কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড হাইড ইস্ট, ১৮ই মে তারিখে বিচারপতি হ্যারিংটনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, এই সভার একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, নানা জাতির লোক , যাঁহারা একত্রে বসিয়া ভোজন করিবেন না , তাঁহারাও তাঁহাদের শিশুদের একত্রে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন।দ (বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ- ১২২) দশজন ইউরোপীয় ও উনিশজন দেশীয় ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলীতে , 'আত্মীয়সভা' ও 'ধর্মসভা' , উভয় সভারই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন। হিন্দু কলেজের পরিচালকমন্ডলীতে থাকা দেশীয় ব্যক্তিরা ছিলেন , চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামতনু মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, রাজা রামচাঁদ রায়, রামগোপাল মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, চৈতন্যচরণ শেঠ, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, রামরতন মল্লিক ও কালীশঙ্কর ঘোষাল। তখন হিন্দু কলেজ-স্থাপনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বলা হয়েছিল, বিশিষ্ট হিন্দু-পরিবারের সন্তানদের ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহ ইংরেজিভাষায় ও ভারতীয় ভাষাসমূহের মাধ্যমে শিক্ষাদান করাই হল এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। (হিন্দু কলেজের ইতিহাস, সুপর্ণা ঘোষ ও অশোকলাল ঘোষ, দেশ, ১৩তম সংখ্যা, ৪১তম বর্ষ, ২৬শে জানুয়ারি ১৯৭৪ সাল, পৃ- ১০৯৬) তাই সেকালের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রায় সকলেই ধনিক-পরিবারের সন্তান ছিলেন। ইংরেজিভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে তাঁরা অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তখনকার হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র লিখে ছিলেন, তসমস্ত দিক থেকেই আমরা নিরাপদ। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে আমরা ক্রমেই উন্নতি করছি এবং যতদিন আমরা বৃটিশ-পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করব ততদিন উন্নতি করতেই থাকব। SThe Days of John Company– Edited by A. Dasgupta– P. 68V ১৮২২ সালে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রামমোহন রায় তাঁর নিজের ব্যয়ে কলকাতার হেদুয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সেখানেও শুধুমাত্র তখনকার বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ঘরের সন্তানেরাই অধ্যয়ন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথও সেই স্কুলেই পড়াশোনা করেছিলেন। ১৮২৭ সালে রেভারেণ্ড অ্যাডাম রামমোহনের সেই বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখেছিলেন, তএই বিদ্যালয়ে দু'জন শিক্ষক আছেন; তাঁদের একজনকে মাসিক ১৫০ টাকা ও অন্যজনকে মাসিক ৭০ টাকা মাইনে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে ৬০ থেকে ৮০জন হিন্দু বালক ইংরেজিভাষায় শিক্ষালাভ করে। (রাজা রামমোহন, ঋষি দাস, পৃ- ১২৪) তাছাড়া রামমোহন রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফকে কলকাতায় 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউসন' নামের একটি ইংরেজি ভাষার বিদ্যালয় স্থাপনের কাজেও সাহায্য করেছিলেন। রামমোহন রায় বঙ্গদেশে ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের একজন প্রভাবশালী সমর্থক ছিলেন। SHistory of Indian Social and Political Ideas– B. B. Majumdar– P. 71V সুতরাং ঊনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকে বঙ্গদেশে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, তৎকালীন বিত্তবান জমিদার ও মধ্যশ্রেণী ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণীর পক্ষে সেটার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ফলে বাংলার রায়ত-কৃষকের ঘরের সন্তানেরা বা সাধারণ ঘরের সন্তানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা চির-অন্ধকারেই থেকে গিয়েছিলেন।। তখনকার বিত্তশালী শ্রেণীর আগ্রহে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বঙ্গদেশে যখন ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটছিল, তখনো পর্যন্ত বৃটিশ সরকার ভারতের শিক্ষা-বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেনি। ১৮১৬ সালের আগে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে কোনো ধরণের ঐকমত্য ছিল না। তখন তাঁরা মূলতঃ দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন , তাঁদের মধ্যে একদল আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ইত্যাদি প্রাচ্যভাষার মাধ্যমে ভারতে উচ্চতর প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন; এবং অন্যদল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ভারতে ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন। তাঁদের মধ্যেকার সেই অন্তর্বিরোধকে কোম্পানির সনদ-আইন আরো তীব্রতর করে তুলেছিল। সেই আইনে, 'শিক্ষিত অধিবাসীদের উৎসাহদান', 'সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন', 'বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তার' , ইত্যাদি দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার ফলে উপরোক্ত উভয় পক্ষই নিজের নিজের মতানুযায়ী সেই আইনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে প্রাচ্যপন্থীরাই তখন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ১৮২৩ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে একটি সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে দশজন ইউরোপীয় সদস্য নিয়ে General Committee of Public Instruction নামের একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের হাতে বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই কমিটির বিভিন্ন পদে ও সদস্যরূপে যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা হলেন জে. এইচ. হ্যারিংটন সভাপতি; জে. পি. লারকিন্স; ডাব্লিউ. বি. মার্টিন; ডাব্লিউ. বি. বেলি; এইচ. সেক্সপীয়ার; এইচ. ম্যাকেঞ্জী; এইচ. টি. প্রিন্সেপ; জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড; এ. স্টার্লিং এবং এইচ. এইচ. উইলসন সম্পাদক। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৮৩৪ সালে লর্ড বেরিংটন মেকলে সেই কমিটির সভাপতিরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। (আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা, কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, পৃ- ২৮)

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের বাঙালি বিপ্লবী লোকনাথ বল ১৯৩০ সাল

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের বাঙালি বিপ্লবী লোকনাথ বল (৮ মার্চ ১৯০৮ - ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪) ১৯৩০ সাল। ১৮ এপ্রিল। চট্টগ্রামে ৬২ অতভা ৬৪ জন সামরিক পোশাক পরে আর মাস্টারদা সূর্য সেন এবং স্বদেশ পরনে ছিল সাদা পোশাক। এই বিশাল সামরিক বিপ্লবী বাহিনী রাত দশটাক সামরিক অভিযান শুরু করেছিল। সরকারি সূত্র থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। সরকারি নথি বলছে, òòThe raids had been carried out with signal success. The main Auxiliary Force Armoury was gutted and the rifles and small arms removed, telephonic communication was destroyed, the arms and ammunition in the Police Lines were in the raiders' possession, and the armed police was reduced to impotence". The Union jack, the symbol of British imperialism, was pulled down from the top of the Armoury of the Police Lines, the flag of Free India was hoisted amidst tumultuous slogan of 'Bande Mataram' (Hail of the Mother-country). Thus were laid the foundations in the eastern frontier of the first Indian Independent Revolutionary Republic. As the elected President Surya Sen declared in his Proclamation firm determination for the extension of revolutionary struggle as also for inspiring the countrymen with the ardent passion for death for the ountryóó ব্রিটিশ সরকার তখ ন হতবাক হয়ে গিয়েছে। কোনও কিছুই তখন তাদের মাথায় ঢুকছ না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে পাল্টা আক্রমণ করবে খুবই দ্রুত। সময় বেশি দেওয়া যাবে না বিপ্লবী সমারিক বাহিনীকে। এদিকে সূর্য সেন তাঁর সামরিক বাহিনী নিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে দেওয়ার জন্য জালালাবাদের পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো। তার পরেই ২০ এপ্রিল ইস্টার্ন ফ্রন্টটিয়ার রাইফেলস চট্টগ্রামে উপস্থিত হল। জালালাবাদে ২২ এপ্রিল ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে তৎপর হলো। সেই সময়ে বিপ্লবী সামরিক বাহিনী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লোকনাথ বল। লোকনাথ বলের নেতৃত্বে বিপ্লবী সামরিক বাহিনী সাহসের সঙ্গে লড়াই করলেও দক্ষতা এবং উন্নতমানের অস্ত্রেরঅভাবে পরাস্ত হল। এদিকে সূর্য সেন সেখান থেকে চলে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। প্রায় তিন বছর গা ঢাকা দিয়েছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন। ১৯৩৩ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি ধরা পড়লেন তিনি। জালালাবাদের যোদ্ধা এবং ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির তৃতীয় প্রেসিডেন্ট বিনোদ দত্ত ১৯৯৬ সালে সূর্য সেন স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সই বক্তৃতায় মাস্টারদা সূর্য সেন যে কী ধরনের শক্তিশালী মানুষ ছিলেন তা বিশদে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তাঁর যে খুব বেশি জ্ঞান ছিল তা নয়। তবে তাঁর অসীম সাহস এবং ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে লড়াই করে ভারতকে স্বাধীন করার যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাকে বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন দেখতেন বলেই সেই সয়ে চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে দেখতে পাওয়া গেল যে তাঁর পথ ধরেই রাসবিহারী বোস থেকে শুরু করে সুভাষ চন্দ্র বোস এবং মেদিনীপুরে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারত রাজকালে প্রথম স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল চট্টগ্রামে এটাকে অস্বীকার করা যায় না। '১৯৩০ এর ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ।' ব্রিটিশ পরাধীনতার যুপকাষ্ঠে তখন ভারতবাসীর জীবনে অপরিসীম দুর্যোগ। সমস্ত ভারত জুড়ে বলগাহীন নির্যাতন অব্যাহত। মুক্তিকামী যুব সমাজ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে এগিয়ে চলেছে। চারদিকে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। বিদেশি শাসক ও উন্মত্ত পশুর ন্যায় হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতেই ভারতবর্ষের এক প্রান্তে চট্টগ্রামের যুব সমাজ ব্রিটিশ রাজশক্তিকে উৎখাত করার জন্যই হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র। এ কোন এ্যাডভেঞ্চার নয়, তাঁরা চেয়েছিল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বদেশের মুক্তি। আত্মত্যাগের এ আন্দোলনে মাষ্টারদা সূর্যসেনের যে কয়জন সহযোগী মৃত্যুর আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন তাঁদের মাঝে জালালাবাদ যুদ্ধের সেনাপতি লোকনাথ বল অন্যতম। ১৯০৮ এর ৮ মার্চ চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর ধোরলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রাণকৃষ্ণ বল। স্থানীয় স্কুলে লেখাপড়ার হাতেখ ড়ি। বিপ্লব তীর্থ বোয়ালখালীর স্থানীয় স্কুল হতে মেট্রিকুলেশন পাস করে চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি বিপ্লবী ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন। নির্মল সেন, যশোদা চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবী ছাত্রদের সান্নিধ্যে তাঁকে চরমপন্থী বিপ্লবীতে পরিণত হতে উৎসাহিত করে। সে সময়কালে চট্টগ্রামের অলিতে গলিতে বিপ্লবী অনন্ত সিংহ এবং লোকনাথ বলের নাম শুনলেই সাধারণ মানুষের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠতো। ১৯২৪ এর ১ অক্টোবর ব্রিটিশ রাজ শক্তি এদেশের মানুষের উপর দমনপীড়ন ও নির্যাতন চালানোর লক্ষ্যে ১ নং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স এ্যাক্ট জারি করেন। এ বিলের আওতায় বিনা বিচারে অনেক বিপ্লবীদের আটক করে। সে সময় বেছে বেছে শুধুমাত্র বাংলায় ৭৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। মাস্টারদা, চারুবাবু, প্রমোদ সহ কয়েকজন গ্রেফতার এড়িয়ে আত্মগোপনে চলে যান। অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিংহ এবং গনেশ ঘোষকে একই দিনে গ্রেফতার করা হয়। লোকনাথ বল চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র, ১৯২৬ এর ডিসেম্বর মাসে ১ নং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স এর আওতায় লোকনাথ বলকে গ্রেফতার করা হয়। বিনা বিচারে বন্দিজীবন কাঠানোর পর ১৯২৮ সালে মুক্তি লাভ করেন। জেল হতে মুক্তি পেয়ে লোকনাথ পুনরায় চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে বি.এ পাস করেন। সে সময়ে তিনি বিপ্লবী অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে গুপ্ত বিদ্রোহী সমিতি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তরুণ সমাজকে বিপ্লবী মন্ত্রে আকৃষ্ট করার জন্য অনন্ত সিংহ কর্তৃক শারীরিক কসরৎ বা ব্যায়ামগারে শারীরিক শক্তি গঠনের শিক্ষা দান এবং যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের জন্য একটি ব্যায়ামগার চালু করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'সেন্ট্রাল ফিজিক্যাল কালচার এসোসিয়েশন'। সে সময়ে একই সাথে লোকনাথ বল জেএম সেন হল প্রাঙ্গণে তরুণদের শরীর চর্চা শিক্ষা দিতেন। এর মধ্যে বিপ্লবী পরিকল্পনায় লোকনাথ বল গোপনে ভ্রমণ করেন। ১৯২৯ এর ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে বিপ্লবী ছাত্র সমিতি গঠিত হলে তিনি এ সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৯ এর জুলাই মাসে তিনি আইন পড়ার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় চলে যান। সেখানেই তিনি বিপ্লবীদের কাছ হতে আগ্নেয়াস্ত্র চালনা, শারীরিক কসরৎ ইত্যাদি কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন।

নন্দীগ্রামে আবার বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্যঃ বিজেপি নেত্রীর অভিযোগ তৃণমূলের দিকে

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৩০ ডিসেম্বর ঃ সোমবার নন্দীগ্রামের সামসাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমগেছিয়া গ্রামে আবার বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপি নেত্রী মামনি জানার বাড়ির সামনে থেকে দুটি বোমা উদ্ধার হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বিজেপি নেত্রী। ঘটনাস্থল আমগেছিয়া এবং মহেশপুর বাজারের মাঝখানে নন্দীগ্রাম রাজ্য সড়ক। এখান থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরেই মামনি জানার বাড়ি। বিজেপি নেত্রী অভিযোগ করেন, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গতরাতে তার বাড়ির সামনে এসে হামলা করার চেষ্টা করেছিল। তার বক্তব্য, তৃণমূল পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনার পেছনে রয়েছে। নির্বাচনে বোমার আঘাতে আমি আহত হয়েছিলাম। এবারও আমাকে লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টা হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ঘটনা তাদের ওপর চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে। বোমা উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে স্থানীয় প্রশাসন। পুরো এলাকা ঘিরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। বোমা নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে। নন্দীগ্রামে ক্রমাগত বোমা উদ্ধারের ঘটনা রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। সমবায় নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, তা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে এই ঘটনার পর।

নির্মীয়মান বিল্ডিংয়ের দেওয়াল ভেঙে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ টোটো, রক্ষা পেল চালক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর ঃ নির্মীয়মান সরকারি বিল্ডিংয়ের দেওয়াল ভেঙে পড়ল দাঁড়িয়ে থাকা টোটোর উপর, দুমড়ে মুচড়ে গেল টোটো অল্পতে প্রাণ রক্ষা চালকের। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ স্থানীয়

ব্যবসায়ীদের বড়োসড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত আশঙ্কা সকলের। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি শহরের ফুটবল ময়দানের পাশে। ধূপগুড়ি পুরসভার তরফে ফুটবল ময়দানের পাশে তৈরি হচ্ছিল আর্ট গ্যালারি। আর সেই নির্মীয়মান আর্ট গ্যালারির দেওয়াল ভেঙে ইঁট পড়ে যায় নিচে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোটোর উপর। টোটো চালক টোটো থেকে নেমে টোটোতে থাকা মালপত্র নামাতে যাবে ঠিক এমন সময় আচমকা টোটোর উপর ভেঙে পড়ে চাঙর। অল্পতে রক্ষা পেয়েছে টোটো চালক। মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এলাকাটি জনবহুল এলাকা অন্যান্য দিন অনেক লোকসমাগম হয় ওই এলাকায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, কোনরকম সেফটি না নিয়ে জনবহুল এলাকায় কাজ করা হচ্ছিল। নিম্নমানের কাজের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর থেকেও বড় দুর্ঘটনা ঘটে বহু মানুষের প্রাণহানীর মতো ঘটনা ঘটতে পারত। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ধূপগুড়ি পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং। তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, কাজে কোনরকম গাফিলতি ধরা পড়লেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঠিকাদারি সংস্থাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে কাজ বন্ধ করা হল।

ফ্লাইওভার থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৪০ ফুট নিচে পড়ল যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৩০ ডিসেম্বর ঃ বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হক এক যুবকের। সোমবার বিকেলে মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি ফ্লাইওভারে এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসে মালবাজার পুলিস। মৃতদেহ উদ্ধার করে মালবাজার নিয়ে গেছে পুলিস। তবে মৃতের নাম জানা যায়নি। তবে যে বাইক এই যুবক চালাচ্ছিল সেটি বিহার নম্বরের। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী বিকাশ রায় বলেন, সোমবার বিকেল নাগাদ এই যুবক বিহার নম্বরের হলুদ রঙের একটি বাইকে করে মালবাজার দিক থেকে ওদলা বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। ওদলা বাড়ি ফ্লাইওভারের ওপর বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফাইও বাড়ির ওয়ালে ধাক্কা মারে এবং ওই যুবক ফ্লাইওভার থেকে নিচে পড়ে যায় এবং বাইকটি প্রায় ১০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে। ওই যুবক ফ্লাইওভার থেকে প্রায় ৪০ ফুট নিচে অন্য রাস্তায় গিয়ে পড়ে এবং ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আরও বলেন সম্ভবত বাইকের গতিবেগ বেশি থাকায় যুবক বাইক কন্ট্রোল করতে পারিনি আর যার দরুন এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মালবাজার ট্রাফিক পুলিস সূত্রে জানা গেছে, বাইকের রেজিস্ট্রেশন যে নম্বর রয়েছে সেটি রবীন্দ্র রায় নামের। রেজিস্ট্রেশন হয়েছে বিহারের সরান জেলায় আর সম্ভবত এই যুবকের বাড়ি বিহারে হতে পারে বলে স্থানীয়দের দাবি। তবে পুলিস মৃতের পরিচয় এবং নাম জানার চেষ্টা করছে। মৃতদেহ উদ্ধারের পর আজ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে ফুল চাষে নজরকাড়া সাফল্য পাঁশকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ৩০ ডিসেম্বর ঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষা কাটিয়ে শীতের মরশুম পড়েছে। আর শীতের মরশুমে শীতকালীন চাষ মানেই চন্দ্রমল্লিকা ফুল। আর শীতের মরশুমে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনাতে চাষে কপালে

ভাঁজ ফেলেছে চাষিদের। আর তারই মাঝে ছিন্ন পদ্ধতিতে ফুল চাষের সাফল্য পেয়েছে পাঁশকুড়ার ফুল চাষিরা। এই ফুল চাষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়। বৈদ্যুতিক পদ্ধতির মাধ্যমে গাছের গ্রোথ বাড়ানো হয়। বিঘার পর বিঘা জমিতে ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বেলে গাছের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়। আর তার ফলেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এই চারা গাছ, ফলে এক সময় , সময় মত কলি আসে গাছের আর তারপরেই ফুল ফুটে বড় হয়। লাল নীল হলুদ রংবেরঙের ফুল বাজারজাত হচ্ছে। এটার বেশিরভাগই রাতে হচ্ছে। মাঠের পর মাঠ রাতের অন্ধকারে এই চাষের জমিতে যখন বাল্ব জ্বলে মনে হয় যেন এক চাষের মেলা। বিভিন্ন জাতের চন্দ্রমল্লিকা ফুল চাষ হয় পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার নস্করদিঘী শাঁখটিকরি জানাবাড় সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। আর এই চাষের উপরেই জীবিকা নির্ভর করে থাকে চাষিরা। এই ফুল এই রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ দেশান্তরে পার্সেল এর মধ্য দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দিব্যি সাফল্য এসেছে। চাষিদের উপার্জনও হচ্ছে। একেকজন চাষি দু বিঘা তিন বিঘা করে চাষ করেন এই চন্দ্রমল্লিকা। বিঘা প্রতি চাষের পেছনে খরচ হয় প্রায় এক লাখ, তবে বহু চাষিরাই এখন লাভবান এই মল্লিকা চাষে।

গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা চলবে ভেসেল পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ অপেক্ষার মাত্র কয়েকটা দিন। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ কে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে দফায় দফায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করা হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেলা প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও ও জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা এবারের মেলার প্রস্তুতি নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন। এবারের মেলায় পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে বাড়ানো হয়েছে স্নানেরঘাট। অন্যদিকে প্রতিবছর মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি জমে যাওয়ার কারণে, ভেসেল পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটে। এর ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় ভেসেল ঘাটগুলিতে পুণ্যার্থীদের। সেই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে এবার ২০২৫ গঙ্গাসাগর মেলাকে ঢেলে সাজানো জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মুড়িগঙ্গা নদীতে নাব্যতা বাড়ানোর জন্য চলছে ড্রেজিং। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে সোমবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা শাসকের দপ্তরের জেলার সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। এই বৈঠকে গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হয়। গঙ্গাসাগর মেলা ড্রেজিং এর কাজ দেখে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, এ বছর পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা চলবে ভেসেল পরিষেবা। অন্যদিকে, কুয়াশা থাকার কারণে বিভিন্ন সময় পুণ্যার্থীদের ভেসেল দিক নির্ণয় না করতে পেরে চড়ায় গিয়ে আটকে পড়ে। এর জেরে সমস্যার মধ্যে পড়তে হত পুণার্থীদের। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আন্টি ফগ লাইট এবং ইসরোর অত্যাধুনিক ব্যবস্থা এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় থাকছে। এর পাশাপাশি বাবুঘাট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত থাকছে পুণ্যার্থীদের জন্য বাফার জোন। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে থাকছে ২১ টি জেটি ৯টি অত্যাধুনিক বার্জ ও ৩৫ টি ভেসেল। পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের জন্য ১৬ টি বাফার জোন করা হয়েছে। প্রতিটি বাফার জন্য থাকছে, পানীয় জলের সুব্যবস্থা এবং চিকিৎসা পরিষেবা। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ এর জন্য থাকছে ৫ টি অস্থায়ী হাসপাতাল । থাকছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এবং ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫ এ কথা মাথায় রেখে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলায় তৈরি করেছে জেলা পুলিশ। এই বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও জানান, গঙ্গাসাগর মেলার জন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকসহ প্রায় ১১৫০ পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা থাকবে। সিসিটিভির মাধ্যমে চলবে নজরদারিতে খোলা হবে মেগা কন্ট্রোল রুম। গঙ্গাসাগর মেলা নাশকতার ছক বানচাল করার জন্য আকাশ পথের ড্রোনের মাধ্যমে চলবে নজরদারি। পাশাপাশি জলপথে নজরদারি চালানো হবে স্পিডবোট এবং হোভারক্রাফটের মাধ্যমে। আনুমানিক ২৫০০ সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন করা থাকবে মেলায়। গঙ্গাসাগর মেলা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যাতে না ঘটে সেই জন্য অস্থায়ী দমকল কেন্দ্র নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। প্রত্যেক বছরে ন্যায় এ বছরও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ই-স্নান ও ই-দর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভিন রাজ্য থেকে আশা, পুন্যার্থীরা যাতে নিরাপদে গঙ্গাসাগর মেলায় এসে মকর সংক্রান্তি পুন্যস্নান করে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য বাড়ানো হয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় চলবে ৭১টি বেশি লোকাল ট্রেন। সব মিলিয়ে সুষ্ঠুভাবে গঙ্গাসাগর মেলা পরিচালনার করার ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

উচ্ছেদ অভিযান শিলিগুড়িতে, ১২০টি দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ি ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত চম্পাশড়ি মোড় রাস্তার উপরে থাকা প্রায় ১২০টি দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল শিলিগুড়ি পুর নিগম। সোমবার সকালে প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পুরনি গ্রামের কর্মীরা গিয়ে শিলিগুড়ি চাম্পাশরি মোড়ে থাকা প্রায় একশো কুড়িটি দোকান ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। মূলতঃ বেশ কচু মাস আগে শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে এই দোকানগুলো ভাঙ্গার নোটিশ দেওয়া হয়। সেই সময় সামনে পুজো থাকার কারণে ব্যবসায়ীদের অনুরোধে ভাঙ্গা বন্ধ করে শিলিগুড়ি পুর নিগম। কিন্তু পাঁচ মাস কেটে গেলেও দোকান সরিয়ে নেওয়ার কোনরকম পদক্ষেপ ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে না নেওয়ায় পুর নিগমের পক্ষ থেকে আবারও ব্যবসায়ীদের নোটিশ দেওয়া হয়। সেখান থেকে দোকান উঠিয়ে নেওয়ার জন্য। তারপরও দোকান না সরানোর কারণেই সোমবার সকালে পেলোডারে

সাহায্যে দোকানগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কর্ম হারা হয়ে পড়ে প্রায় একশো কুড়িটি পরিবার কি করে তারা সংসার চালাবে সেই বিষয়টি ভেবেই তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী কলাবতী বিন প্রায় কুড়ি বছর থেকে এখানে সবজি ব্যবসা করে রুটি রোজগার চালাচ্ছিলেন ব্যবসার উপর ভিত্তি করেই পরিবারের ছোটদের শিক্ষিত করে চলেছেন। তিনি বলেন, এই ব্যবসা দেখিয়ে তার বিভিন্ন লোনও রয়েছে এখন কি করে সংসার চালাবে আর কি করে ব্যাংকের লোন শোধ করবে সেটাই ভেবে পারছে না । আরো এক ব্যবসায়ী লাক্ষমান প্রসাদ তিনিও প্রায় কুড়ি বছর থেকে এখানে লেবু বিক্রি করছেন এভাবেই তিনিও সংসার চালাচ্ছিলেন কিন্তু এখন কি করে তিনি পরিবার নিয়ে থাকবে সেটা ভেবে পাচ্ছেন না। সরকারের পক্ষ থেকে যদি পুনর্বাসন না দেওয়া হয় তাহলে কি করে বাঁচবো সেটাই জানি না বলেন তিনি। শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র পরিষদ দিলীপ বর্মন বলেন বহুদিন আগে এদের নোটিশ করা হয়েছিল কিন্তু সেই সময় পুর নিগমের আধিকারিকদের সাথে কথা বলে কোন ভাবে তাদের উচ্ছেদ বন্ধ করা হয়েছিল কিন্তু রাস্তা সম্প্রসারণ করতে হলে এদেরকে সরতেই হবে। সেই কারণে পুর নিগমের পক্ষ থেকে আবারও নোটিশ করে এই দোকানগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে খবর ছিল না আমি মেয়রের সাথে কথা বলেছি এখানে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতেন তাদেরকে যাতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় সে বিষয়ে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

দুর্গাপুরে আবারও পুলিশের জালে ধরা পড়ল 'রিসিভার' সহ ৬ দুস্কৃতী

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩০ ডিসেম্বর ঃ নেশা বড়ই বালাই। নেশার টাকা জোগাড় করতে বাড়ছে চুরি-ছিনতাই। কখনও সুযোগ বুঝে পাঁচিল টপকে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে মহিলার হার-আংটি ছিনতাই। আবার কখনও পথচলতি মহিলার গলা থেকে হার ছিনতাই। তবে শেষরক্ষা হয়নি। আবারও পুলিশের তৎপরতায় ধরা পড়ল ছিনতাইকারী দুস্কৃতীরা। এমনকি তাদের রিসিভারও ধরা পড়ল পুলিশের জালে। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর কোকওভেন থানার অরবিন্দ পল্লী এলাকায়। দুর্গাপুরের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দ পল্লীতে শোভারানী মুখোপাধ্যায় নামের এক প্রৌঢ়া পথ কুকুরদের খাবার দিচ্ছিলেন। ওইসময় বাইককে করে তিনজন দুস্কৃতি শোভারানী দেবীকে ধাক্কা মারে। রাস্তার উপর বৃদ্ধা পড়ে যেতেই তার গলার সোনার হার ছিনিতাই করে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশকে। এবং গোটা এলাকাজুড়ে পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। দুস্কৃতীরা সোনার হারটি দুর্গাপুরের সিনেমা হল রোডের একটি সোনার দোকানে বিক্রি করতে গিয়েই পুলিশের জালে ধরা পড়ে তিন দুস্কৃতী। ধৃতদের নাম শিব প্রসাদ, আদিত্য মন্ডল ও ইস্যু রাম। তাদের বাড়ি সুভাষপল্লী সংলগ্ন রাহুল পল্লী এলাকায়। তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া হারটিও উদ্ধার করে পুলিশ। রবিবার ধৃত তিন দুস্কৃতীকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। তাদের জেরা করে পুলিশ রবিবার রাতে গ্রেফতার করে 'রিসিভার' সোনার দোকানের মালিক শুভম গুপ্তাকে। সোমবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ধৃত শুভমকে জেরা করে আরও ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজনের হদিশ পায় পুলিশ। দুই পান্ডা সাহিল বাল্মিকী ও প্রেম কুমার বিন্দ কে গ্রেফতার করে পুলিশ। দুজনই দুর্গাপুর কোকওভেন থানা এলাকার বাসিন্দা। গত ২৪ সেপ্টম্বর এক মহিলার ছিনতাই করেছিল বলে পুলিশ জানতে পারে। ধৃতদের সোমবার আদালতে তোলা হলে দুদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে কোকওভেন থানার সিনেমা রোড এলাকায় উজ্জ্বল পরামানিক নামে এক রিসিভার পুলিশের জালে ধরা পড়ে। তার কাছ থেকে ৬০ টি মোবাইল ও ১৬ টি চুরির মোটরবাইক উদ্ধার হয়। প্রশ্ন, এত চুরি ও ছিনতাইয়ের পিছনে কারন কি? জানা গেছে, একটা শ্রেনীর যুবক মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। ডেনড্রাইড, গাঁজায় আসক্ত। আর নেশার খরচ জোগাড় করতেই সুযোগ বুঝে চুরি ছিনতাইয়ে হাত পাকিয়েছে। কখনও মোবাইল চুরি আবার কখনও হার ছিনতাই, বাইক চুরি। নেশার চাহিদা পুরনের জন্য চুরির সামগ্রী নামমাত্র দামে বিক্রি করে নেশার জ্বালা মেটায়। তবে এধরনের মাদজাসক্তদের জন্য নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠানোর বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কমিশনারেট পুলিশ। ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা বলেন, সম্প্রতি 'রিসিভার বেসড' মডেল তদন্ত শুরু হয়েছে। তাতে ভালো সাফল্য আসছে। ইতিমধ্যে ২৫ জন দুস্কৃতীকে নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। রিসিভারকে গ্রেফতারে এরকম হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। ঘটনার আরও তদন্ত চলছে।

মিড-ডে মিলে পান্ডুয়ার স্কুলে চাইনিজ খাবার

দুরন্ত বার্তা, পান্ডুয়া, ৩০ ডিসেম্বর ঃ রোজকার মিড-ডে মিলের বাইরে বেরিয়ে এবার ছোটদের মুখের স্বাদ বদলে স্কুলে চাইনিজ খাবার দেওয়া হলো। মিড-ডে মিলে এই খেয়েই পেট ভরাতে হয় সরকারি স্কুলের খুদে পড়ুয়াদের। ডাল, ভাত, খিচুড়ি বড়জোর ডিম বা সয়াবিনের তরকারি। নতুন খাবার চেটেপুটে খেল খুদে পড়ুয়ারা। পাণ্ডুয়ার সিমলাগড় চাঁপাহাটি সিদ্ধেশ্বরী প্রাথমিক স্কুলের মিড-ডে মিলে কয়েক দিন আগে ছোটদের দেওয়া হয় চাউমিন। সব্জি ও ডিম দিয়ে তৈরি চাউমিন মজা করে খেল বাচ্চারা। চাঁপাহাটি স্কুলে শিশুশ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৩০০ পড়ুয়া রয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মহামায়া বিশ্বাস বলেন, ' পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তবুও বাচ্চারা স্কুলে আসছে। এরকম সময়ে তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য মিড-ডে মিলে নজর দেওয়া হয়েছে।' কয়েকদিন ধরে পাণ্ডুয়ার সুলতানিয়া হাই মাদ্রাসায় মিড-ডে মিল যারা রান্না করেন তাঁদের রেকগনিশন অফ প্রায়র লার্নিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চাইনিজ ও কন্টিনেন্টাল রান্না শেখানোর পাশাপাশি কী ভাবে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করতে হবে, রান্নার সময় আগুন থেকে কী করে দূরে থাকতে হবে সেগুলোও তাদের জানানো হয়। ডাল, ভাত, সব্জি অনেক সময় একঘেয়ে লাগে বাচ্চাদের। তাদের মুখের স্বাদ পাল্টানোর জন্যই তাদের পছন্দের খাবার নুডলস, সয়াবিনের বিরিয়ানি রান্না করা হচ্ছে স্কুলের কিচেনে। আগে ৫ টাকা ১৫ পয়সা মাথাপিছু দেওয়া হত মিড-ডে মিলে। এখন সেটা বাড়িয়ে ৬ টাকা ১৯ পয়সা হয়েছে। ডিমের দাম বেশি হলেও শীতের সব্জি দিয়ে চাউমিন বা সয়াবিনের বিরিয়ানি চেটেপুটে খাচ্ছে পড়ুয়ারা। পাণ্ডুয়ার বিডিও শ্রাবন্তী বিশ্বাস বলেন, ' দিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবির করা হয় পাণ্ডুয়ায়। মিড-ডে মিলের রাঁধুনি ও সহকারীদের জন্য ছিল এই প্রশিক্ষণ শিবির। প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে কী করণীয় তা শেখানো হয়েছে।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত চাঁচল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ বর্ষবরণের কার্নিভালে খাবারের স্টল বসানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিধায়ক অনুগামী এবং বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ চাঁচল সদরের তরলতলা মোড়ে। পুলিশের সামনেই দাদাগিরি দু'পক্ষের। ঘটনায় আহত ৪। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের লাঠিচার্জ। লাঠি দেখে পালালেন তৃণমূল নেতা। এলাকা জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা এবং আতঙ্ক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সুষ্ঠভাবে কার্নিভালের অনুষ্ঠান হওয়া নিয়ে উঠল প্রশ্ন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একপক্ষে রয়েছে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ ব্লক তৃণমূলের সহ-সভাপতি অমিতেশ পান্ডে, উপপ্রধান মোক্তার হোসেন সহ তাদের দলবল। অন্যপক্ষে রয়েছেন, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি জাকির হোসেন এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা। এদিন সকালে তরলতলা মোড়ে এলআইসি ভবনের সামনে খাবারের স্টল বসানো নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত। স্টলের বাঁশ খুলে দেন বিরোধী গোষ্ঠীর লোকেরা। তাদের দাবি ওখানে পঞ্চায়েত সমিতি সৌন্দর্যায়ন করেছে। পেছনে রয়েছে অনেক দোকান। সেখানে সেলফি জোন ছাড়া খাবারের দোকান বসানো যাবে না। এ কথা শুনে কার্নিভাল কমিটির একাংশ সেখানে এসে গন্ডগোল শুরু করেন। তারপরেই বাঁধে সংঘর্ষ।

CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT OFFICE
VILL .& P.O. – CHATUMADA, P.S. - HURA, DIST. - PURULI
NOTICE FOR INVITING TENDER

1. E-Tenders are invited by the undersigned from eligible Contractors having 50% Credential of similar type of works for 04 nos. Of schemes (15th FC) (**WB/CGP/ NITe-03/2024-25**) to be constructed at different places under Chatumadar Panchayat. For details the contractors may visit to the office of the Chatumadar Gram Panchayat. Both Technical and Financial bid submission closing date (online) **08.01.2025 up to 05-00 pm** Date of opening of Technical Proposals (online) **11.01.2025 up to 11.00 Am.**

S/D- Pradhan
Chatumadar Gram Panchayat

চোদ্দো জোড়া ট্রেন
পাটনা সাহিব স্টেশনে সাময়িকভাবে থামবে

যাত্রীদের সুবিধার্থে, **শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং জি মহারাজের ৩৫৮তম জন্মজয়ন্তী** উপলক্ষে **১২.০১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত** নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি **পাটনা সাহিব (পিএনসি) স্টেশনে** ২ মিনিটের জন্য সাময়িকভাবে থামবে ঃ (১) **১২৩৬১/১২৩৬২** আসানসোল-ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস-আসানসোল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস। (২) **১২৩৩৩/১২৩৩৪** হাওড়া-প্রয়াগরাজ রামবাগ-হাওড়া বিভূতি এক্সপ্রেস। (৩) **২২২১৩/২২২১৪** শালিমার-পাটনা-শালিমার দুরন্ত এক্সপ্রেস। (৪) **১৮৪৪৯/১৮৪৫০** পুরী-পাটনা-পুরী বৈদ্যনাথ ধাম এক্সপ্রেস। (৫) **২২৯৪৮/২২৯৪৭** ভাগলপুর-সুরাট-ভাগলপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। (৬) **১৩২৪১/১৩২৪২** বাঁকা-রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল-বাঁকা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। (৭) **১২৩২৫/১২৩২৬** কলকাতা-নাঙ্গাল ড্যাম-কলকাতা সাপ্তাহিক গুরুমুখী এক্সপ্রেস। (৮) **১২৩০৩/১২৩০৪** হাওড়া-নিউ দিল্লী-হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেস। (৯) **১৩৩৩১/১৩৩৩২** ধানবাদ-পাটনা-ধানবাদ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। (১০) **১৩৪২৩/১৩৪২৪** ভাগলপুর-আজমের-ভাগলপুর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস। (১১) **২২৪০৫/২২৪০৬** ভাগলপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-ভাগলপুর গরীব রথ এক্সপ্রেস। (১২) **১২৩২৭/১২৩২৮** হাওড়া-দেরাদুন-হাওড়া উপাসনা এক্সপ্রেস। (১৩) **১২৩১৫/১২৩১৬** কলকাতা-উদয়পুর সিটি-কলকাতা অনন্যা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস এবং (১৪) **১৩২২৯/১৩২৩০** গোড্ডা-রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল-গোড্ডা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার পাঁচ (০৫) বছরের জন্য মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার **মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশন ভবনে (সাবওয়েতে প্রবেশপথের সম্মুখে) উদ্যান এলাকার দক্ষিণ প্রান্তে** এক (০১)টি রেল কোচ রেস্তোঁরা স্থাপনের জন্য আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই) আহ্বান করতে চাইছে। স্থানটির পরিমাপ নিম্নরূপ ঃ ক) ৭৬ ফুট x ২৬ ফুট = ১৯৭৬ বর্গ ফুট (প্রায়)। আগ্রহী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাশ্রয়ী এল/ফি-র মূল্যে উদ্যোগটি বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে মেট্রো রেলওয়ের ডেপুটি সিওএম (কমার্শিয়াল), কলকাতার কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। বিশদের জন্য, দরপ্রস্তাবদাতারা শ্রী রাজীব মল্লিক, যোগাযোগের নম্বর - ৬২৯০৩২৭৩৪৬-এর সঙ্গে আরও তথ্য পেতে যোগাযোগ করতে পারেন। **বন্ধের তারিখ ঃ ০৭.০১.২০২৫, সময় ঃ বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**

প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works :

1. NIT No.: KMC/EE-III/014/27/24-25 (1st Call)
Name of Work: **Restoration of passage at 41/D/H/46, 16/1/1/H/24 B. B. Ghosh Sarani, 19B/2 H. N. Road and its surrounding areas in Ward No. 14 excavated by C.E.S.C.;** Estimated Cost : **Rs. 4,23,699.00**; Earnest Money: **Rs. 9,000.00**; Period of Completion: **70 Days**;

2. NIT No.: KMC/EE-III/014/B10/24-25 (1st Call)
Name of Work: **Improvement of bustee passage at 43/8G, 41/D/113, 43/1B, B. B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,816.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **40 Days**;

3. NIT No.: KMC/EE-III/29/B14/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of Work: **Renovation of bustee sanitary latrine at 28/H/4, 31, Canal East Road, 3/6 N. M. Road and different location in Ward No. 29;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,64,781.00**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **30 Days**;

4. NIT No.: KMC/EE-III/014/B13/24-25 (1st Call)
Name of Work: **Improvement of bustee sewer line at 16/5/1/D, B. B. Ghosh Sarani, 39/13, M. M. Road and its surrounding areas in Ward No. 14;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,04,915.00**; Earnest Money: **Rs. 2,500.00**; Period of Completion: **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **08.01.2025 up to 12 noon** (for Sl. no. 1 to 4); Date and Time of opening of Tender : **10.01.2025 on or after 12 noon** (for Sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4)

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/049/027/2024-2025/BUSTEE
Name of Work: **Renovation of bustee latrines and civil amenities at 3, J.N.C. Lane, 4/2, R. R. Sarani and other bustee area in Ward No. 49, BR-V;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,83,126.58**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **60 Days**;

2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/31/2024-2025/BUSTEE
Name of Work: **Repairing of bustee IPS and paver block passage at 115 B. B. Ganguly Street, 1/6A P. C. Baral Street and other different places in Ward No. 048, BR-V;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,93,694.29**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **35 Days**;

3. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/32/2024-2025
Name of Work: **Restoration of paver block footpath at 85 to 111 B. B. Ganguly Street to be disturbed by Jio in Ward No. 48, BR-V;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,28,599.23**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion: **15 Days**;

4. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/34/2024-2025
Name of Work: **Reconstruction of shade at 38, Munshi Suder Uddin Lane (Ward Office) in Ward No. 41 under Borough-V;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,855.65**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **09.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 to 4); Date and Time of opening of Tender : **11.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4)

The Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/070/24-25/BUSTEE
Name of Work: **Improvement of cement concrete road at Jaigir Ghat Road slum area near premises no. A/12/2 and others in Ward No. 125;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,46,088.73**; Earnest Money: **Rs. 9,000.00**; Period of Completion: **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **08.01.2025 at 12 noon**; The tender will be opened on : **10.01.2025 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following work :
NIT No.: X/094/024/2024-2025/R
Name of Work: **Development of IPS passage at premises no. 4, R. P. Colony & 147 P. A. Shah Road etc. in Ward No. 94, BR-X;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,96,284.23**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **10.01.2025 at 12 noon**; Date and Time of opening of Bid : **13.01.2025 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/110/019/24-25/R/BUSTEE (2nd Call)
Name of Work: **Maintenance of sanitary latrines at different places viz Briji East, Briji West, etc (Bustee area) in Ward No. 110;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,48,414.19**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **13.01.2025 at 12 noon**; The tender will opened on : **15.01.2025**; The bid forms and other details are available on and from **03.01.2025 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Br-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1. NIT No.: KMC/XIII/115/067/24-25/BS (1st Call)
Name of Work: **Construction of sanitary latrines at bye lane of M. G. Road (slum area) near premises no. 63, M. G. Road in Ward No. 115;** Work Value : **Rs. 1,99,959.15**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **25 Days**;

2. NIT No.: KMC/XIII/115/068/24-25/BS (1st Call)
Name of Work: **Maintenance of sanitary latrines at bye lanes of M. G. Road, Taramoni Ghat Road, Sodepur 2nd Lane etc. for the different slum/bustee area in Ward No. 115;** Work Value : **Rs. 2,96,892.19**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **09.01.2025 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2); Tender will be opened on : **11.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer (Civil), Br-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/070/026/2024-2025/R
Name of Work: **Restoration of paver block, I.P.S. footpath & bituminous surface at 230 A.J.C. Bose Road & other different locations in Ward No. 70 disturbed by Airtel;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,60,687.73**; Earnest Money: **Rs. 5,250.00**; Period of Completion: **90 Days**; Last date and time of submission of bid : **11.01.2025 at 12 noon**; Date of opening of tender : **14.01.2025 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **03.01.2025 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1136/24-25

ভ্রমণ

সাইকেলে কুয়ালালামপুর যেতে যেতে যে অভিজ্ঞতা

প্রথমে যাব লংকাউইয়ে। সেখান থেকে আমি আর চঞ্চল সাইকেলে কুয়ালালামপুর। দূরত্ব বেশি নয়। ৫৫০ কিলোমিটারের কিছু কমবেশি। হাতে ৮ দিন সময়। তাই যেদিন লংকাউইয়ে পৌঁছালাম, তার কয়েক দিন আগে আয়রনম্যান ৭০.৩ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে উল্লেখ যোগ্যসংখ্যক অংশগ্রহণকারী ছিলেন এবার। একই হোটেলে থাকার কারণে পূর্বপরিচিত ভাই-ব্রাদারদের সঙ্গে দেখাও হলো। তাঁদেরই একজন হোমায়েদ ইসহাক আমাদের দলে ভিড়ে গেলেন। আয়রনম্যান প্রতিযোগিতা সফলভাবে শেষ করে ঢাকার পথ ধরতে ও-ও যাবে কুয়ালালামপুরে। ১৫ অক্টোবর সকালে তিনজন যখন সাইক্লিং শুরু করলাম, তখন আকাশ কেবল পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। সারা রাতের বৃষ্টিতে দারুণ ঘুম হলেও সকালে যেন বৃষ্টি না থাকে, তাই প্রার্থনা করছিলাম। বিধি আমাদের কথা শুনেছিলেন। সকালের নিস্তব্ধতা ভেঙে দু-একটা গাড়ি হুসহাস করে চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কালো পিচঢালা পথ। দারুণ মসৃণ। এই মালয়েশিয়াকে আমি কী না ভেবেছিলাম! কিন্তু আসার পর বুঝতে পারলাম, কেন কাজের জন্য বা বেড়াতে এত বেশি মানুষ এখানে আসেন। দু-একটা চড়াই ঠেলে বেলা খুব বেশি বাড়ার আগেই কুয়া পার্লিস যাওয়ার ফেরিঘাটে পৌঁছে গেলাম। ১১টার ফেরি। ঝামেলা বাধল, সাইকেলের চাকা খুলে নিয়ে ফেরিতে উঠতে হবে। আরও বেশ কয়েকবার এমন ফেরিতে ওঠা হয়েছে কিন্তু সাইকেলের চাকা কোথাও খুলতে হয়নি। কেনইবা খুলতে হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা যেমন পাওয়া গেল না, তেমনি দেওয়ার মতো কাউকে দেখা গেল না। অগত্যা ট্রলিতে

বাক্সপেটরা আর সাইকেলের চাকা খুলে তোলা হলো। ফেরি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। আমরাই শেষ যাত্রী। তড়িঘড়ি করে উঠতে না উঠতেই ছেড়ে দিল ফেরি। পরে বুঝতে পারলাম, এটা শুধু যাত্রী ও হালকা মালামাল (যেমন ব্যাগ/জাতীয় জিনিসপত্র) পরিবহনের ফেরি। গাড়ি বা মোটরযানের জন্য আলাদা ফেরি আছে। তাতে গেলে আমাদের সাইকেলের চাকা খুলতে হতো না। সময় বাঁচাতে গিয়ে আমাদের এই দশা। যাক, ৭০ মিনিট পর ফেরিঘাটে পৌঁছে সাইকেল ঠিক করে আবার চালানো শুরু। বেশি হলে ঘণ্টাখানেক চালিয়েছি, এর মধ্যেই ঝুম বৃষ্টি। থামতেই হলো। এমন সময় আরেকজন দেশি আয়রনম্যানের দেখা পেলাম। তাঁর নাম আকিক। তিনিও একই দিকে যাবেন। তবে তাঁর গন্তব্য আরও দূরে। পরিত্যক্ত এক দোকানের টিনের চালার নিচে কুশলাদি আর পরিচয় পর্ব শেষ হলো। বিকেলের দিকে সাগরের পাড় ঘেঁষে রাস্তাটা ছিল উপভোগ্য। এই সাগরেই নাকি আয়রনম্যান প্রতিযোগীদের সাঁতার কাটতে হয়েছিল। দুই সাঁতারু আমাদের সঙ্গে। সাইকেলেও তাঁরা দারুণ পটু। এদিকে আমি যখন আমার নিত্যদিনের ব্যথা নিয়ে কাহিল, তখন তাঁরা সেদ্ধ ডিম আর চিড়াভাজা খেতে খেতে হেসেখেলে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু লজ্জার কী আছে, আমি তো 'হিউম্যান' আর তাঁরা তো আয়রনম্যান। নিজেকেই সান্ত্বনা দিলাম। প্রথম দিনে সবাই একসঙ্গে একটা হোমস্টেতে উঠলাম। বেশ বেলা হয়ে যাচ্ছিল। প্রথম দিন হিসেবে বেশ চালিয়েছি। এখন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হোমস্টেটা দারুণ। তার ওপর মালিক বেশ সাহায্য করলেন রান্না করার জিনিসপত্র দিয়ে। সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। তার আগে চাল, ডিম আর তেল কেনা হলো। তেলের দাম দেখে চক্ষু চড়কগাছ। ১ লিটার তেলের দাম ২৪০ টাকার বেশি! কী করে হয়! যেখানে মালয়েশিয়ার মূল দেশীয় উপার্জনের একটা বড় অংশ আসে সয়াবিন ও পাম থেকে। দুইই তেলবীজ। হিসাব মেলাতে পারলাম না। চারজনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিমখুরি করে ভূরিভোজ করা হলো। পরদিনও আমরা চারজন একসঙ্গে চালালাম। তবে আকিকের তাড়া ছিল। তাঁকে রোজ আরও বেশি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। তাই তিনি একাই এগিয়ে যেতে থাকলেন। আর আমাদের দলে 'হিউম্যান'রা

সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় হেলেদুলে, ধীরেসুস্থে চালিয়ে যেতে থাকলাম। মালয়েশিয়াকে ঠিক বিদেশ মনে হলো। অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রের মতো! হাসছেন? এই কথা শুনে হাসি আসতেই পারে। কিন্তু আমার ঠিক তাই মনে হলো। আরেকটা কারণ হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র আর মালয়েশিয়ার পতাকার মিল। খুব কাছাকাছি। তার ওপর দুই দেশই তাদের পতাকা যেখানে-সেখানে লাগিয়ে রাখে। দূর থেকে বা রাস্তা থেকে দেখে ভুল হতে পারে, কোন দেশের পতাকা! এতে আরও যোগ করা যায় মালয়েশিয়ার রাস্তাঘাট, ট্রাফিক সিস্টেম ও যানবাহনের বহর। স্থানীয় লোকজন যে গাড়িপ্রেমী, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি বলছি বেশ অনুন্নত এলাকার কথা, যেখানকার কিছু জায়গা তামিল, চায়নিজঅধ্যুষিত। নগরায়ণের ধাক্কা সেভাবে লাগেনি। তবে ঘরবাড়ি দেখে কী করে বুঝি, এ শহর, না গ্রাম? রাস্তার পাশেই খাবারের দোকান থেকে রোজ সকালে দুই পরোটা আর দুই ডিমে আমাদের প্রাতরাশ করা হতো। খরচও বেশি নয়। দেশি মানুষদের দেখা পেলাম প্রায় সব জায়গায়। কেউবা হোটেলে কাজ করছেন, কেউ খেতে আবার কেউ রাস্তায়। সাইকেল থেকে 'বাংলাদেশ' বলে চিৎকার করা মানুষদের শুধু চোখের দেখা হতো। আমার সাইকেলে বাংলাদেশের পতাকা দেখে অন্য কেউ তো আর হাঁক দেবে না! সত্যি বলতে কি, দেশি মানুষ ছাড়া শুধু একজন বাংলাদেশের পতাকাকে চিনতে পেরেছেন। বেশ অবাক করা ব্যাপার। এই মালয়েশিয়ায় নাকি ১৬ লাখের মতো বাংলাদেশি থাকেন। কেরালার এক হোটেলমালিকের সঙ্গে গল্পে জানতে পারলাম, আমরা, মানে বাংলাদেশিরা চীনের অভিবাসীদের চেয়েও সংখ্যায় বেশি। সত্যমিথ্যা জানি না। কিন্তু পতাকা না চেনার কারণটা অজানাই রয়ে গেল। আট দিন পর পৌঁছে গেলাম কুয়ালালামপুরে। ঝাঁচকচকে শহর। অল্প খরচায় এমন বিদেশ আগে যাওয়া হয়নি!

আবহাওয়ার হিসেবে শীতই ভ্রমণের আদর্শ সময়

আবহাওয়ার হিসেবে শীতই ভ্রমণের আদর্শ সময়। স্কুল-কলেজে শীতে লম্বা ছুটি থাকে বলে পরিবার নিয়েও ঘুরে বেড়ানো যায়। এ সময় শহর ছেড়ে কেউ যান গ্রামের বাড়িতে পিঠা-পায়েস খেতে, আবার কেউ ব্যাকপ্যাক পিঠে নিয়ে পাহাড়ের কাছে। কেউ কেউ বিদেশেও পাড়ি জমান। কিন্তু পরিবারে অনেকের হয়তো অ্যাজমা বা অ্যালার্জি থাকে, যা অনেক সময় বিপত্তির কারণ হয়। তবে কিছু সতর্কতা মেনে চললে ভ্রমণটা যেমন সুন্দর হয়, তেমনি অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও এড়ানো যায়। অ্যালার্জি থাকলে ঘুরতে যাওয়ার আগে কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে জেনে নিন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ঘুরতে যাওয়ার আগেই আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন। জেনে নিন পাহাড় বা জঙ্গলে যাওয়ার জন্য আপনি উপযুক্ত কি না। কোনো ওষুধ পরিবর্তন করতে হবে কি না বা কী কী ওষুধ লাগবে, এগুলোর ব্যবস্থাপত্র নিন।

ওষুধ গুছিয়ে নিন

আপনার ইনহেলারগুলো পরীক্ষা করে নিন, পরিমাণে কম থাকলে নতুন নিয়ে নিন। অ্যালার্জির জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ রাখুন। স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ রাখতে পারেন, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। ওষুধের বাক্স লাগেজে নয়, আপনার হাতব্যাগে রাখুন।

কিছু উপাদান থেকে সাবধান

অ্যালার্জির কিছু ট্রিগারিং ফ্যাক্টর বা সূত্রপাতকারী উপাদান থাকে যেমন ধুলাবালু, ফুলের রেণু, পশুর বর্জ্য, ঠান্ডা বাতাস, অধিক উচ্চতা। যে যে কারণে আপনার অ্যালার্জি বাড়ে, সেগুলো এড়িয়ে চলুন। পাহাড়ে গেলে অনেক উঁচুতে না যাওয়াই ভালো, অক্সিজেনের অভাব যেন না হয়।

একটু থামুন

কোনো কারণে শ্বাসকষ্ট হলে বা হাঁপিয়ে গেলে একটু বিরতি নিন। ইনহেলার ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত চাপ নেবেন না। ঘুরতে গিয়ে একটু আরাম করুন।

জল পান করুন

বেড়াতে গেলে দেখা যায়, জল পান করার পরিমাণ কমে যায়। চেষ্টা করুন পর্যাপ্ত জল পান করার। চা শীতের আবহাওয়ায় আপনাকে আরাম দেবে, আবার অ্যাজমায়ও প্রতিকার দেবে।

ঠান্ডা লাগানো যাবে না

পর্যাপ্ত শীতের পোশাক সঙ্গে রাখুন। কোনোভাবেই যেন ঠান্ডা না লাগে।

গঙ্গাসাগরে এসে হারিয়ে গেলে খুঁজে দিতে তৈরি হ্যাম রেডিও

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩০ ডিসেম্বরঃ সাগরে এসে হারিয়ে গেলে খুঁজে দেওয়ার কাজ করে চলেছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে হ্যাম রেডিও। এবারও তাঁরা তৈরী হয়ে গেছে। এমনিতেই সারাবছর ধরে তাঁরা এই কাজ করে চলেছে বলে জানালেন হ্যাম রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। ইতিমধ্যে সাগরে আসার পথে পথভুল করা এক বৃদ্ধার ঠিকানা খুঁজে বের করেছে তাঁরা। প্রতি বছর সাগর মেলায় এসে বা আসার পথে অনেকে পথভুলে হারিয়ে যান। তাদের খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে এবছর হারিয়ে গেলে হ্যাম রেডিও তাদের ঠিক খুঁজে বের করবে বলে জানালেন অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। তিনি বলেন, সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটেছে। ঝাড়খন্ডের দেওঘরের পথারল গ্রামের এক বৃদ্ধা উষা সাউ (৭৬) বের হয়েছিলেন মেয়ের বাড়ি জামুড়িয়ায় যাওয়ার উদ্যেশ্যে। পথে পরিচিত এক মহিলাকে সাগরে

যেতে দেখে বৃদ্ধার ইচ্ছা করে সাগরে যেতে। যেমন ভাবা তেমন কাজ উঠে পড়েন একটি বাসে। কিন্তু পথে ভাড়া দিতে গিয়ে দেখেন তাঁর কাছে থাকা টাকার ব্যাগটি নেই।এরপর রাস্তাতে নামিয়ে দেয় কনট্রাক্টর। এরপর ওই বৃদ্ধা ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে করতে পৌঁছায় খড়গপুরের জফালা রোডের কাছে। এরপর স্থানীয় প্রশাসন ও মহকুমা শাসকের সহযোগিতায় ওই বৃদ্ধার স্থান হয় হোমে। এরপর হ্যাম রেডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ওই বৃদ্ধার পরিবারের লোক জনকে সহজে খুঁজে বের করে তাঁরা। সেখান থেকে ভিডিও কলে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলানো হয়। অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন,সাগর মেলা দেখা হল না বৃদ্ধার। তবে আমরা আশাবাদী বৃদ্ধাকে সাগরে স্নান করিয়ে পুজোর ব্যাবস্থা করা হবে। কপিল মুনি পুজো নেবেন ওই বৃদ্ধার। আমরা সতর্ক রয়েছি। তাই আমরা হারিয়ে যাওয়া মানুষকে তাদের পরিবার পরিজনের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর।

মেট্রো রেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বরঃবর্ষবরনের রাতে যাত্রীদের সুরক্ষায় মেট্রো রেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। আগামীকাল কবি সুভাষ-দক্ষিনেশ্বর করিডরের পার্ক স্ট্রিট, এসপ্ল্যানেড, ময়দান, রবীন্দ্রসদন, দমদম ও দক্ষিনেশ্বর স্টেশনে নজরদারিতে অতিরিক্ত আরপিএফ জওয়ান মোতায়েন থাকবে বলে আজ মেট্রোর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মহিলা যাত্রী ও শিশুদের সুরক্ষায় পার্ক স্ট্রিট, এসপ্ল্যানেড, ময়দান স্টেশনে মহিলা আরপিএফ আধিকারিক মোতায়েন রাখার সঙ্গে সিসিটিভি র মাধ্যমে নজরদারি রাখা হবে। উল্লেখ্য বর্ষবরনের রাতে যাত্রী ভিড় সামাল দিতে মেট্রো রেল আগামীকাল এই করিডরে আপ ও ডাউনে মোট ৬টি অতিরিক্ত ট্রেন চালাবে বলে আগেই জানিয়েছে।

গবাদি পশুর কবল থেকে রেলওয়ে ট্র্যাককে সুরক্ষিত রাখতে সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ৩০ ডিসেম্বরঃ রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর গবাদি পশুদের আগমন এবং সম্ভাব্য সংঘর্ষ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এমনই একটি পদক্ষেপের ভিত্তিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত দাউতুহাজা ও ওয়াড্রেংডিসা স্টেশনের মধ্যে রেলওয়ে কিমি ৭২- এর কাছে তথা অসমের ডিমা হাসাও জেলার অবস্থিত ইয়াব্রা গ্রামে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের পক্ষ থেকে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্যে রেলওয়ে ট্র্যাকের উভয় পাশে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে সফলভাবে বেড়া দেওয়া হয়েছে। এনএফআর-এর আরপিএফ টিমের নেতৃত্বে এবং

নিজেদের খরচে স্থানীয় জনগণ স্বেচ্ছায় এই বেড়ার কাজ করেছিলেন। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) দ্বারা পরিচালিত সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং সভা-সমিতির ফলাফল এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। জনগণের স্বেচ্ছা পরিষেবামূলক মনোভাবের এই অনন্য উদাহরণটি রেলওয়ে ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতা স্থাপনের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেছে। যে সমস্ত অঞ্চলে অননুমোদিত ক্রসিং ও গবাদি পশুর প্রবেশের ফলে রেলওয়ের পরিচালনা ও সুরক্ষা প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়ে আসছে সেই সমস্ত অঞ্চলে এই ধরনের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এই পদ্ধতিটি যে শুধুমাত্র সুরক্ষার উদ্বিগ্নতার মোকাবিলা করেছে তা নয়, তার পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলের জন্যও অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করেছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের নেটওয়ার্কের অন্যান্য গ্রামেও ট্রেন পরিচালনার সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহযোগিতার এই নীতি অনুকরণ করার প্রচেষ্টা চালু রাখছে।

এইভাবেই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, সম্প্রদায় পরিচালিত সমাধান এবং স্থানীয় জনগণের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সুরক্ষা বৃদ্ধির দিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আছে।

নতুন জলপ্রকল্প নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো

হাওড়া, ৩০ ডিসেম্বরঃ উত্তর হাওড়ার সালকিয়ায় সরকারের প্রস্তাবিত নতুন জলপ্রকল্প নিয়ে সোমবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, হাওড়া পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী, প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য বাপি মান্না সহ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠক প্রসঙ্গে হাওড়া পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী বলেন, সোমবার আমরা হাওড়া পুরসভার জল বিভাগের তরফ থেকে উত্তর হাওড়ার সালকিয়ায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভারের কাজ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলাম। আমরা লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি এই কাজ ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করার। সমগ্র উত্তর হাওড়ার জল এখান থেকেই আগামী দিনে সরবরাহ করা হবে। সেক্ষেত্রে পদ্মপুকুর প্ল্যান্টের জলের এখানে কোনও প্রয়োজন হবেনা। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও তাঁর সহায়তায় এবং পুরমন্ত্রীর সহায়তায় এই কাজ এগিয়ে চলেছে। পুরনো পাইপলাইন আলাদা রেখে এখানে সম্পূর্ণ নতুন পাইপলাইন পাতা হচ্ছে। প্রতিটা ওয়ার্ডেই নতুন পাইপলাইন বসিয়ে সেখান দিয়েই আগামী দিনে জল সরবরাহ করা হবে। আমরা সেই কাজ কীভাবে শুরু করব এবং কি কি সমস্যা হতে পারে সেই বিষয় নিয়েই এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। যাতে খুব দ্রুত কাজটা আমরা শুরু করতে পারি। এবং আগামী দিনে জল সরবরাহ যাতে ঠিকভাবে হয় সেটা দেখার জন্যই আজকের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য বাপি মান্না সহ কেএমডিএ-র কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়াররা এবং এবং আমাদের দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা। যারা কাজটা করছেন এবং আগামী দিনে করবেন তাঁদের প্রতিনিধিরাও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

বিদ্যা ভারতী পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের উদ্যোগে মহাশিবিরের প্রস্তুতি সভা সম্পন্ন

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বরঃ বিদ্যা ভারতী পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের উদ্যোগে আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় ত্রিদিবসীয় বর্ণাঢ্য সমুৎকর্ষ মহাশিবিরের প্রস্তুতি সভা সম্পন্ন হয়েছে। আজ সোমবার বেলা দুটায় সরসজাইয়ে অবস্থিত ইন্দিরা গান্ধী ক্রীড়া প্রকল্পের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছে ত্রিদিবসীয় বর্ণাঢ্য সমুৎকর্ষ মহাশিবিরের প্রস্তুতি বৈঠক। সমুৎকর্ষ মহাশিবির উদযাপন সমিতির সভাপতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাণাপ্রতাপ কলিতার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় বিদ্যা ভারতী পূর্বোত্তর ক্ষেত্র সাংগঠনিক সম্পাদক ড. পবন তিওয়ারন সমুৎকর্ষ মহাশিবির আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য পেশ করেছেন। সভায় পূর্বোত্তর ক্ষেত্র সম্পাদক ড. জগদীন্দ্র রায়চৌধুরী উপস্থিত কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভাগ আবণ্টন করেছেন। এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে কার্য সম্পাদন করতে প্রেরণামূলক পরামর্শাবলি উপস্থাপন করেছেন শিশু শিক্ষা সমিতি, অসমের সাংগঠনিক সম্পাদক নীরব ঘেলানী। এর পর সমুৎকর্ষ মহাশিবিরের 'লোগো' এবং আনুষ্ঠানিক ভিডিও উন্মোচন করা হয়েছে। সমুৎকর্ষ মহাশিবির সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে শিশু শিক্ষা সমিতি অসমের প্রচারপ্রমুখ মুকুটেশ্বর গোস্বামী জানান, সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের পাঁচ (৫) হাজার ছাত্রছাত্রী ঘোষ (ব্যান্ড) বাদন করবেন। পাশাপাশি প্রদর্শনী, শারীরিক, পঞ্চপদী সংস্কারযুক্ত শিক্ষা, শিশুমেলা ইত্যাদি বিষয়ও মহাশিবিরে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উল্লেখ্য, আগামী ৩১ জানুয়ারি সমাপন কার্যসূচির জন্য অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সমেত অন্যান্য মন্ত্রী এবং সরকারি বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

Name Change

I, Md Saidur Rahaman Mondal (old name) son of Rahul Amin Mondal, residing at Vill.- Kalupur, P.O.- Duttapulia, P.S.- Dhantala, Dist.- Nadia, Pin-741504, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Saidur Rahaman Mondal (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Ranaghat, dated 19/12/2024. Saidur Rahaman Mondal(new name) and Md Saidur Rahaman Mondal(old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Hafej Nasiruddin Khan S/o Nazrul Khan Residing at Satghoriya, Atherobanki, District - South 24 Parganas, Pin -743329 West Bengal India shall henceforth be known as Nasiruddin Khan. I declare that Hafej Nasiruddin Khan and Nasiruddin Khan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 30-12-24

Name Change

I, Sanjoy Kumar Kundu S/o Late Fatik Kundu Residing at Manbazar, P.o+P.s - Manbazar, District - Purulia, Pin-723131 West Bengal India that my deceased father who previously known as Fatick Kundu shall henceforth be known as Fatik Kundu.I declare that my deceased father Fatick Kundu and Fatik Kundu is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-12-2024.

Name Change

I,Muzaffar Jamal (Old Name) S/o Md Tahir Residing at 13 Ripon Lane, Park Street, Kolkata, W.B-700016 ,India shall henceforth be known as MdMuzaffar Jamal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-12-2024.Muzaffar Jamal (Old Name) and Md Muzaffar Jamal (New Name) both are same and oneidentical person.

Name Change

I, Sanjoy Kundu S/o Late Fatik Kundu Residing at Manbazar, P.o+P.s - Manbazar, District - Purulia, Pin- 723131 West Bengal India shall henceforth be known as Sanjoy Kumar Kundu. I declare that Sanjoy Kundu and Sanjoy Kumar Kundu is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-12-2024.

Name Change

I, Dilip Talukder S/o Haripada Talukder Residing at Vill - Chikanpara Paschim, P.o - Thakurnagar, P.s - Gaighata, District - 24 Pgs(N), Pin- 743287 West Bengal India shall henceforth be known as Dilip Talukdar. I declare that Dilip Talukder and Dilip Talukdar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-12-2024.

Name Change

I, Basudev Karmakar (Old Name) S/o Madhusudan Karmakar Residing at 189, Udaypur Road, North Dumdum(M), Nimta, District - 24 Pgs(N), Pin- 700049 West Bengal India shall henceforth be known as Basudeb Karmakar (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 30-12-2024. Basudev Karmakar (Old Name) and Basudeb Karmakar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD AHEA MOLLA And MD AHEA MOLLAH (Old Name) S/O ABDUL MUJIT MOLLAH Residing at Molla Para Baragohal, Birshibpur, District - Howrah, Pin - 711316 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AHEA MOLLAH MOHAMMED (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 30-12-2024. MOHAMMAD AHEA MOLLA, MD AHEA MOLLAH (Old Name) and AHEA MOLLAH MOHAMMED (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SOMA MANDAL(old name) W/O UTPAL MANDAL resident of C/A, M-6, ARJUNPUR, SHITALATALA, P.O. DESHBANDHU NAGAR, P.S. BAGUIATI, BIDHANNAGAR, KOLKATA-700059 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SOMA MANDAL BISWAS (New Name), vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 30/12/2024. SOMA MANDAL (Old Name) and SOMA MANDAL BISWAS(New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sudha Devi Dudhani (Old Name), W/o Gulab Chand Dudhani, residing at 40, Dobson Road, Haora (M. Corp.), Howrah- 711101, WB, have changed my name and henceforth shall be known as Sudha Dudhani (New Name). Sudha Dudhani (New Name) and Sudha Devi Dudhani (Old Name) both are same and one identical person vide affidavit dated 30.12.24 before The Notary Public , Kolkata.

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Miraj (পুরাতন নাম) পিতা Late Md Mansur , ঠিকানা 26/C, P K Das Lane Serampore, Chandannagar, Pin-712248, West Bengal, India, ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলি, Dated 19.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Meraj (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Meraj (নতুন নাম) এবং Md Miraj (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Sanjoy Halder (পুরাতন নাম) পিতা Mritunjoy Halder ঠিকানা Keutipara Muslim Para, P.o - Gobrapur, District - 24 Pgs(N), Pin - 743251 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 30-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sanjay Halder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sanjay Halder (নতুন নাম) ও Sanjoy Halder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Joydeb Sardar (old name) son of Prafulla Sardar, residing at Srikhanda Sonapota Khalpar Rajpur, Sonarpur, Panchpota, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 700152, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jaydeb Sardar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 24/12/2024. Jaydeb Sardar (new name) and Joydeb Sardar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,Barnali Bandyopadhyay (old name) wife of Prabal Chatterjee, residing at 320, Laketown, Block-A, South Dumdum (M), P.O.- Laketown, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700089, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Barnali Chatterjee (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 24/12/2024.Barnali Chatterjee (new name) and Barnali Bandyopadhyay (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Battala Ramesh Raw (old name) son of Battala Krishna Rao, residing at 7/A Kumar Para Road,Agarpara,Po - Kamarhati,Ps - Kharda, Dist.- Barrackpore, Pin- 700058, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Battala Ramesh Rao (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 24/12/2024. Battala Ramesh Rao (new name) and Battala Ramesh Raw (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Battala Krishna Raw (old name) son of Battala Chinna Rao, residing at 7/A Kumar Para Road, Agarpara,Po - Kamarhati, Ps - Kharda, Dist.- Barrackpore, Pin- 700058, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Battala Krishna Rao (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 24/12/2024. Battala Krishna Rao (new name) and Battala Krishna Raw (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Battala Frama (old name) wife of Battala Krishna Rao, residing at 7/A Kumar Para Road,Agarpara, Po - Kamarhati,Ps - Kharda, Dist.- Barrackpore, Pin- 700058, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Battala Aramma (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 24/12/2024. Battala Aramma (new name) and Battala Frama (old name) both are same and identical person.

Name Change

I POULOUMI BOSE, POULOUMI BOSE DASGUPTA & POULOMI DASGUPTA,W/O KAUSTAV DASGUPTA,D.O.B 20/09/1990,R/O 75/2, JUGIPARA ROAD,DUMDUM, POST-KALTALA,PS-NAGAR BAZAR,NORTH 24 PARGANAS,700 028,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS POULOMI BOSE DASGUPTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 24/12/2024,THAT POULOUMI BOSE, POULOUMI BOSE DASGUPTA & POULOMI DASGUPTA AND POULOMI BOSE DASGUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Ruchika Poddar (old name) daughter of Shiv Shankar Garodia,Date of birth 31/10/1984,residing at Block 3, 4D, Clubtown Courtyard 91, Adarshapally Road, Near Gauranganagar Post office,Action Area 1A, Newtown, Kolkata-700159, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ruchika Garodia (new name) as declared before the Ld 1st class judicial magistrate at Kolkata, dated 24/12/2024. Ruchika Garodia (new name) and Ruchika Poddar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Jaharul Biswas (Old Name) S/O–Niyat Ali Biswas residing at Sonatala, Rupdaha, Dhubulia Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741140.I have change my new name to Jahirul Biswas by notary public Berhampore court on 30/12/2024.My name Jahirul Biswas & Jaharul Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I,Hasnehena Khatun (Old Name) W/O–Nure Alam Dewan residing at Chandanbati, Aheripara, Sagardighi, Dist-Jangipur, West Bengal, Pin-742206.I have change my new name to Hasnehena Khatun Bibi by notary public Berhampore court on 30/12/2024. My name Hasnehena Khatun Bibi & Hasnehena Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I, Dushasan Mandal (Old Name) S/O–Dinanath Mondal residing at Ramdaspur, Deasin, Katwa, Purba Bardhaman, West Bengal Pin-713502.I have change my new name to Dushashan Mondal by notary public Berhampore court on 30/12/2024. My name Dushashan Mondal & Dushasan Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Mahammad Anarul Sheikh (Old Name) S/O- Md Amzad Sheikh residing at Vill-Mahispur, Po- Jhunka, Ps- Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134.I have change my new name to Md Anarul Haque by notary public Berhampore court on 04/10/2024.My name Md Anarul Haque & Mahammad Anarul Sheikh both are same and one identical person

Name Change

I,Chhiyatulla Seikh (Old Name) S/O–Hamid Seikh residing at Vill-Khidirpur, Po-Baruipara, Ps-Hariharpara, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742165.I have change my new name to Chhiyatulla Sk by notary public Berhampore court on 30/12/2024. My name Chhiyatulla Sk & Chhiyatulla Seikh both are same and one identical person.

বংশপরম্পরায় আজও প্রাকৃতিক নিয়মে চুন প্রস্তুত করছেন তামলিরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩০ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ব্যাবসার প্রতিষ্ঠিত শহর গঙ্গারামপুর শহরের ১নং ওয়ার্ডের কাদিঘাট এলাকায় দীর্ঘ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে বংশপরম্পরায় প্রাকৃতিক উপায়ে ঝিনুক থেকে চুন প্রস্তুত করছেন তামলি সম্প্রদায়ের ৫ পরিবারের সদস্যরা। এই সদস্যদের চুন তৈরি করে রুজিরোজগার হয়। এই তামলি সম্প্রদায়ের ৫ পরিবারের সদস্যরা ১৫-২০ হাজার টাকা আয় করলেও গ্রাম থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করতে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তাতেই তাদের প্রায় সব চলে যায়। গ্রাম থেকে ২০০ টাকা করে ঝিনুক কিনে বাড়িতে নিয়ে এসে চুন প্রস্তুত করে ৩ টাকা প্যাকেট হিসেবে বিক্রি করা হয়। এই বিষয়ে চুন প্রস্তুতকারী বিজয় তামলি ও বিমল তামলি জানান, প্রাকৃতিক ভাবে এই চুন প্রস্তুত করা এবং নানান গ্রাম থেকে নদীর ঝিনুক কিনে নিয়ে সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো গাড়ি করে নিয়ে এসে সেখান থেকে চুন তৈরি করেন। এই চুন তৈরি করার কাজটিও বেশ খাটুনির। ২৪ ঘন্টা ধরে বড় বড় উনুনে পোড়ানো হয়। এরপর চুন তৈরি করার শেষে তাকে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে আবার তাকে জল দিয়ে রেখে তিন ঘণ্টা ঘোলাতে হয়। তারপর কাপড়ে ছেঁকে রাখার পর সেটি যখন আস্তে আস্তে জমতে শুরু করে তখন বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং সেটিকে প্যাকেট করে গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে বিক্রি করেন। এই চুন শুধুমাত্র পানে খাওয়ার জন্য বিক্রি হয়। কিন্তু বর্তমানে পাথরের চুন বাজারে ঢুকে যাওয়ায় তাদের ব্যবসা মার খেয়েছে, পাশাপাশি লাভের মুখ তারা খুব কমই দেখেছে বলে তারা জানান। সরকারি সহযোগিতা থাকার ফলে তাদের লক্ষীর ভাঁড় পূর্ণ হচ্ছে বলে জানান তারা। তাই বাপ-ঠাকুরদার হাত ধরে বংশ পরম্পরায় চলে আসা তামলি সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক নিয়মে চুনপ্রস্তুত ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে আজও কার্যত প্রাকৃতিক নিয়মে চুন প্রস্তুত করে চলেছেন ৫ টি পরিবারের সদস্যরা। তবে এই প্রাকৃতিক নিয়মের চুন প্রস্তুতের বিষয়টি যেমন লাভজনক তেমনি স্বাস্থ্যকর।

স্ত্রীর বাড়িতে বোমা ফেলার অভিযোগ প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে, এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে গভীর রাতে বোমাতঙ্ক। স্ত্রীর বাড়িতে বোমা ফেলার অভিযোগ প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে। আতঙ্কে গোটা গ্রাম। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ঝিকোডাঙ্গা গ্রামে। গোটা ঘটনায় তদন্তে নেমেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাত্রি ১ টা নাগাদ পরপর দুটি বোমার শব্দে কেঁপে ওঠে ঝিকো ডাঙ্গা গ্রাম। ওই গ্রামের বাসিন্দা হালিমা পারভীন এর বছর দশেক আগে বিয়ে হয়ে ছিল পার্শ্ববর্তী গ্রাম রহমতপুরের রহিম আলীর সঙ্গে। এরপরে দুই বছর আগে তাদের ডিভোর্স হয়ে যায়। তাদের দুই সন্তান রয়েছে। বর্তমানে তারা রহিম এর কাছে থাকে। অভিযোগ ডিভোর্সের পর থেকেই রহিম আলীর তরফ থেকে হালিমাকে ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হতে থাকে। এমনকি প্রাণে মেরে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া থাকে রহিমের পক্ষ থেকে। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার গন্ডগোলও হয়। বর্তমানে হালিমা ঝিকো ডাঙ্গার বাবার বাড়িতে আছেন। গতকাল রাত্রি ১ টা নাগাদ হঠাৎ করে পরপর দুটি বোমার আঘাতে কেঁপে ওঠে হালিমার বাড়ি। বাড়ির লোকেরা বাইরে এসে দেখতে পান তাদের এবং তাদের পাশের এক কাকার বাড়িতে বোম মারা হয়েছে। এরপরই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। হালিমা বলেন আমি বোমার আওয়াজে বাইরে এসে দেখতে পাই আমার প্রাক্তন স্বামী দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমাকে প্রাণে মারার জন্যই এই বোমাটা ফেলেছে। ডিভোর্সের পর থেকে ক্রমাগত আমাকে হুমকি দিচ্ছে মেরে ফেলার। বিয়ের পর থেকে আমার উপর ক্রমাগত অত্যাচার করত আমি কাউকে বলতাম না, তারপরে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমি ডিভোর্স দিয়েছি। এখনো আমার পিছু ছাড়ছে না। আমি এর আগেও থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলাম কিন্তু কোন ব্যবস্থা হয়নি। যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন রহিম আলী। তিনি জানান ওর সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। তারপর থেকে কোন সম্পর্ক নেই। হুমকি দেওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রহিম জানায় আমি কালকে রাত্রে আমার সন্তানদের সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলাম। আমাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসাবার জন্য এই ধরনের অভিযোগ তুলেছে। এদিকে এই ঘটনার পরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। গোটা ঘটনার তদন্ত নেমেছে পুলিশ।

লোকালয়ে দাপিয়ে বেড়ালো গন্ডার, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩০ ডিসেম্বর ঃ এক শৃঙ্গ গন্ডার জন্য বিখ্যাত জলদাপাড়া অভয়ারণ্য জাতীয়উদ্যান। এই জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে সোমবার সকালে গ্রামে দাপিয়ে বেড়ায় একটি পূর্ণবয়স্ক গন্ডার। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার জেলার এক নাম্বার ব্লকের অন্তর্গত পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিমলাবাড়ি এলাকায়। আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া জাতীয়উদ্যান থেকে গন্ডারটি

লোকালয়ে চলে আসায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরবর্তীতে খবর দেন চিলাপাতা রেঞ্জের বনকর্মীদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন চিলাপাতা রেঞ্জের বনকর্মীরা। গণ্ডারটি গ্রামের একটি সুপারি বাগানে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করেন বনকর্মীরা। গন্ডারটিকে জঙ্গলে ফেরাতে আনা হয় বনদপ্তরের পোষা কুনকি হাতি। বাজিও ফাটান বনকর্মীরা। বহু সময় ধরে চেষ্টার পর অবশেষে গন্ডারটিকে জঙ্গলে ফেরান বনকর্মীরা। বনদপ্তর এর অনুমান চিলাপাতা বা জলদাপাড়া থেকে গণ্ডারটি লোকালয়ে চলে এসেছিল। গণ্ডারটি জঙ্গলে চলে যাওয়া স্বস্তিতে স্থানীয়রা।

উদ্ধার মর্টার সেল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ ডিসেম্বর ঃ আবারর কোচবিহার থেকে উদ্ধার মর্টার সেল। দিনহাটার পর এবার কোচবিহারের ডাউয়াগুড়ির সামন্ত পারা এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি নদীর ধার থেকে থেকে উদ্ধার হল মর্টার সেল। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে এই মর্টার সেলটি দেখতে পায় এবং পুলিশকে খবর দেয়। কোচবিহার কোতোয়ালী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা এলাকাকে সিকিওর করে। কোথা থেকে এলো এই মর্টার সেল সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। সাধারণত এই মর্টার সেল জোয়ানরা ব্যবহার করে। বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

পূর্বস্থলী ২ ব্লকের কালেখাতলা ১ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাবুইডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া কাজী নজরুল ইসলাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, ব্লকের কৃষির কর্মাধ্যক্ষ অজিত ঘোষ, নীলমণি ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশন এর প্রধান শিক্ষক উত্তম বসাক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বান্টি দাস সহ আরো অনেকে। এদিন ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ের তরফে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়, পাশাপাশি বিদ্যালয়ের অভিভাবকদেরও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

একই এপিক নম্বরে দুজনের নাম, অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩০ ডিসেম্বর ঃ ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর একটাই। ব্যবহার করছেন দুই রাজ্যের দুই ব্যক্তি। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে তালিকা তৈরি করতে গিয়ে এমনই সন্দেহজনক তথ্য এসেছে পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের হাতে। এনিয়ে নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে মঞ্চের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এপিক নম্বর XYZ0997544 ভোটার কার্ডটি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর বিধানসভার ১৬৭ বুথের বর্ধনপুর গ্রামের বাসিন্দা গোলাম মাসুমের নামে রয়েছে। একই এপিক নম্বরে ভোটার কার্ড রয়েছে হরিয়ানার বরওয়ালা বিধানসভার ৩৪ নম্বর বুথের কসবা-বরওয়ালার বাসিন্দা রিম্পির। LPZ2746576 এপিকে নাম রয়েছে সাহিন আলমের। তার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর বিধানসভার ১১ নম্বর বুথের রতনপুর গ্রামে। একই এপিক নম্বরে নাম রয়েছেন গুজরাটের ডানিলিমডা বিধানসভার বাসিন্দা আয়ুবখান পাঠান। মঞ্চের রাজ্য সভাপতি রিপন শেখ বলেন, একই এপিক নম্বরে দুজনের নাম। এতে বাংলার ভোটারদের বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হতে পারে। কারন ভিন রাজ্যে কাজ করতে গেলে বাঙ্গালিদের বাংলাদেশি সন্দেহ করা হয়। এক্ষেত্রে দুটো নাম থাকলে কোনটা সঠিক ধরা হবে? অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের নজর দেওয়া উচিত।

নানান অভিযোগ নিয়ে সেচ দফতরে হাজির ভূমি রক্ষা কমিটি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি , ৩০ ডিসেম্বর ঃ সোমবার জলপাইগুড়ি সেচ বিভাগের অন্তর্গত জলঢাকা নদীর তীরবর্তী দক্ষিন আলতা গ্রাম ভূমি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এমনটাই অভিযোগ করা হয়। এদিন নদীর গ্রাসে ভূমিহীন হয়ে পরার আতঙ্কে আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের ভূমি রক্ষা কমিটির সদস্যরা জলঢাকা নদীতে গাইড বাঁধ নির্মাণে নিম্নমানের কাজের

অভিযোগের পাশাপাশি রাজ্যে সরকারের সেচ দফতরের নির্দিষ্ট নিয়ম বিধি না মেনেই ঠিকাদারি সংস্থা কাজ করে চলেছে বলে দাবি করেন। এই প্রসঙ্গে ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি মোমিনুর ইসলাম ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ২০২২ সাল থেকে আমরা জলঢাকা নদীর জলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে আসছি, দীর্ঘ আন্দোলনের পর রাজ্যে সরকার ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা অনুমোদন করে গ্রাম বাঁচাতে নদীতে গাইড বাঁধ নির্মাণের জন্য, কিন্তু এত বিপুল অর্থ বরাদ্দ হবার পরেও ঠিকাদার সংস্থা সেচ দফতরের সিডিউল না মেনেই মর্জি মাফিক কাজ করে যাচ্ছে।

মা ও শিশুকন্যার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরের বাদশাহী রোড এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী রইল সোমবারের সকাল। বাড়ির একটি ঘর থেকে উদ্ধার হল মা ও তার তিন বছরের শিশুকন্যার ঝুলন্ত মৃতদেহ। এই ঘটনায় পুরো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত মহিলার নাম মামনি সাউ বর্মন (৩০) এবং শিশুকন্যার নাম প্রজ্ঞা বর্মন (৩)। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার স্বামী প্রভাস বর্মন বর্ধমান রেলে কর্মরত ছিলেন এবং রবিবার রাতে তার নাইট ডিউটি ছিল। সেই সুযোগে মামনি ও তার কন্যা আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মামনি সাউ বর্মন তার স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে বাদশাহী রোড এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তাদের আদি বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথর প্রতিমায়। সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বর্ধমান থানার পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। এই সঙ্গে প্রভাস বর্মনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় প্রতিবেশীরা জানান, রবিবার রাতে মা ও মেয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এর কারণ সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। এই ঘটনা ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনা রয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, পারিবারিক অশান্তি বা অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে কিছু সূত্র পাওয়া গেছে। তবে পুরো ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার জন্য সময় লাগবে।

বিশেষ বৈঠক, বন্ধ নাথুলা

দুরন্ত বার্তা, সিকিম, ৩০ ডিসেম্বর ঃ ভারত চীন সীমান্তবাসীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক, বছরের প্রথম দিনে পর্যটকদের জন্য বন্ধ ভারত চীন সীমান্তের অন্যতম আকর্ষণস্থল নাথুলা। সিকিম যাবো আর নাথুলা হ্রদের বরফ জমা জলের ছাদে দাড়িয়ে সেলফি নেবো না তাকি হয়। তবে এবার ২০২৫ সালের প্রথম দিনেই পর্যটকদের সেই ইচ্ছে পূরণে বাধা । সম্প্রতি এক বিশেষ বার্তায় সিকিম সরকার জানিয়েছে ১ জানুয়ারি সীমান্ত বাসীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে নাথুলাতে সেই কারণে পর্যটক এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতি নির্দিষ্ট দিনের জন্য বন্ধ থাকবে । যদিও এই বার্তায় টাসমগো লেক এবং বাবা মন্দির খোলা থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এতেই হতাশার সুর সিকিম ভ্রমণরত দেশ-বিদেশের পর্যটকদের মধ্যে।

Office of the Block Development Officer
Chanditala-I Dev. Block
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: **01-BDO/Ch-I/24-25 dt: 26/12/2024**, E-Tender ID: **2024_ZPHD_791626_1** to E-Tender ID: **2024_ZPHD_791626_6**. Last Date of Bid Submission: **03/01/2025, 18.00 Hrs**. Date of Opening: **06/01/2025, 11.0OHrs**. For details Pl. contact the Office of the Block Development Officer, Chanditala-I Dev. Block, Mashat, Hooghly Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Chanditala-I Dev. Block
Mashat, Hooghly

NIT NO.-581(20)/SVGP Dated-26/12/2024
NIT NO.-584(20)/SVGP Dated-30/12/2024
Last date of Submission on or before **07/01/2025 (up to 4.30 PM).** Date of Opening- **09/01/2025 (From 04:30P.M.)** (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**)
Sd/- Pradhan
Swami Vivekananda Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Decoration and Install Few Miscellaneous Articles for X-Ray Room & Console Room under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WBMAD/DKM/MISC/e-NIT-12/2024-25**. Bid submission closing date (online)-**08/01/2025**. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in.** the official website of e-tender.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India **BOI**
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বেহালা শাখা
৩৯১, ডায়মন্ড হারবার রোড,
বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩৪

রেফ. নংঃ **BHL/Adv/2024-25** **তারিখঃ১১.১২.২০২৪**

থেকেঃ
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াঃ
বেহালা শাখা,
৩৯১, ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪
প্রতিঃ
মিসেস বর্নালী ঘোষ
মেসার্স সানমেডের স্বত্বাধিকারী
নতুন পঞ্চবটি কমপ্লেক্স, কলকাতা-৭০০০৫২
স্যার / ম্যাডাম,

১৩(২) এর নিরাপত্তাকরণ এবং পুনর্গঠনের নোটিশ
ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২

আপনার করা অনুরোধে, ব্যাঙ্কের বেহালা শাখা আপনাকে মোট ৪৩,০০,০০০ টাকার ক্রেডিট সীমা মঞ্জুর করেছে। আমরা এখানে নোটিশের তারিখ অনুযায়ী আমাদের দ্বারা প্রদত্ত ক্রেডিট সুবিধা এবং সেখানে বকেয়া পরিমাণের বিবরণ দিচ্ছিঃ

সুবিধার প্রকৃতি	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া পাওনা
নগদ ক্রেডিট ৪০২০৩০১৫০০০০০০১	**টাকা ৪৩,০০,০০০**	**টাকা ৪৪১৭৩৭৩** এবং তারিখের সুদ (১০.১২.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বকেয়া এবং ২১.১১.২০২৪ থেকে ১১.২৬ শতাংশ @ পিএ অনাদায়ী সুদ

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বোক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ / সিকিউরিটিগুলি দ্বারা সুরক্ষিত।

নিরাপত্তার প্রকৃতি

জে.এল নং ৫, রে সা নং ১১৫, তৌজি নং ১৭২, পরগনা কলকাতা, পিএস পূর্বে রাজারহাট বর্তমানে বিমানবন্দরে গঠিত নীচ তলায় (দক্ষিণমুখী) সৌভিক অ্যাপার্টমেন্টে প্রায় ১৫০ বর্গফুট পরিমাপের বাণিজ্যিক দোকান নম্বর এ-১ বন্ধক রাখা নং ৪৭৬, আরএস / এলআর দাগ নং ৫২৪, সিএস খতিয়ান নং ২৮২ এর অধীনে, আরএস খতিয়ান নং ২৮৪, এলআর খতিযান নং ১২১০, ১২১২, ১২১৩ এবং ১২১১ ADSRO বিধাননগর, সল্টলেক সিটি, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে রয়েছে যার হোল্ডিং নং RGM ৩২৯ / ০৭, মালখা, বর্তমানে ১০ নং ওয়ার্ড, আনুষ্ঠানিকভাবে ২৭, উত্তর ২৪ পরগনা রাজারহাটের অধীনে, গোপালপুর পৌরসভা, কলকাতা-৭০০০৫২ বামালী ঘোষের নামে। উত্তর- আরএস দাগ নং ৫২১ এর অংশ। দক্ষিণ- ১২ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ (মালিরবাগান)। পূর্ব- আরএস দাগ নং ৫২৪ এর অংশ। পশ্চিম- আরএস দাগ নং ৫২৪ এর অংশ।

৩. যেহেতু আপনি ব্যাঙ্কের কাছে আপনার বকেয়া পরিশোধে ডিফল্ট করেছেন, তাই আমরা আপনার অ্যাকাউন্টটিকে ০৮.১২.২০২৪ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জারি করা নির্দেশাবলী / নির্দেশিকা অনুসারে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।
৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ দিই এবং আপনাকে ৪৪১৭৩৭৩ টাকা এবং তারিখের সুদ (চুক্তিভিত্তিক ১০.১২.২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া এবং ২১.১১.২০২৪ থেকে ১১.২৬ শতাংশ @ পি.এ. এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, যা ব্যর্থ হলে অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনার খরচ এবং ফলাফল হিসাবে আপনার ঝুঁকির উপর নির্ভর করব আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করব উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা সুদ আইন, ২০০২।
৫. যদিও আমরা আপনাকে ব্যাঙ্কগুলির সমস্ত বকেয়া প্রযোজ্য সুদ সহ, সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের খরচ এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার মাধ্যমে উপরোক্তভাবে আপনার দায় পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবেন যে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদের খালাসের অধিকার শুধুমাত্র আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ বা লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য সরকারী বা বেসরকারী চুক্তি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আহ্বান করার তারিখ।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং / অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত হিসাবে ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদের সাথে এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় হওয়ার পর, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।
৭. সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থের সাথে যদি উল্লিখিত বকেয়া সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা আপনার বিরুদ্ধে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল / আদালতের কাছে বকেয়া অর্থের সাথে বকেয়া পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। আপনার কাছ থেকে সমস্ত খরচ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উল্লিখিত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি এই নোটিশে উল্লেখিত কোনও সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি, ইজারা বা অন্যথায় স্থানান্তর করা থেকে বিরত থাকবেন।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বা /-
প্রধান ব্যবস্থাপক ও অনুমোদিত কর্মকর্তা
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বেহালা শাখা, কলকাতা জোন
তারিখঃ ৩১.১২.২০২৪

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ডিইএন/৪/হাওড়া ঃ ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ৩০১_২০২৪-২৫, তারিখ ২৭.১২.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** সাহেবগঞ্জ লুপে কিমি ১৪১/৮০০ - ১৭২/২০০-এর মধ্যে এইএন/রামপুরহাটের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/পাকুড় শাখায় পাকুড়ে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,২৮,৪৭,৬৪৩.২৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,১৪,২০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ৩০২_২০২৪-২৫, তারিখ ২৭.১২.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে কাঙ্গম্যান শাখায় এলসি নম্বর ৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ১বি, ৩০, ৩৩, ৩৯, ৪২ ও ৪৩-এ রাস্তা প্রশস্তকরণ এবং এসএসই/ওয়ার্কস/পাকুড়ের অধীনে আরপিএফ/পোস্ট/পাকুড়ের জন্য পাকুড়ে আরপিএফ অফিস বিল্ডিং নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,৬৮,১৫,২১৯.৬৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৮৪,১০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০১.২০২৫-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য, উপরোক্ত ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-513/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.-
WBMAD/UM/344/e-Tender/2024-25, Dated: 30.12.2024,
WBMAD/UM/345/e-Tender/2024-25, Dated: 30.12.2024
(Construction of Concrete road, Drain & Bullah Pilling in different ward within Uluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in.**
Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER

At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 4017/BDO/JLD-II, Dated: 30/12/2024
Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.- 1(e)/BDO/JLD-II/2024-25 dt. 30.12.2024**, for 1 nos. scheme (**Tender ID 2024_DM_792580_1**) within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is **08.01.2025 up to 6-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

Office of the
Ramur dihibhursut asanda GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :ASANDA, P.O :DIHIBHURSUT, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 712408, e-mail : rdagpasanda@gmail.com : 8343917594
Memo No:- Dated-
E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 11 nos E-**Tender ID- 2024_ZPHD_792535_1. 2024_ZPHD_792575_1 , 2024_ZPHD_792598_1, 2024_ZPHD_792629_1, 2024_ZPHD_792653_1, 2024_ZPHD_792681_1, 2024_ZPHD_792704_1 & 2024_ZPHD_792720_1** Publish date - **30/12/2024 at 6.00 PM**. Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to **07/01/2025 at 12.30 P.M.**, Date opening- **09/12/2025 at 1.00 PM** for details Visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/ Pradhan
Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-
Corrigendum has been added to the following NIT.

NIT No.	Name of Projects	Last Date of Bid Submission
70/GPW/WBFDC/2024-25	**2024_FDCL_787820_1**	**03.01.2025**

Details of corrigendum against NIT No. 70/GPW/WBFDC/2024-25 can be seen at https://wbtenders.gov.in

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online item rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/GRBU/SO-34/24-25 (1st call)
Name of the work : **Repairing, servicing and overhauling 2 nos. 5 ton capacity, 1 no 3 ton capacity chain pulley and 1 no 3 ton capacity electric hoist over the strainer along with other allied works at Monikhali DPS under GRBU.** Estimated Cost : **Rate to be quoted**. Earnest Money: **Rs. 6,300.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **11.01.2025** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **02.01.2025** at **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (C) (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/693 (1st call)
Name of the work : **Construction of Refuge Islands under road safety measures at different location of KMC**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 3,96,833.61** (Excl. Contingency Amt). Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of all bids: **13.01.2025** at **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **04.01.2025** at **12 noon** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (Parks & Spuares), KMC** invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/DCE_PS/X/95/1/24-25R1 (2nd call)
Name of work : **Development and repairing of road side garden along Uday Sankar Sarani in Ward No. 95, Br-X**. Estimated Cost: **Rs. 4,99,996.20**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
2. NIT No. : KMC/DCE_PS/X/94/4/24-25 (1st call)
Name of work : **Repairing and renovation of Kalabagan Park in Ward No. 94, Borough-X**. Estimated Cost: **Rs. 4,35,170.73**. Earnest Money: **Rs. 8,800.00**. Period of Completion: **40 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.01.2025** at **1 p.m**. (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **02.01.2025** at **10 a.m.** (for sl. no. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE_PS/X/98/AM1/24-25R2 (3rd call)
Name of work : **Annual maintenance of Vivekananda Park, Amartya Sen Park, Netaji Subhas Park (Horticulture related works in Wd No. 98, Br-X**. Estimated Cost : **Rs. 2,99,803.50**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.01.2025** at **1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **02.01.2025** at **10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/251/24-25/PD
Name of work : **Installation of mini mast at different areas in Ward No.-111, Br-XI**. Estimated Amount : **Rs. 4,99,160.97**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/259/24-25/PD
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at Chitkalikapur, 6C Mukundapur, 6B Mukundapur etc areas in Ward No.-109, Br-XII**. Estimated Amount : **Rs. 4,97,592.74**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days.**
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/261/24-25/PD
Name of work : **Repairing of glow sign boads at Rathtala Bridge, Gitanjali Park, Jora Park etc in Ward No.-112, Br-XI**. Estimated Amount : **Rs. 2,86,927.43**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of completion of bid: **08.01.2025** up to **12 noon** (for sl.no. 1 to 3). The bid form and other details are available on and from **31.12.2024** at **12 noon** (for sl.no. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl.no 1 to 3).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/610/R
Name of work : **Renovation and improvement Bustee lighting system 6, Bose Pukur Rd Bustee, 3, Pukur Rd Bustee & 12 Bose Pukur Rd Bustee in Ward No.-67, under Br-VII**. Estimated Amount: **Rs. 3,68,307.61**. Earnest Money: **Rs. 7,400.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **06.01.2025** at **12 noon**. Bid opening date for technical proposals (online): **06.01.2025** at **2 p.m.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/648
Name of work : **Replacement of street light fittings at Syed Amir Ali Avenue and different places in Ward No.-64, under Br-VII**. Estimate Amount: **Rs. 1,92,328.24**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.01.2025** at **4 p.m.** Bid opening date for technical proposals (online): **11.01.2025** at **2 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024** at **6 p.m.** (for sl.no. 1) / **31.12.2024** at **5 p.m.** (for sl.no. 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl.no 1 & 2).

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : LTG/XIV/138/24-25/131/RF
Name of work : **Repairing and renovation of street lighting system at different places in Ward No. 131.** Estimated Amount : **Rs. 3,82,128.00**. Earnest Money: **Rs. 7,650.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **13.01.2025** at **4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024** at **4 p.m.** from the website **https://wbetenders.gov.in**

The **Director General (Bustee), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/139/24-25/188 (1st call)
Name of work : **Construction of sanitary latrine at Hazi Ratan Lane, Mondal Para, Akra Road & Karbala Road in Wd No. 139 under Br-XV.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs. 4,32,173.84**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.01.2025** up to **11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals : **11.01.2025** at **11.30 a.m.**
2. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/121/24-25/191 (1st call)
Name of work : **Repairing of passage by C.C in the Bye Lane of B. C. Roy Road Slum Area, back side of Sitala Mondir in Ward No. 121, Borough-XIV.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs. 2,94,918.56**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
3. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/127/24-25/190 (1st call)
Name of work : **Repairing of passage by C.C near 38/1 Kastodanga Link Road, H/O-Mira Jaki etc. and its surrounding slum area in Ward No. 127, Br-XIV.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs. 4,96,886.64**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.01.2025** at **11 a.m.** (for sl. no. 2 & 3). Bid opening date and time for technical proposals : **13.01.2025** at **11.30 a.m.** (for sl. no. 2 & 3).
4. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/14/24-25/183 (1st call)
Name of work : **Repairing of bustee sanitary latrine at 16/1/1, 16/1 Muraripukur Road and different slum area in Ward No. 14, Borough-III.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs. 4,99,314.24**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **120 Days**.
5. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/34/24-25/184 (1st call)
Name of work : **Construction of new bustee latrine at 24/M/H/3 Barwaritala Road, 147/B, 147A/10 & 27 Raja Rajendra Lal Mitra Road, 10/8 Beliaghata Main Road, 12A/17 Chawal Patty Road, 13 Badan Roy Lane and other different slum area in Ward No. 34, Borough-III.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs. 4,50,032.27**. Earnest Money: **Rs. 9,100.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid: **14.01.2025** at **11 a.m.** (for sl. no. 4 & 5). Bid opening date and time for technical proposals : **16.01.2025** at **11.30 a.m.** (for sl. no. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from **31.12.2024** at **5 p.m.** (for sl.no. 1) / **31.12.2024** at **11 a.m.** (for sl.no. 2 & 3) and **04.01.2025** at **5 p.m.** (for sl.no. 4 & 5). The website **http://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in** (for sl.no. 1 to 5).

1132/24-25

‘প্রযুক্তি কেন রয়েছে?’, যশস্বীর আউটে চটে লাল সানি, শাস্ত্রী-সঞ্জয়রা আম্পায়ারের পক্ষে নিলেন

মেলবোর্ন, ৩০ ডিসেম্বরঃ যশস্বী জয়সওয়ালের আউট ঘিরে উত্তাল মেলবোর্ন। প্রশ্নবাণে বিদ্ধ বাংলাদেশি আম্পায়ার। এ প্রশ্নও উঠছে যে কূটনৈতিক তিক্ততার আঁচ কি বাইশ গজে? এ বিষয়ে দেশের প্রাক্তনীরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেছেন। রবি শাস্ত্রী থেকে শুরু করে সুনীল গাভাসকর, সঞ্জয় মঞ্জরেকররা জানিয়েছেন, যশস্বীর আউটের সিদ্ধান্ত তাঁদের ঠিক না ভুল মনে হয়েছে। মেলবোর্ন টেস্টে প্যাট কামিন্সের স্লোয়ার বাউন্সারে যশস্বী একটি হুক শট খেলেছিলেন। তাতে কট বিহাইন্ডের আবেদন হয়। তাতে অন ফিল্ড আম্পায়ার জোয়েল উইলসনও আউট দেননি। কামিন্স রিভিউ নেন। এরপর বল যখন ব্যাটের পাশ দিয়ে বা গ্লাভসের পাশ দিয়ে যাচ্ছে সেই সময় স্নিকোমিটারে কিছু দেখা যায়নি। থার্ড আম্পায়ার বাংলাদেশের শরফদউল্লা অন এয়ার জানান, তিনি যেটুকু দেখতে পাচ্ছেন তাতে বলের ডিফ্লেকশন হয়েছে অর্থাৎ দিক পরিবর্তন হয়েছে। তাই অন ফিল্ড আম্পায়ারকে সিদ্ধান্ত বদল করে আউট দিতে বলেছেন। অন ফিল্ড আম্পায়ার আউট দেয়নি, কোনও আওয়াজ হয়নি, স্নিকোতে কিছু ধরা পড়েনি। আর সেখানে বাংলাদেশের আম্পায়ার এক-দুটো অ্যাঙ্গেল দেখেই আউট দিয়ে দিলেন। তা নিয়েই বিতর্ক। দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার, প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী বাংলাদেশের আম্পায়ারের পক্ষ নিয়েছেন। কমেন্ট্রিপ্যানেল থেকে তিনি জানান, তাঁর মনে হয়েছে ডিফ্লেকশন ছিল। স্নিকো হয়তো কাজ করছিল না। তাঁর মতোই সঞ্জয় মঞ্জরেকরও মেনে নিচ্ছেন যে যশস্বীর আউটের সিদ্ধান্ত সঠিকই ছিল। বাংলাদেশি আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে একদিক থেকে মেনেই নিচ্ছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকর। তিনি বলেন, ‘‘অন্য যে কোনও আম্পায়ার হলে আলাদা পথে হাঁটতেন। তাঁরা স্নিকো দেখে বলতেন এই প্রযুক্তিই সঠিক। আমি স্নিকোতেই বিশ্বাস করে নট আউট দিচ্ছি। আর সেটা হলে আমরা ভালো ভাবেই নিতাম।’’ সুতরাং, এই সিদ্ধান্তটাও মেনে নেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেন সঞ্জয় মঞ্জরেকর। শাস্ত্রী, সঞ্জয়রা যাই বলুন না কেন সানি কিন্তু কোনও ভাবেই যশস্বীর আউট মানতে পারছেন না। সুনীল গাভাসকর বলেন, ‘‘ডিফ্লেকশন যদি দেখা না যাচ্ছে যখন, তা হলে এটা অপটিকল ইলিউশন (দৃষ্টিবিভ্রম) হতে পারে। প্রযুক্তি কেন ব্যবহার করা হচ্ছে? প্রযুক্তির ব্যবহার তো হচ্ছে স্নিকো দেখানোর জন্য। এখানে দেখা যাচ্ছে একেবারে সোজা লাইন। যা ঘটছে সেটার জন্য অপটিকল ইলিউশনে যাওয়া ঠিক নয়। টেকনোলজি কেন রয়েছে? আমার হিসেবে এটা নট আউট। একেবারে ভুল সিদ্ধান্ত। পুরো ভুল। যদি অপটিকল ইলিউশনে যাও, তা হলে প্রযুক্তি একেবারেই ব্যবহার করবেন না। স্নিকো দিয়ে যদি কিছু দেখা যেত সেটা আলাদা।’’

একঝাঁক ভুলে মেলবোর্ন টেস্ট হার ভারতের

মেলবোর্ন, ৩০ ডিসেম্বরঃ উইকেটহীন একটা সেশন। অন্তত ড্র হলেও পোয়েটিক জাস্টিস বলা যেত। কিন্তু শুরু থেকে একঝাঁক

ভুল। সেখান ঘুরে দাঁড়ালেও শেষ রক্ষা হল না। একদিকে যেমন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের জটিল অঙ্ক, তেমনই বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি হাতছাড়া হওয়ারও আতঙ্ক। মেলবোর্নে ভারতের জয়ের টার্গেট দাঁড়ায় ৩৩৪ রান। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৩২৯ রান তাড়া করেও জিতেছে ভারত। ফলে শুরু থেকেই নেতিবাচক ভাবনা ছিল না। তার উপর লাঞ্চ থেকে চা বিরতিতে, উইকেটহীন একটা সেশন কাটিয়েছে। মনে হয়েছিল অন্তত ড্র হবে। যদিও চায়ের পরই বিপর্যয়। ১৮৪ রানে হার ভারতের। সিরিজেও ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ল ভারত। মেলবোর্নে যেমন একঝাঁক ভুল রয়েছে, তেমনই প্রাপ্তিও। বিশেষ করে প্রথম ইনিংসে কঠিন পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটন সুন্দর এবং নীতীশ কুমার রেড্ডির পার্টনারশিপ। খাদের কিনারা থেকে ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়েছিল এই জুটি। অনবদ্য সেঞ্চুরিতে নায়ক হয়ে উঠেছিলেন নীতীশ। ১০৫ রানে পিছিয়ে থেকেও দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৯১ রানের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেট ফেলে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু তাতেও দ্রুত অলআউট করা যায়নি। বিশেষ করে শেষ উইকেটে জুটিটাই অস্বস্তির হয়ে দাঁড়ায়। রান তাড়ায় ভারতের শুরুটাও ভালো হয়েছিল বলা যায়। যশস্বী এবং রোহিত শর্মা ধৈর্য ধরে ব্যাটিং করছিলেন। মুহূর্তের ভুলে ছন্দপতন রোহিতের। লোকেশ রাহুলকেও সেই ওভারেই ফিরিয়ে ভারতের চাপ বাড়িয়েছিলেন প্যাট কামিন্স। যশস্বীর সঙ্গে জুটি বাঁধেন বিরাট কোহলি। অফস্টাম্পের বাইরের বল ছেড়ে দেন। মনে হয়েছিল, লম্বা ইনিংস খেলবেন। লাঞ্চ ব্রেকের ঠিক আগের ওভারেই মনোসংযোগে ব্যাঘাত বিরাটেরও। সেখান থেকেই ম্যাচটা যেন বেরিয়ে যায়। মাঝের সেশনটা উইকেটহীন হলেও চায়ের পর পন্থের উইকেট টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। দ্রুত তিন উইকেট হারায় ভারত। এরপর পুরো ওভার টিকে থাকা কঠিন ছিল। যশস্বীর ফেরাটা যেন শেষ ধাপ। ২-১ এর লিড নিয়েই সিডনিতে নিউ ইয়ার টেস্টে নামবে অস্ট্রেলিয়া।

‘পন্থকে নিজেও বুঝতে হবে ওর কি প্রয়োজন’

সাংবাদিক সম্মেলনে অকপট রোহিত

মেলবোর্ন, ৩০ ডিসেম্বরঃ মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে কেন হারল ভারত? একঝাঁক প্রশ্ন উঠে আসবে। তার মধ্যে অন্যতম ক্যাপ্টেনের পারফরম্যান্স। শুধুমাত্র এই ম্যাচের চিত্রই এমন নয়। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ হোক কিংবা অস্ট্রেলিয়া। একের পর এক ব্যর্থতা। পারথ টেস্টে ছিলেন না রোহিত। জসপ্রীত বুমরার নেতৃত্বে জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল ভারত। রোহিতের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনই ব্যাটিংয়েও। অধিনায়কের পারফরম্যান্স খারাপ হলে বাকিদের মধ্যেও তার প্রভাব পড়ে। সাংবাদিক সম্মেলনে কী বলছেন রোহিত শর্মা? অবসরের ইঙ্গিতও কি দিয়ে রাখলেন? ম্যাচ এবং নিজের পারফরম্যান্স প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘ব্যাটিংয়ের দিক থেকে অনেক কিছুই চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুই ঠিক হচ্ছে না। মানসিক ভাবে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। বড় হতাশা। সব এই পরিস্থিতিতেই রয়েছে। টিম হিসেবেও আমাদের অনেক কিছু ভাবতে হবে। তেমনই ব্যক্তিগত ভাবে নিজেকেও। এখনও একটা ম্যাচ বাকি। সেটা জিততে পারলে সিরিজ ড্র হবে। হয়তো এই পরিস্থিতি থেকে সেটাই ভালো রেজাল্ট।’’ সিডনি টেস্টের পর নিজে কি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন? এই প্রশ্নটা যেন থেকেই

গেল। ভারতের হারের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট বলা যায় ঋষভ পন্থের উইকেটও। প্রথম ইনিংসে দলের কঠিন পরিস্থিতিতে পরিণত ইনিংস খেলা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরপর দু-বলে ফ্যান্সি শট খেলেন পন্থ। প্রথমটি মিস করেন। দ্বিতীয় ডেলিভারিতে আউট। দ্বিতীয় ইনিংসে একশোর উপর ডেলিভারি খেলে হঠাৎই লুজ শট খেলে উইকেট খোয়ান। পন্থ ক্রিজে থাকলে এই টেস্টটা অন্তত ড্র করতে পারত ভারতীয় দল। সাংবাদিক সম্মেলনে পন্থকে নিয়ে প্রশ্নের মুখেও পড়লেন রোহিত। তাঁর আউটের ধরন নিয়ে বলছেন, ‘‘ম্যাচের রেজাল্ট নিয়ে প্রত্যেকেই হতাশ। কেউ বলে দেওয়ার চেয়ে পন্থকে নিজেও বুঝতে হবে ওর কী প্রয়োজন। অতীতে ও আমাদের অনেক সাফল্য দিয়েছে। ক্যাপ্টেন হিসেবে ওকে নিয়ে অনেক ভাবনাই আসছে। অনেক সময়ই ওর জন্য ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছি। আবার কখনও হতাশ হয়েছি। তবে একটা ভারসাম্য প্রয়োজন। যে সাফল্য দিয়েছে ক্যাপ্টেন হিসেবে তার সঙ্গে কী কথা বলব? ওকে দীর্ঘ সময় ধরে চিনি, ওর খেলার স্টাইলও জানি। পরিস্থিতিটা ওকে বুঝতে যে ঝুঁকি নেওয়া কি প্রয়োজন? এমন নয় যে ও টিমের প্রয়োজন বোঝে না। তবে ওকে এটা বলা যে কী করা উচিত, কী করা নয়, এর ফারাক করা কঠিন।’’

এমসিজি-র হারে জটিল অঙ্ক ভারতের, টেস্ট ফাইনালের ভাগ্য শ্রীলঙ্কার হাতে!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

হারের মুখ দেখেই মেলবোর্নে শেষ অবধি থামল ভারত। সেই সঙ্গে ভারতের জন্য জটিল হল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ওঠার অঙ্ক। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে ওঠার জন্য টিম ইন্ডিয়াকে লক্ষ্য রাখতে হবে শ্রীলঙ্কার পারফরম্যান্সের দিকে। আরও ভালো করে বললে, ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ওঠার ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করছে শ্রীলঙ্কার হাতে। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ টেস্টে ভারত ১৮৪ রানে মেলবোর্নে হেরেছে। যার প্রভাব পড়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলে। এই ফাইনালের লড়াইয়ে ছিল ৪ দল। সেখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম দল হিসেবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ফাইনালিস্ট হয়েছে। ভারতের সম্ভবনা এ বার কতখানি? উঠছে সেই প্রশ্ন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে আপাতত দক্ষিণ আফ্রিকা। ১১ ম্যাচে ৭ জয়, ৩ হার ও ১টি ড্রয়ের পর প্রোটিয়াদের পয়েন্ট পার্সেন্টেজ ৬৬.৬৭। দুইয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া ১৬ ম্যাচ খেলে ১০ জয়, ৪ হার ও ২টি ড্রয়ের পর পয়েন্ট পার্সেন্টেজ ৬১.৪৬। এই তালিকায় তিনে রয়েছে ভারত।

এখনও অবধি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চলতি চক্রে ১৮টি ম্যাচ খেলেছে টিম ইন্ডিয়া। তাতে পয়েন্ট পার্সেন্টেজ ৫২.৭৮। ভারত কী ভাবে উঠতে পারে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে? এর জন্য অতি অবশ্যই সিডনি টেস্ট জিততে হবে ভারতকে। কিন্তু তাতেই মিলবে না টিকিট। যদি ভারত ওই ম্যাচ জিতে সিরিজ ২-২ শেষ করে, তার পর নজর রাখতে হবে শ্রীলঙ্কার দিকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কাকে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিততে হবে, তা হলে ভারত পয়েন্ট টেবলের দুইয়ে থাকবে এবং ফাইনালে ওঠার সম্ভবনাও থাকবে।

শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে দল সাজাতে কোন পরিকল্পনা মুম্বইয়ের?

মুম্বই, ৩০ ডিসেম্বরঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ২০২৪ সালে মুম্বই সিটি এফসি এক ধরনের উত্থান-পতন অনুভব করছে। তারা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তাদের গত বছরের চ্যাম্পিয়নশিপকে পুনরুদ্ধার করতে, কিন্তু এখনও তাদের মরসুমে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। জানুয়া রি ট্রান্সফার উইন্ডোতে ক্লাবটির সামনে একটি বড় সুযোগ রয়েছে, যাতে তারা স্কোয়াডে নতুন খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যারা তাদের মরসুমে দ্বিতীয় পর্বের জন্য শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করবে। মুম্বই সিটি এফসি ২০২৪ সালের আইএসএল মরসুমের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছেছে এবং তারা ১২ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে ৫টি জয়, ৬টি পরাজয় এবং ২টি ড্র রয়েছে। যদিও তারা মরসুমের শুরুর দিকে কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, সাম্প্রতিক সময়ে তারা কিছু ভালো ফলাফল অর্জন করেছে। তাদের গত পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পেয়েছে, যার মধ্যে ৩টি জয় এবং একটি ড্র রয়েছে, যদিও একমাত্র বড় জয়টি ছিল কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ৪-২ ব্যবধানে। তবে তাদের কিছু ম্যাচে এক গোলের ব্যবধানে জয় এসেছে, যা মুম্বই সিটি এফসির জন্য উদ্বেগের বিষয়। দলের আক্রমণভাগে কার্যকারিতা কম ছিল এবং এটি ট্রান্সফার উইন্ডোতে তাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

ছন্দে ফিরছেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট, খেলবেন হায়দরাবাদ ম্যাচ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বরঃ গতবারের মতো এবার ও দুরন্ত ছন্দে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শুরুটা খুব একটা ইতিবাচক না থাকলেও সময় যত এগিয়েছে নিজেদের দুরন্ত ছন্দে ধরা দিয়েছেন জেসন কামিন্স থেকে শুরু করে দিমিত্রি পেত্রাতোসের মতো ফুটবলাররা। যারফলে বাকিদের টেক্কা দিয়ে অনায়াসেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগের লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানে চলে আসে ময়দানের এই প্রধান। বলতে গেলে এই সময় দাঁড়িয়ে টুর্নামেন্টের শিল্ড জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছে মোহনবাগান। বাকি দলগুলির সঙ্গে প্রায় সমান ম্যাচ খেলেই পয়েন্টের ফারাক রয়েছে অনেকটাই। মাঝে অ্যাওয়ে ম্যাচে মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়ার কাছে পরাজিত হতে হলেও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি সবুজ-মেরুন শিবিরের। গত অ্যাওয়ে ম্যাচে পিছিয়ে থেকেও তাঁরা পরাজিত করেছে প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসিকে। দলের এমন পারফরম্যান্স সহজেই মন জয় করেছে বাগান সমর্থকদের। আগামী বছরের শুরুতেই নিজেদের ঘরের মাঠ অর্থাৎ সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলতে নামবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যেখানে

তাঁদের লড়াই করতে হবে দুর্বল হায়দরাবাদ এফসির সঙ্গে। হিসাব অনুযায়ী হায়দরাবাদ এফসি পয়েন্ট টেবিলের অনেকটা নিচে থাকলেও তাদের হালকাভাবে ভাবে নিতে নারাজ বাগান কোচ জোসে মোলিনা। তাই পাঞ্জাব ম্যাচের পর খুব একটা সময় নষ্ট না করে রবিবার থেকেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে বাগান ব্রিগেড। এদিন মূলত রিকভারি সেশন ছিল সকল ফুটবলারদের। তবে পরবর্তীতে পাসিং ফুটবলের পাশাপাশি সিচুয়েশন প্র্যাকটিসে দেখা যায় জেসন কামিন্স থেকে শুরু করে সাহাল আব্দুল সামাদ সহ দলের অন্যান্য ফুটবলারদের। তবে এদিন সকলের নজর কেড়েছিলেন স্কটল্যান্ডের তারকা ফুটবলার গ্রেগ স্টুয়ার্ট। চোটের সমস্যায় বেশ কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে ছিলেন এই তারকা ফুটবলার। যারফলে খেলতে পারেননি একাধারে ম্যাচ। তবে সময় এগোনোর সাথে সাথেই সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করেছেন এই দাপুটে ফুটবলার। তাই রবিবারের অনুশীলনে বল পায়ে দেখা গেল স্টুয়ার্টকে। কিন্তু এখনই তাঁকে নিয়ে বাড়তি ঝুঁকি নিতে নারাজ বাগান কোচ জোসে মোলিনা। যারফলে আসন্ন হায়দরাবাদ ম্যাচে হযতো তাঁকে মাঠে নামানোর ঝুঁকি নেবেন না সবুজ-মেরুনের হেডস্যার। পাশাপাশি এদিন দলের অনুশীলনে দেখা যায়নি ভারতীয় তারকা আশিক কুরুনিয়ানকে।

জিন্স পরে খেলা যাবে দাবা, কার্লসেনের ঘটনার পর পিছু হঠল বিশ্ব সংস্থা

নিউ ইয়র্ক, ৩০ ডিসেম্বরঃ বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনের জিন্স কাণ্ডের পর সুর নরম ফিডে সংস্থার। এখন থেকে প্রতিযোগিতায় জিন্স পরতে বাধা নেই প্রতিযোগীদের। তবে রং মিলিয়ে পরতে হবে জিন্স। তবেই খেলার অনুমতি দেবে ফিডে। নরওয়ের দাবাড়ু র‌্যাপিডের নবম রাউন্ডে খেলতে গিয়েছিলেন জিন্স পরে। কিন্তু ফিডের নিয়ম অনুযায়ী জিন্স পরে কোনও প্রতিযোগী খেলতে পারবেন না প্রতিযোগীরা। কার্লসেনকে ২০০ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৭,১০০ টাকা) জরিমানা করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতার আরবিটার (দাবায় যিনি আম্পায়ারের ভূমিকা পালন করেন।) অ্যালেক্স হোলোকজ্যাক জানিয়েছিলেন, কার্লসেন বার বার এই ভুল করেছেন। শাস্তি পাওয়ার পর কার্লসেন ব্লিজ বিভাগে অংশ নেবেন না বলে জানিয়েছিলেন। পরে যদিও তিনি অংশ নেন। বিশ্ব দাবা সংস্থার প্রধান আর্কাডি ভরকোভিচ বলেন, ‘‘ফিডে আধিকারিকেরা প্রতিযোগীদের পোশাকের ব্যাপারে যে ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তা নিয়ে আর একটু নমনীয় হতে বলব। পোশাকের নিয়ম মানতেই হবে। তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তবে যদি জ্যাকেট এবং জিন্সের রং একই রকমের হয় তা হলে খেলার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।’’

শান হুন্ডালকে সই করাচ্ছে মহামেডান, উচ্ছ্বাস সমর্থকদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বরঃ কিছুদিন আগে ভারতের ফুটবল জগতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব, নতুন বিদেশি ফুটবলার শান হুন্ডালকে সই করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কানাডার প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ভেলোর এফসিতে খেলা এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত পাঞ্জাবী স্ট্রাইকার শান হুন্ডাল, যিনি বর্তমানে কানাডায় বাস করছেন, তাঁর যোগদান মহামেডানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে চলেছে। যা শুনে হাসি ফুটেছে লিগ টেবিলের তলানিতে থাকা দলের সমর্থকদের। মহামেডান কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই শান হুন্ডালের নাম চূড়ান্ত করেছে এবং আশা করা হচ্ছে যে, তাঁর যোগদানের মাধ্যমে দলের আক্রমণভাগ আরও শক্তিশালী হবে। বিশেষ করে, দলের পারফরম্যান্সের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায়, নতুন স্ট্রাইকারের আগমন দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে শান হুন্ডাল তাঁর প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে বেশ কিছু সফল মরসুমে কাটিয়েছেন এবং তার খেলার ধরন এবং অভিজ্ঞতা মহামেডানকে আইএসএলে আরও

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতে সাহায্য করতে পারে। তবে শান হুন্ডাল একমাত্র নতুন বিদেশি ফুটবলার নয়। তাঁর সঙ্গে আরও একজন বিদেশি ফুটবলার যোগ হওয়ার কথা রয়েছে, যিনি শীঘ্রই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। মহামেডান কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে এবং পরবর্তী বিদেশি ফুটবলার কে হবেন, তা কয়েক দিনের মধ্যে নিশ্চিত হবে। এই দুই বিদেশি ফুটবলার পাশাপাশি, দলের কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলারকেও সই করানো কথা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন রাজস্থান ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার এবং ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডার। এছাড়া, বাংলার আক্রমণভাগের ফুটবলার ইসরাফিল দেওয়ান, যিনি বর্তমানে সন্তোষ ট্রফিতে ব্যস্ত, তাঁকে আইএসএলে রেজিস্ট্রেশন করানোর পরিকল্পনা রয়েছে। গত কলকাতা লিগে মহামেডানের হয়ে গোল করা ইসরাফিল, সন্তোষ ট্রফিতে তার দক্ষতা দেখানোর পর, সাদা-কালো কর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁকে দলে নেওয়ার। একইসঙ্গে, ইস্টবেঙ্গলের আরও কয়েকজন ফুটবলারের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে বলে জানা গিয়েছে। তবে, মহামেডান কর্তৃপক্ষের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ভারতীয় ফুটবলারদের সই করানো। বর্তমানে অনেক ভালো মানের ভারতীয় ফুটবলারই ফ্রি নেই। তবে মহামেডান কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য, যতটা সম্ভব ভালো ফুটবলার সংগ্রহ করা এবং দলের শক্তি বৃদ্ধি করা।

বড় জয়ে বছর শেষ লিভারপুলের

গোটা ম্যাচে আক্রমণের জোয়ার বইয়ে দিল লিভারপুল। তাতে ভেসে গেল ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড। বিশাল জয়ে বছর শেষ করার পাশাপাশি লিগ টেবিলে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে গেল আর্না স্লটের দল।

লন্ডন, ৩০ ডিসেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৫-০ গোলে জিতেছে লিভারপুল। লুইস দিয়াস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর প্রথমার্ধেই ব্যবধান বাড়ান কোডি হাকপো ও মোহামেদ সালাহ। দ্বিতীয়ার্ধে জালের দেখা পান ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড ও বদলি নামা দিয়োগো জটা। একটি গোলের পাশাপাশি দুটি অ্যাসিস্ট করেন দারুণ ছন্দে থাকা সালাহ। পুরো ম্যাচে প্রায় ৫৫ শতাংশ পজেশন ধরে রেখে গোলের জন্য ২২ শট নিয়ে ১৩টি লক্ষ্যে রাখে লিভারপুল। বিপরীতে ওয়েস্ট হ্যামের সাত শটের একটিও লক্ষ্যে ছিল না। ১৮ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৩ ড্রয়ে লিভারপুলের পয়েন্ট হলো ৪৫। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নটিংহ্যাম ফরেস্ট। লিভারপুলের সমান ১৮ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল তিনে ও ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে চেলসি চারে আছে। ১৯ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে শিরোপাধারী ম্যানচেস্টার সিটি। ষষ্ঠ মিনিটে ম্যাচের প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় ওয়েস্ট হ্যাম। কিন্তু জ্যারড বোয়েনের পাসে বক্সে ঠিকমতো শট নিতে পারেননি ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার লুকাস পাকেতা। পরের মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় লিভারপুল। হাকপোর

চমৎকার থ্রু বলে কাছ থেকে সালাহর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন গোলরক্ষক আলফুঁস আরিওলা। ষোড়শ মিনিটে সালাহর পাসে কার্টিস জোন্সের শটও ঠেকান তিনি। ২৩তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ তৈরি করে লিভারপুল। এবার দিয়াসের শট দারুণ দক্ষতায় ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান আরিওলা। ৩০তম মিনিটে আর জাল অক্ষত রাখতে পারেননি তিনি। বক্সে আলগা বল পেয়ে জোরাল শটে লক্ষ্যভেদ করেন কলম্বিয়ার ফরোয়ার্ড দিয়াস। ৩৮তম মিনিটে সমতায় ফিরতে পারত ওয়েস্ট হ্যাম। বক্সের বাইরে থেকে মোহামেদ কুদুসের নিচু শট গোলরক্ষক আলিসনকে পরাস্ত করলেও বল পোস্টে লাগে। উল্টো দুই মিনিট পর আরেকটি গোল হজম করে আয়োজকরা। বক্সে সালাহর দারুণ নৈপুণ্যের পর প্রতিপক্ষের পা ছুঁয়ে বল পেয়ে জালে পাঠান ডাচ ফরোয়ার্ড হাকপো। ৪৪তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন সালাহ। জোন্সের পাস বক্সে পেয়ে বাঁ পায়ের শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন মিশরীয় ফরোয়ার্ড। এবারের প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ স্কোরার সালাহর গোল হলো ১৮ ম্যাচে ১৭টি। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে ব্যবধান বাড়তে পারত আরও। আলেক্সিস মাক আলিস্তেরের থ্রু বলে ওয়ান-অন-ওয়ানে সালাহর শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন আরিওলা। ৫৩তম মিনিটে দারুণ গোলে ব্যবধান বাড়ান অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড। ৩০ গজ দূর থেকে ডান পায়ের জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন এই ডিফেন্ডার, নড়ার সুযোগ পাননি গোলরক্ষক। মাঝে লিভারপুল কয়েকটি সুযোগ হারানোর পর ৮৪তম মিনিটে দলের পঞ্চম গোল করেন জটা। সালাহর পাস বক্সে পেয়ে ডান পায়ের শটে জালে পাঠান দ্বিতীয়ার্ধে হাকপোর বদলি নামা এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। লিগে সবশেষ চার অ্যাওয়ে ম্যাচে লিভারপুলের গোল হলো ১৬টি। নতুন বছরে প্রথম ম্যাচে আগামী ৫ জানুয়ারি ঘরের মাঠে প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে স্লটের দল।

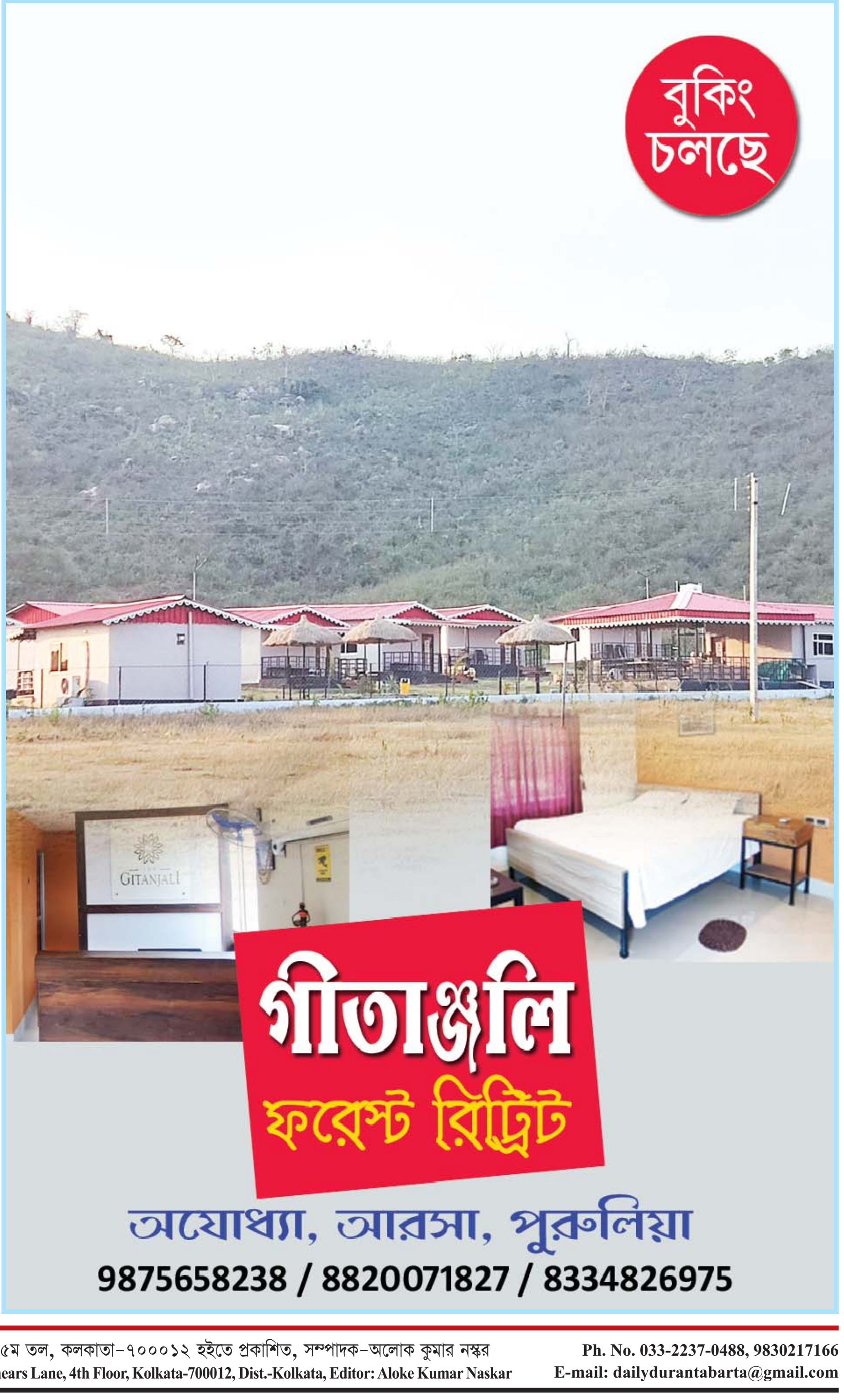

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com